আল ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

[আগস্ট - ২০১৯]

আল ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

আগস্ট-২০১৯

সূচিপত্র

৩১ শে আগস্ট,২০১৯

আসামের মুসলিমদেরকে নিরবে তাড়িয়েই দিলো সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সরকার! আজ ৩১শে আগস্ট ২০১৯ সকাল ১০টায়, কথিত এনআরসির নামে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সরকার ১৯ লাখ ৬হাজার ৬৫৭ জনকে অবৈধ অভিবাসী আখ্যা দিয়ে আসাম থেকে তাড়ানোর এবং জেলে বন্দী করার ব্যবস্থা করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগে থেকেই সেখানে সতের হাজারের অধিক সেনা মোতায়েন এবং ১৪৪ ধারা জারি করেছে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সরকার।

হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সরকার মূলত আসামের বাংলাভাষী মুসলিমদেরকে এই এনআরসি তালিকার হিংসাত্মক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। পৈশাচিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক সরকার ১৯ লাখের অধিক মানুষকে আজ অবৈধ বিদেশী তথা বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে দেশ ছাড়া করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসামের হিন্দুত্ববাদী মুশরিক মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছে, ‘অবৈধ অভিবাসীদের কীভাবে বিতাড়ন করতে পারি সে সম্পর্কে নতুন কৌশল গ্রহণে কেন্দ্র ও আসাম সরকার মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।’

তালিকা থেকে কিছু হিন্দুর নাম বাদ পড়লেও মুশরিক হিন্দুত্ববাদী সরকার আগেই ঘোষণা দিয়েছে এ নিয়ে হিন্দুদের চিন্তার কোন কারণ নেই! কেননা, তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়লেও তারা ভারতে আশ্রয় পাবে। মুসলিম বাদে অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের ভারতে আশ্রয় দেওয়া হবে বলে জানায় সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সরকার।

মুশরিক হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী বহুবার বলেছে যে, আসাম থেকে মুসলিমদের বহিষ্কার করা হবে। আর, এসব নির্যাতিত মুসলিমদেরকে হিন্দুত্ববাদীরা বাংলাদেশী বললেও এসকল বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদীদের দালাল সরকার। বাংলাদেশের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী দালাল সরকার যে এসকল নির্যাতিত মুসলিমদের গ্রহণ করবে না সেটাও নিশ্চিত। তাই, মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের মতো আরেকদল মুসলিমদেরকে ঘরবাড়ি ও রাষ্ট্র পরিচয়হীন করেছে ভারত।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজের প্রাদেশিক রাজধানী বিজয়ের লক্ষ্যে আজ ভোর রাত হতে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

মুজাহিদিনগন চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেগেছেন, এখন শহরের ১কি.মি. প্রাণকেন্দ্রের ভিতরে তীব্র লড়াই চলছে।

আজ সকাল ১০:৩০ মিনিট অবধি পাওয়া সংবাদ মতে মুজাহিদগণ শহরের সকল প্রতিরোধ ব্যাবস্থা ভেঙ্গে ফেলেছেন এবং শহরের সকল চেকপোস্ট দখল করে নিয়েছেন।

এদিকে কুন্দুজের প্রধান করাগার অঞ্চল হয়ে শহরের কৃষি বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলও দখলে নিয়েছেন, কুন্দুজ-কাবুল বন্দর, খান-আবাদ এলকা এবং শহরের মূল সড়কটিও এখন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

এছাড়াও শহরের সেন্ট্রাল হাসপাতাল এলাকা হতে আফগান বাহিনীর সম্পূর্ণ একটি ব্যাটেলিয়ন তাদের সকল সামরিকযান ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এদিকে শহরটির "সাহাদাক" এলাকা হতেও ১৫ আফগান সেনা তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে

এখনও শহরের ভিতরের বাকি অংশ বিজয়ের জন্য মুজাহিদদের ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

===

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তান জুড়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করছেন।

এরা ধারাবাহিকতায় গত ৩০শে আগস্ট বাদগিস প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটি ও চেকপোস্টের উপর তীব্র হামলা চালান, এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে একটি পোস্ট বিজয় করেনেন, এবং মুজাহিদগণ ১০ সেনাকে হত্যা, ২০ সেনাকে আহত ও ২টি গাড়ি ধ্বংস করেদেন।

অপরদিকে নানগাহার প্রদেশের সার্খরোড জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে হামলা চালিয়ে ৭ সেনাকে হত্যা, ৭ সেনাকে আহত এবং ২টি সামরিকযান ধ্বংস করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

এদিকে কান্দাহার প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান, যার ফলে ১১ সেনা নিহত হয়।

অপরদিকে পাকতিয়া ও বাগলান প্রদেশ হতে ৫৪ আফগান সেনা তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তার মাঝে বাগলাম প্রদেশের ১৩ সেনা তালেবান মুজাহিদদের সাথে সরাসরি যোগদেয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ "আল-ফাতাহ" অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৩০শে আগস্ট আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদগণ ঐদিন তাদের প্রদেটিতে তাদের সবচাইতে সফল ও বড়ধরণের অভিযানটি পরিচালনা করেন "চাহ'আব" জেলায়। মুজাহিদগণ ঐদিন মধ্যরাত হতে জেলাটি বিজয়ের লক্ষ্যে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালানো শুরু করেন, অতঃপর দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যুদ্ধের পর ফজর ৪টার সময় জেলাটির সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্টের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের এই অভিযান সামাপ্ত ঘোষণা করেন।

মুজাহিদদের এই সফল অভিযানে ৪০ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়, এছাড়াও মুজাহিদগণ ভারী ও মাঝারিধরণের বিপুল পরিমান যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

একই প্রদেশের "দার্কাদ" শহরে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ ২টি পোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২০ সদস্যাকে হতাহত করেন। এখানেও মুজাহিদগণ আফগান বাহিনী হতে প্রচুর পরিমাণ গনিমত লাভ করেন।

তালেবান মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন প্রদেশটির "বাহারিক" জেলায়। এখানে তালেবান মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়ে জেলাটির গুরোত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি দখল করেনেন, এবং ১৫ সেনাকে হত্যা ও ৩ সেনাকে বন্দী করেন।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "কাসমায়ু" শহরে ৩০শে আগস্ট দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব"এর জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী ১১ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এছাড়াও সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাওয়ী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

--

৩০ শে আগস্ট,২০১৯

সম্প্রতি বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিয়ের কাবিননামা থেকে "কুমারী" শব্দ বাদ দিয়ে "অবিবাহিত" শব্দটি সংযোজন করতে আদেশ দিয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা-২০০৯ এর বিধি ২৮(১)(ক) অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রি বইয়ের ৫ নাম্বার কলামে বলা হয়েছে, কন্যা কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত, নারী কিনা?

এই কুমারী শব্দের মধ্যে এমন কী লুকিয়ে আছে! যার কারণে শব্দটিকেই বাতিল করার নির্দেশ হাইকোর্ট থেকে দিতে হচ্ছে...!? আসুন তাহলে সে সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করা যাক-

২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কাবিননামার ৫ নাম্বার কলামটি বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, নারীপক্ষ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অর্থাৎ নারীবাদী নামক সমাজের কিছু ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী গ্রুপ রিট আবেদনটি করে, আর তাদের নিকট এই ছোট্ট 'কুমারী' শব্দটি একটি বিষফোঁড়া।

কারণ এই কুমারী শব্দের মাঝে লুকিয়ে আছে কুমারীত্ব বা সতী নারীদের "সতীপর্দা"। একজন সতী নারী বৈধ বিয়ের মাধ্যমে তার এই কুমারীত্ব পর্যায় শেষ করে থাকে। আর এই বিবাহ একজন পুরুষের জন্য হলো আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে কোন নারীর সেই কুমারীত্বের উপর অধিকার লাভ করা।

তাহলে এখন কথা হচ্ছে, কেন আজকের নারীবাদীদের এই কুমারীত্ব শব্দ নিয়ে এত এলার্জি! তাদের কথা হলো- এটা থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী? অর্থাৎ, তাদের নিকট এটা থাকা আর না থাকা কোন সমস্যা না। কেন জানেন? কেননা, নারীকে ভোগ্যপন্য বানাতে এর চেয়ে উত্তম উপায় তাদের হাতে মনে হয় আর নেই। নারীর সতীত্ব অপাত্রে বিলিয়ে দেওয়ার মাঝে এই সকল নারীবাদীদের রয়েছে বিশাল মুনাফা! নারীর কাছে যদি 'কুমারীত্ব' হারানো বিষয়টি সাধারণ করে তোলা যায়, তবে সে তার 'কুমারীত্ব' নিয়ে উদাসীন হবে। আর নারী যখন তার কুমারীত্ব রক্ষায় উদাসীন হবে, তখনই সফল হবে এই নারীবাদী গোষ্ঠী। কেননা, নারীকে ঘিরেই যে তাদের ব্যবসা। নারীকে রাস্তায় নামানো, নগ্ন করে নারীর দেহ প্রদর্শন ইত্যাদিই যে তাদের মুনাফা লাভের উপায়! এই নারীবাদীদের নিকট 'কুমারী' শব্দটি কেন সমস্যা, সেটা আসা করি সচেতন পাঠক বুঝতে পেরেছেন।

নারীবাদীরা আরেকটি কথা বলে থাকে যে, কুমারীত্ব শুধু বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমেই শেষ হয়না, বরং দুর্ঘটনার কারণেও তা শেষ হতে পারে।

হ্যাঁ, সেটা আমরাও স্বীকার করি। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণে নারী তার সতীত্ব হারায়, কিন্তু কোন দুর্ঘটনার উপর ভিত্তি করে কি প্রাকৃতিক একটি বিষয়কে অস্বীকার করা যায়!? আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই নারীবাদীরা দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝাতে চায়..?

বিবাহের আগে যেকোন ঘটনায় কি দুর্ঘটনা! বর্তমান পরিস্থিতে আমাদেরকে দুর্ঘটনারও সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে, হয়তো এই নারীবাদীরা কারো সাথে অবৈধ মিলন আর সম্পর্ককেও দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিবে! এটা তো কখনোই দুর্ঘটনা নয়।

আর সত্যিই যদি দুর্ঘটনাবশত কোন সতী নারীর সতীত্ব বা সতীপর্দা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তো ইসলাম উক্ত নারীকে সতীত্বহীন বলেনা বরং ইসলাম তাকেও সতী বা কুমারী নারী বলে থাকে। এরপরেও যদি কোন নারীবাদী এসে কুমারী শব্দটাকে নারীদের জন্য অপমানজনক মনে করে তাহলে বুঝতে হবে কুমারী শব্দ নিয়ে এদের মূল সমস্যা না, বরং এদের সমস্যা নারী তার সতীত্ব রক্ষায় সচেতন হয়ে গেলে নারীবাদীরা মুনাফা হারাবে! ব্যবসায় তারা লসে পড়বে!

সর্বশেষ আমি এটাই বলবো যে, হাইকোর্টের এমন রায় যেন ফ্রী মিক্সিং বা অবাধ যৌনতার বৈধতা দেওয়ারই নামান্তর। হাইকোর্টের এই রায় নারীদের ব্যভিচারের সুযোগ করে দিচ্ছে বা উৎসাহিত করছে। আর, এ রায়ের পেছনে রয়েছে নারীবাদীদের 'নারী কেন্দ্রিক ব্যবসা' থেকে বিশাল মুনাফা অর্জনের এক চক্রান্ত।

লেখক: তৃহা আলী আদনান, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

বাংলাদেশ পুলিশ মানেই যেন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। দুটো শব্দ যেন প্রায় সমার্থক। একটির সাথে অন্যটির সখ্যতা বেশ পুরনোই। এবার ঘটল স্বাক্ষর জাল করার ঘটনা। তাও আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে। কোথায় গিয়ে ঠেকছে দেশ? কাদের কাছে আমরা দিলাম প্রিয় জন্মভূমির জিম্মাদারী এমন প্রশ্নই এখন জনগণের মুখে মুখে।

স্বাক্ষর জাল করে একটি চেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩৫ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের দুই কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে রমনা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো- পুলিশের পরিদর্শক মীর আবুল কালাম আজাদ (৫৪) ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোস্তাফিজুর রহমান (৩৮)।

পুলিশ সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামের দায়ের করা মামলায় গত বুধবার এ দুজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত বুধবার রাতে মামলাটি থানায় দায়ের করা হয়।

মামলার অভিযোগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি চেকে জাল স্বাক্ষর ও তারিখ বসিয়ে টাকা তোলার জন্য গত ২৮ জুলাই সোনালী ব্যাংকের কাকরাইল শাখায় জমা দেয় অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তা। পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে চেক জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। হিসাবরক্ষণ কার্যালয় থেকে সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকে ওই চেকটি ছাড় না করার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, ঢাকা রেঞ্জের পুলিশের সহায়তায় অভিযুক্ত দুজনকে ধরে রমনা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে মামলা করতেও বিলম্ব হয়েছে। মামলার সঙ্গে ১১ পাতার সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো

গত বৃহস্পতিবার ২৯শে আগস্ট ইয়েমেনের আবিয়ান প্রদেশের "আল-ওয়াদিয়া" এলাকায় অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুরতাদ বাহিনীর সুরক্ষা বেল্টের সদর দফতরকে টার্গেট করে ভারী বোমা হামলা চালান আল কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, আনসারুশ শরিয়াহ্" এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় আরব আমিরাতের (সেন্ট্রাল বিল্ডিং) সদর দফতর পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ধারণা করা হয় এসময় সদর দফতরে থাকা সকল মুরতাদ সদস্য হতাহত হয়েছে।

দিনটি ছিল ১৯৬৬ সনের ২৯শে আগস্ট, তখন মিসরের ক্ষমতায় যুগের ফেরাউন তুল্য তাগুত "জামাল আব্দুন নাসের"।

মিসরের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, দ্বায়ী, একজন ইসলামিক চিন্তাশীল, বিখ্যাত ফী জিলালীল কুরআনের লেখক এবং মিসরের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ "শাইখ সৈয়দ কুতুব" রহিমাহুল্লাহ-কে কালিমাতুত তাওহীদ "لاإله إلاالله" এর সঠিক কথা বলা এবং তাঁর লিখিত ফী জিলালীল কুরআনের কারণে ফাঁসি দিয়েছিল(রহিমাহুল্লাহ) ততকালীন সময়ের মিসরের তাগুত "জামাল আব্দুন নাসের"।

আল কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ধারাবাহিকভাবে ক্রুসেডার ও তাদের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ২৯শে আগস্ট মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশে "জালকাসী" শহরের ডেপুটি মেয়র "নূর উমর" এর উপর হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্, উক্ত হামলায় জালাকসী শহরের মুরতাদ বাহিনীর ডেপুটি মেয়র "নূর উমর" নিহত হয়।

একই দিন রাজধানী মোগাদিশুতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরের কাছে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক পিকআপ লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা বিস্ফোরণ করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় পিকআপটি ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে তাতে থাকা এক কমান্ডারসহ বেশ কতক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

গত ২৬শে আগস্ট সোমবার ভারতের রাজধানীতেই তুচ্ছ কারণে কথা কাটা-কাটির জের ধরে বেশ কয়েক সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু যুবক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্বারী মোহাম্মদ ওয়েস নামক ৩০ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবকের উপর ।

ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির কোতোয়ালি থানা এলাকার পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে কাশ্মীরি গেটে। কাজের সূত্রে ট্রেনে করে পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে এসে হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যবরণ করেন ঐ মুসলিম যুবক । মৃত ক্বারী ওয়েস উত্তর প্রদেশের শামলির বাসিন্দা ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, স্টেশনের বাইরে হেডফোন কেনা নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় তাকে ঘিরে ধরে বেশ কয়েক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুশরিক যুবক। অতঃপর তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা। জনবহুল এলাকা হওয়ার কারণে, এই অমানবিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে ক্বারী ওয়েস-কে দিল্লির অরুণা আসেফ আলি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

জানা যায়, নিহতের পরিবারের সদস্যরা এসে হত্যার মামলা করতে চাইলে উত্তর দিল্লি অতিরিক্ত ডিসিপি হরেন্দ্র সিংহ মামলাটি নাকচ করে দেয়। হরেন্দ্র সিংহ জানায়, “লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। বাইরে থেকে শরীরে আঘাতের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি!”

অথচ হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সাধারণ জনতার মোবাইলে ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, নিহত মোহাম্মদ ওয়েস-কে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুশরিক যুবকেরা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে হত্যা করেছে।

অবশেষে, নিহতের পরিবার হত্যা-মামলা দায়ের করতে না পারায়, আইপিসির ৩০৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে।

ময়না তদন্তের পর ওয়েসের মৃতদেহ তার স্বজনদের নিকট ফেরত দেয় দিল্লি পুলিশ। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন না পেলেও, তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় সাধারণ জনতার। বিশেষ করে তার মাথার পেছনের অংশে শক্ত ধাতবের আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়ার মত।

২৯ শে আগস্ট,২০১৯

গত ২৮শে আগস্ট সিরিয়ার ইদলিব সিটির মারাত আল-নোমানে পৈশাচিক গণহত্যা চালিয়েছে কুফফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী

ইদলিবের মারাত আল-নোমানে চালানো রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর পৈশাচিক হামলায় মর্মান্তিক শিকার হয়ে প্রাণ হারান ১৭ জন মুসলিম, যাদের মাঝে অধিকাংশই নারী ও শিশু, আহত হয় আরো ৩৪ এরও অধিক নিরাপরাধ মুসলিম, যাদের মাঝে ৬ শিশু ও ১০ জন মহিলাও রয়েছেন।

এছাড়াও ইদলিব সিটির "আত-তাহ্" এলাকায় রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর অন্য একটি হামলায় নিহত হন ১ জন মহিলাসহ ৩ জন নিরাপরাধ লোক আহত হন আরো একজন।

খ্রিষ্টান মিশনারী মুভ ফাউন্ডেশন ইতিপূর্বেও বেশ কিছু ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। এবার পুনরায় ইসলামবিদ্বেষী ঐ সংস্থাটি আলোচনায় এসেছে। বুধবারে গুলশানের অভিজাত একটি হোটেলে তরুণ মস্তিষ্ক বিক্রেতা নামধারী কিছু "ইসলামিক" লেখক, সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট চেতনাধারী সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, কূটনীতিবিদরকে নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীটি মতবিনিময়ের নামে "আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহঃ বাংলাদেশে উগ্রবাদ উস্কে দিচ্ছে" শিরোনামে একটি সভার আয়োজন করে। জানা যায়, বুধবার মুভ ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ: বাংলাদেশে উগ্রবাদ উস্কে দিচ্ছে?'শিরোনামের উক্ত মতবিনিময় সভায় আলোচনার মুল বিষয়বস্তুই ছিল জিহাদ বা তাদের ভাষায় 'উগ্রবাদ'।

এতে অংশগ্রহণকারীরা নির্যাতিত কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, রোহিঙ্গা, আসাম, উইঘুর, আফগান তালেবান মুজাহিদ ও ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাসহ আন্তর্জাতিক চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দাবী করে যে, আন্তর্জাতিক এই ঘটনাপ্রবাহের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তাতে তরুণরা জঙ্গিবাদ (জিহাদ) বা উগ্রবাদে দীক্ষিত হচ্ছে। তাই তরুণদেরকে জিহাদ বা কথিত উগ্রবাদ থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এসব

ঘটনার সঙ্গে তরুণরা কেন একাত্মতা বোধ করেছে তা বের করে পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও জানায় তারা। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাফেরদের জন্য তৈরিকৃত জাতিসংঘকে শক্তিশালী করা এবং সার্বজনীন কথিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করতেও তারা দাবি জানায়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ঈমান বিক্রেতারা, সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট চেতনাধারী বক্তারা মানুষকে ধর্মের চোখে না দেখে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পরামর্শ দেয়। আলোচকরা উগ্রবাদে জড়িতদেরকে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এর প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কথাও উল্লেখ করে।

মুভ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট সাইফুল হকের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখে পুলিশের এন্টি টেরোরজিম ইউনিটের পুলিশ সুপার মাহিদুজ্জামান, ডিজিএফআই'র ইমামুল আরেফিন ও মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার জ্যাকব লেভিন।

এই মুভ ফাউন্ডেশন কওমিদের একটি অংশকে নিয়ে কৌশলে ইসলাম বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ও সত্যতা রয়েছে। তারা খুব কৌশলে কওমী অঙ্গনে সেক্যুলার, জাতীয়তাবাদ ও কথিত 'মানবধর্ম'র বীজ বপন করেছে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান জিহাদের বিপক্ষে কথা বলার দীক্ষা দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে একটি এনজিও ভারতীয় মালাউন পুলিশ সদস্যদের কাজের পরিস্থিতি কেমন তা জানার জন্য একটি জরিপ চালায়। জরিপটি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক "জে চেলামেশ্বর" প্রকাশ করেছিল। সে জরিপটি ভারতের 31 টি রাজ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই সময়, 12,000 পুলিশ কর্মীর সাথে আলোচনা এবং 11,000 পুলিশ সদস্যের পরিবারের সাথেও আলোচনা করে এনজিওটি।

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সদস্যদের উপর চালানো ঐ জরিপে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ অনেক তথ্য। বিশেষভাবে যে ভয়ংকর তথ্য ঐ জরিপে উঠে এসেছে তা হলো, মুসলিমদের ব্যাপারে কথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সমাজ সম্পর্কে সচেতন ভারতীয় মালাউন পুলিশের বৈরীতাপূর্ণ ও অন্যায় ধারণা পোষণ।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশদের মুসলিমদের ব্যাপারে এরূপ মনমানসিকতা খুবই ভয়ানক পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে বলে মনে করেন চিন্তাশীলেরা।

ভারতীয় মালাউন বাহিনীর প্রতি দুই পুলিশ সদস্যের মধ্যে একজন কোনো ধরণের কারণ ছাড়াই মুসলিমদের অপরাধী মনে করে।

মঙ্গলবার "লোকনিটি ও প্রচলিত কারণ" প্রকাশিত প্রতিবেদনে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ৩৫ শতাংশ পুলিশ সদস্যই গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে হত্যা করা স্বাভাবিক বলে মনে করে।

জরিপের মূল তিনটি বিষয়বস্তু ছিলঃ

ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো ভারতীয় মালাউন ও সেক্যুলার পুলিশের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসে জরিপের মূল তিনটি বিষয়বস্তুতে :

★ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনীর ৫০% সদস্যই মনে করে কোন কারণ বা অপরাধ ছাড়াই মুসলিমরা প্রকৃতিগতভাবেই অপরাধী।

★মালাউন বাহিনীর ৩৩% পুলিশ সদস্যই মনে করে যে, গরু জবাইয়ের অভিযোগে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

★এছাড়াও ৫৬% পুলিশ মনে করে যে, ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কোনো অপরাধই সংঘটিত করে না। তাই তাদের অপরাধগুলোকে তারা অপরাধই মনে করেনা।

এই যখন মুসলিমদের প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন বাহিনীর মনোভাব, তখন সেখানে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অমূলক কিছু নয়। আজ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর হাতে মুসলিমরা যে নিরাপদ নয়, তার একটি প্রতিচিত্রও উঠে এসেছে উক্ত রিপোর্টে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের বাদাখসান প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল অভিযানে প্রাদেশিক কমান্ডার গোল আহমদসহ ২০ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৮ এরও অধিক সেনা আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংক ও ৩টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

এসময় মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে ৩টি সামরিক চেকপয়েন্ট মুক্ত করতে সক্ষম হন।

একইভাবে হেরাত প্রদেশের সানজী জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১১ সদস্য নিহত এবং ৩ সদস্য আহত হয়।

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের নাওয়াহ জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত আরেকটি হামলায় হতাহত হয় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১২ সদস্য। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি গাড়ি গনিমত লাভ করেন।

হেলমান্দ প্রদেশের একই জেলার অন্য একটি স্থানে মুরতাদ বাহিনীর চেকপয়েন্টে হামলা চালিয়ে একটি ট্যাংক ধ্বংস, ১০ সেনাকে হত্যা ও আরো ২ সেনাকে আহত করেন মুজাহিদগণ। পরে মুজাহিদগণ চেকপয়েন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে গজনী প্রদেশের প্রাদেশিক শহরের একটি সামরিক বাহিনীর চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করে নেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ও ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুজাহিদদের হামলায় ১০ সেনা নিহত হয়।

এছাড়াও ফারাহ প্রদেশে মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১১ সেনা হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ২৮শে আগস্ট সোমালিয়ার হাইরান ও জোহার রাজ্যে দেশটির মুরতাদ ও সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

জোহার প্রদেশে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ব্যারাকে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ১ সেনা নিহত হয় এবং বাকিরা পলায়ন করে।

এমনিভাবে হাইরান প্রদেশে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২ সদস্য আহত হয় এবং বাকিরা পলায়ন করে।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের HTF ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ গত ২৮শে আগস্ট পাকিস্তানের "দের-ময়দান" জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ "এনায়েতুল্লাহ" নামক এক সদস্যের উপর সফল হামলা চালালে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এর আগে একই জেলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর জন্য সংবাদ সংগ্রহকারী এক সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদগণ, যার ফলে সেও ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের পক্ষ হতে সাধারণ পাকিস্তানী মুসলিম ও মুরতাদ বাহিনীর সাথে যুক্ত সদস্যদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয় যে, পাকিস্তানী হুকুমত ও মুরতাদ বাহিনীর সাথে সম্পর্ক না বানিয়ে আপনারা নিজ পরিবারের দিকে খেয়াল রাখুন। তাদের উপর দয়া করুন, তাদেরকে নববী শিক্ষায় শিক্ষিত করুন...। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডা উড্ডিন করে, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবো। নিশ্চই আল্লাহ্ তায়ালাই সর্বশক্তিমান।

সন্ত্রাসী ও খারেজী জামাআত আইএসকে বার বার সুযোগ দেওয়ার পরেও তারা সঠিক পথে ফিরে আসেনি, বরং এরা প্রতিবারই পিছন থেকে মুজাহিদদের উপর হামলা চালায়।

খারেজী জামাআত আইএস কুফফার গোষ্ঠীকে ছেড়ে পেছন দিক থেকে কাপুরুষের মত মুজাহিদগণের উপর হামলা চালায়। তাই, এদের এসকল সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মোকাবেলায় ইয়েমেনে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ বেশ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

গত মঙ্গলবার ইয়েমেনের কাইফা শহরের "লাকাহ" সড়কে এক আইএস সদস্যকে টার্গেট করে হামলা চালান আল-কায়দা শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ (AQAP) এর জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফলে আইএস নামক সন্ত্রাসী দলটির উক্ত সেনা নিহত হয়, এসময় মুজাহিদগণ তার সাথে থাকা অস্ত্রগুলো গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ ২৮শে আগস্ট আফগানিস্তানের ফারয়াব প্রদেশের কারগান জেলা বিজয়ের লক্ষ্যে একটি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে জেলাটির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

জেনে রাখা ভালো, ফারয়াব প্রদেশে সর্বমোট জেলা রয়েছে ১৫টি। এর মধ্যে পূর্ব হতেই মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ১৩টি জেলা, এবার কারগান বিজয়ের মধ্য দিয়ে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৪তে, এখন বাকি রয়েছে শুধু খাঞ্জার-বাগ জেলা, এছাড়াও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মাইমানা ও আন্দখাওয়ী জেলারও কয়েকটি গ্রাম এ তালিকার বাহিরে রয়েছে।

২৮ শে আগস্ট,২০১৯

সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারীদের বর্বরতার শিকার ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী। মুসলিমদের উপর একেরপর এক আঘাত হানছে সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা। রাজস্থান, গুজরাট ও অন্যান্য স্থানের পর এবার বিহারের গয়ায় আরো এক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে গো-পূজারী মুশরিকরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে জানা যায়, ভারতের বিহার রাজ্যের গয়ায় কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হিন্দুত্ববাদীদের হামলার শিকার হয়েছেন ৪জন মুসলিম। হিন্দুদের হামলায় আহত হওয়া মুসলিমদের নাম, ওয়ালিউর রহমান আকা গুলদি, মুহাম্মদ কায়সার, মুহাম্মদ লেয়াকত এবং মুহাম্মদ নাজিশ।

জানা যায়, তাদেরকে এখন রাঁচির মেদান্তার আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।

'পুকুর চুরি' কথাটা শুনতে শুনতে আমরা সকলেই অভ্যস্ত। আধুনিক যুগে এক গ্যালাক্সি পেরিয়ে অন্য গ্যালাক্সির খোঁজ নিচ্ছি আমরা। নিজেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি অন্য এক দূরত্বে। সবদিক দিয়েই আমরা অনেক এগিয়ে! তাই আগে বলা হতো পুকুর চুরি, এখন বলা যায় 'সাগর চুরি'!

রাজধানীর মিরপুরে পানি সরবরাহে নেওয়া ওয়াসার ৫৭৩ কোটি টাকার প্রকল্পে গভীর নলকূপসহ পাম্প বসানোর জায়গায় শুধু পাইপ বসিয়ে কাজ শেষ করেছে ঠিকাদার। ৪৬টি গভীর নলকূপ বসানোর কথা থাকলেও ৫টিতে পানি ওঠানোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই বসানো হয়নি। এ ছাড়া ৩টিতে শুধু নলকূপের পাইপ

বসিয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করে বিল তুলে নিয়েছে ঠিকাদার। ৫৭৩ কোটি টাকার প্রকল্পে ধাপে ধাপে 'সাগর চুরি' চললেও এখনো অধিগ্রহণ করা জমির অর্থ পরিশোধ করা হয়নি ক্ষতিগ্রস্তদের। খবর বাংলাদেশ প্রতিদিনের।

সার্বিক বিষয়ে ওয়াসার এ প্রকল্পের পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম দেশের বাইরে থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানের মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সাতবার ফোন করলেও তিনি সাড়া দেয়নি।

এ প্রকল্পের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছে, ‘এ প্রকল্পের কাজ শেষের প্রতিবেদন এখনো জমা হয়নি। তাই কিছু কাজ হয়তো বাকি থাকতে পারে।

তবে স্থানীয়দের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধের বিষয়টি আমার জানা নেই। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কিংবা ঠিকাদারদের সঙ্গে লেনদেনের বিষয়ে আমার কাছে তথ্য নেই। ’সে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছে '।

‘ঢাকাসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকায় পানির চাহিদা পূরণকল্পে মিরপুরের ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ প্রকল্প’-এর জন্য সাভারের ভাকুর্তা, তেঁতুলঝোড়া ও কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়নে জায়গা নির্বাচন করা হয়। ঢাকার পানির স্তর নিচে নামা ঠেকাতে ভূগর্ভস্থ পানি তোলার জন্য গভীর নলকূপ বসাতে বেছে নেওয়া হয় এ ইউনিয়নগুলোকে। কিন্তু এ প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় অনুসন্ধানে নামে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বছরের ৭ জুলাই এ প্রকল্প অনুসন্ধান শেষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে দুদক। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে বিভিন্ন অজুহাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং ওয়াসার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয় না মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন ‘ঢাকাসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণকল্পে মিরপুরের ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ প্রকল্প’টি ২০১২ সালের ২২ নভেম্বর অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সরকারি তহবিল (জিওবি) থেকে ১৪২ কোটি টাকা, ওয়াসা ১০ কোটি টাকা আর এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব কোরিয়া ও দ্য গভর্নমেন্ট এজেন্সি ফর দি ইডিসিএফ প্রকল্পে সাহায্য করেছে ৩৬৯ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে মোট ৫২১ কোটি টাকার প্রকল্প ২০১২

সালের জুলাইয়ে শুরু হয়ে ২০১৭ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ২০১৬ সালের ২৯ মার্চ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় ৫৭৩ কোটি টাকায় বাড়ানো হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে অযৌক্তিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় ৫২ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অঙ্গসমূহের মধ্যে ৪৬টি উৎপাদনযোগ্য কূপ, ২টি আয়রন অপসারণ প্লান্ট, ১টি ভূউপরিস্থ জলাধার, ৭.৮১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪৮ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার পানি সরবরাহ লাইন (২০০-১২০০ মিমি ব্যাস) নির্মাণকাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হলেও ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বাস্তব কাজের অগ্রগতি মাত্র ৪৬ শতাংশ।

এ কাজে ঠিকাদারকে ৩১৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা সংশোধিত ডিপিপি মূল্যের ৫৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতির সঙ্গে ঠিকাদারের পরিশোধিত বিলের পার্থক্য অনেক। সরেজমিন সাভারের ভাকুর্তা, তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নে দেখা যায়, তেঁতুলঝোড়ায় বসানো ৫টি গভীর নলকূপের সবই বন্ধ। ঝাউচর বাজার, উত্তর মেইটকা, শ্যামপুর, দক্ষিণ শ্যামপুর ও মুসুরিখোলায় বসানো গভীর নলকূপগুলো সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রধান ফটক বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। মধ্য শ্যামপুর এলাকার মুদি দোকানি রঞ্জু আলী বলেন, এ পাম্প তৈরি হওয়ার পর থেকে কোনো দিন চালু হয়নি। এই গভীর নলকূপগুলো রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কেন্দ্র থেকে সিগন্যালের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে অটোমেটিকভাবে চালু ও বন্ধ করা যাবে। অথচ মুসুরিখোলায় স্থাপিত পাম্পে স্কাডা অর্থা সিগন্যাল প্রেরণে ব্যবহৃত যন্ত্রই বসানো হয়নি। ভাকুর্তার কলাবাগান এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, একপাশে ৩ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে আর নলকূপের পাইপ বসিয়ে কাজ ফেলে রাখা হয়েছে। চুনারচর এলাকায় দেখা যায়, একপাশে গভীর নলকূপের পাইপ বসানো হয়েছে। সীমানাপ্রাচীর দিয়ে অসম্পূর্ণ ভবন ফেলে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় আগাছায় ভরে গেছে পাম্পের নির্ধারিত জায়গাটুকু। একই পরিস্থিতি কাইশার চরেও।

এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও স্থানীয়দের এখনো পরিশোধ করা হয়নি অধিগ্রহণ করা জমির দাম। তাই এলাকাবাসীর মধ্যে রয়েছে তীব্র ক্ষোভ। এদিকে যে কটা গভীর নলকূপ চালু হয়েছে তাতেই খাঁখাঁ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এলাকাজুড়ে। ভাকুর্তার কোনো বাড়ির টিউবওয়েল দিয়ে আর পানি উঠছে না। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় খেতে সেচ দিতে পারছে না কৃষক। এ এলাকার ইরি ধান চাষ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষক আলমাস মিয়া বলেন, ‘ওয়াসা আমাদের ধ্বংস করে দিল। প্রতিটি খেত পতিত পড়ে থাকে শীত-গ্রীষ্মের

মৌসুমে। বাড়িতে খাওয়ার পানি নাই। ঢাকায় পানি দিতে গিয়ে আমাদের তৃষ্ণায় মারছে। ' ক্ষোভে গত মে মাসে ওয়াসার পাম্প ভাঙচুর করেছে এলাকাবাসী। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে ওয়াসা। ওয়াসার প্রস্তাবিত প্রকল্পে পানির লাইন নেওয়ার জন্য রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। এ সংস্কার বাবদ রাখা হয়েছিল ৪ কোটি ৫ লাখ টাকা। কিন্তু রাস্তার সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। খোঁড়ার কারণে খানাখন্দে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এ এলাকার রাস্তা।

আল-কায়দা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত ২৫শে আগস্ট মালির মধ্য-পশ্চিম "মিনকা" অঞ্চলে ক্রুসেডার ফরাসী দখলদার বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে সফল বোমা হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ক্রুসেডারদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতির নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

দক্ষিণ ইদলিবে কুফ্ফার ও নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক অভিযান শুরু করেছেন আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এবং মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশন রুমগুলো।

মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ মতে, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ দক্ষিণ ইদলিবের আবু-দালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আস-সালুমিয়্যাহ্, আল-জাদুইয়্যাহ, শাম্মুল-হাওয়ী, আবু উমার এবং মাদয়ান এলাকা দখল করে নিয়েছেন। মাদয়ান যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী সকল কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনাদেরকে মুজাহিদগণ হত্যা করেছেন। এছাড়াও অন্য ৪টি বিজিত এলাকাতেও মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ১০০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

বিজয় অর্জন করা এলাকাগুলো হতে মুজাহিদগণ ৭টি ট্যাংক, ৫টি সামরিকযান, প্রচুর পরিমাণে মিসাইল ও রকেটসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম হতে জানানো হয়েছে যে, মুজাহিদগণ এখন দক্ষিণ ইদলিবের আল-মাশরিফাহ ও তিলমার্ক এলাকায় কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী ও আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বশেষ পাওয়া সংবাদ মতে, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন, তাহরিরুশ শাম এর জানবায মুজাহিদদের একটি ব্যাটালিয়ন ইতিমধ্যে "আবু দালী" শহরের প্রাণ কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন, সেখানে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরান ও শিয়া নুসাইরী জোট বাহিনীগুলোর সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেছে মুজাহিদদের।

এই যুদ্ধে ইতিমধ্যে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর ৬জন জানবায মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন। শাহাদাত বরণকারী আল-কায়দার মুজাহিদগণ হলেন-

১) শহিদ আবু ইউসুফ আল-জাবলী রহ.

২) শহিদ আবু মুজাহিদ কান্সফারাহ রহ.

৩) শহিদ আবু হুসাইন আল-ঘাবী রহ.

৪) শহিদ আবু উবাইদাহ কান্সফারাহ রহ.

৫) শহিদ আবু সালেহ রহ.

৬) শহিদ আবু হামযা রহ.

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদগণ ২৭শে আগস্ট কেনিয়ার মান্দিরা শহরে কুফ্ফার কেনিয়ান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বড় ধরণের সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, কেনিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়দার জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ২৫ কেনিয়ান কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়। এছাড়াও কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশের "ওয়ার-মাহান" এলাকাতেও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

যার ফলে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত এবং ৫ সদস্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি মোটরসাইকেল।

এমনিভাবে সোমালিয়ার জালওয়ীন শহরে অবস্থিত উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং কুফ্ফার বাহিনী জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর জানবায মুজাহিদগণ ইয়েমেনী মুরতাদ ও শিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করছেন।

গত সোমবার আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ আবয়ান প্রদেশের "মুদিয়া ও মাফরাকুল-কাউজ" এলাকায় অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেছেন, যার ফলে অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়।

আল-কায়দা মুজাহিদগণ যখন মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত ঠিক সেই মুহূর্তে আইএস নামক সন্ত্রাসী খারেজী দলের সদস্যরা কাইফা শহরের পিছন হতে মুজাহিদদের উপর হামলা করে বসে। আইএস সন্ত্রাসীরা তাদের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যমে কয়েকজন মুজাহিদের শাহাদাতের ব্যাপারে খুব উল্লাসের সাথে সংবাদ প্রচার করে। কিন্তু আইএস সন্ত্রাসীদের এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কেননা আইএস সন্ত্রাসীদের এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দিতে পরে অভিযান শুরু করেন আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ।

আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ গত রবিবার হতে আইএস সন্ত্রাসীদের উপর পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত রবিবার কাইফা শহরে আইএস সন্ত্রাসীদের উপর তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফলে ২ আইএস সন্ত্রাসী নিহত এবং ১ সন্ত্রাসী আহত হয়।

একই দিনে কাইফা শহরের "জী-কিলাব ও ওয়াদী-আনা" এলাকার মধ্যবর্তী একটি সড়কে আইএস সন্ত্রাসীদের উপর বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফলে কতক আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়।

এদিকে সোমবার "শায়বুল-হিদা" এলাকাতেও আইএস সন্ত্রাসীদের অবস্থানে B10 কামান ও 82 রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে আইএস সন্ত্রাসীদের অনেক সদস্যই হতাহতের শিকার হয়।

এভাবে 14.5 ক্যালিবার মেশিনের সাহায্যে কাইফা শহরেও আইএস সন্ত্রাসীদের উপর হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে কাইফা শহরে আইএস নিয়ন্ত্রিত "আল-মাসয়াদ" এলাকাতেও সন্ত্রাসী দলটির উপর তীব্র ও সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। অতঃপর মুজাহিদদের মার খেয়ে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে আইএস নামক সন্ত্রাসী দলটির সদস্যরা, তবে পলায়নের সময় তারা নিজেদের ৩ সাথীর মৃতদেহ রেখেই পলায়ন করে। পরে মুজাহিদগণ এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

খোরাসানের বরকতময়ী ভূমি আফগানিস্তানে ক্রুসেডার ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন ইমরাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

এরই ধারবাহিকতায় আল-ফাতাহ অপারেশনের মাধ্যমে ২৭শে আগস্ট ক্রুসেডারদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

যার মধ্যে আফগানিস্তানের ওয়ারদাক প্রদেশের সায়দাবাদ শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৫ সেনা নিহত ও ৬ সেনা আহত হয়।

একইভাবে জাওজান প্রদেশের ফায়জাবাদ এলাকায় মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আফগান মুরতাদ বাহিনীর১০ সেনা এবং আহত হয় আরো ৮ মুরতাদ সেনা।

এমনিভাবে হেরাত প্রদেশের শিন্দাদ জেলাতেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে আফগান ৮ মুরতাদ সদস্য নিহত ও 8 সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এদিকে বলখ প্রদেশের সিয়া'আব এলাকাতেও আফগান মুরতাদ বাহিনীকে টারর্গেট করে একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করে তালেবান মুজাহিদগণ। যাতে আফগান মুরতাদ বাহিনী ৫ সেনা ও ৩ পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং আরো ৮ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদগণ প্রতিটি অপারেশন শেষে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে কাবুলের পুতুল সরকারের সামরিক বাহিনী হতে প্রতিনিয়ত অনেক সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের অতীত কর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে, মহান রবের দরবারে তওবা করার মাধ্যমে তালেবানদের সাথে যোগ দিচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশ হতে ৩০ আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের কাতারে এসে যুক্ত হয়ে যায়।

২৭ শে আগস্ট,২০১৯

ভারতে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুদের বর্বরতা। ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের ধারাবাহিকতায় গত রবিবার আবারো দুই দলের মধ্যে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদসংস্থা 'দ্য ওয়্যার' জানিয়েছে, গত ২৫শে আগস্ট রবিবারে রাজস্থানের সাওয়াই মধুপুর জেলার গঙ্গাপুর শহরের জামা মসজিদ এলাকায় সন্ত্রাসবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুশরিক হিন্দুরা এক মিছিল করে। ঐসময় তারা উদ্দেশ্যপ্রোণিদিতভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নানা প্রকারের স্লোগান দিতে থাকে। আর, এতেই উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

স্থানীয় মুসলিম নেতা আমীন সরদার 'দ্য ওয়্যার'কে জানান, প্রতি বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা ১০০ সদস্য নিয়ে ছোট আকারে মিছিল বের করলেও এবার তারা মিছিলে প্রায় ৪০০০ মুশরিকের সমাবেশ ঘটিয়েছে। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কাছ থেকে জামা মসজিদ এলাকার মধ্য দিয়ে মিছিল করার অনুমতি পাওয়া।

আমীন সরকার আরো জানান, জামা মসজিদ এলাকায় পৌঁছে সন্ত্রাসবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা সেখানে কমপক্ষে ২০০ লোক জড়ো করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রায় ১০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করে। পরে যখনই তারা জড়ো হয় সন্ত্রাসবাদী হিন্দুদের মিছিলের শেষ দিক থেকে কিছু মুশরিক তলোয়ার উঁচু করে ধরে

এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের খারাপ স্লোগান দিতে থাকে। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের কিছু লোক তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং জবাবে তারাও আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে।

ঐ মিছিলে মুশরিক হিন্দুদের মুসলিমবিরোধী স্লোগানের বেশ কয়েকটি ভিডিও আছে এবং পুলিশবাহিনী নিজেরাও ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মুশরিক হিন্দুদের স্লোগানের মধ্যে একটা স্লোগান এমন যে, 'হিন্দুস্তানে থাকলে হলে, চুপচাপ থাকতে হবে।'

কিন্তু, এসকল মুশরিক হিন্দু সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করেনি ভারতের মুশরিক হিন্দুত্ববাদী পুলিশবাহিনী। বরং, গ্রেফতার করেছে মুসলিমদেরকে। এ অভিযোগ করে আমীন সরকার জানান 'কেন আমাদের নিয়ে খারাপ মন্তব্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে না?'

ঐ অঞ্চলের আরেক নেতা জানিয়েছেন, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশকে মুশরিকদের মুসলিমবিরোধী স্লোগান সম্পর্কে বার বার বলা হলেও তারা কানে নেয়নি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা যা করতে তাদেরকে আদেশ করেছে, তারা তাই করেছে।

সংবাদসংস্থা 'দ্য ওয়্যার' জানিয়েছে, ঐ অঞ্চলে পরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এটা নিয়ে এ মাসের মধ্যেই রাজ্যটিতে ২টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো। এর আগে জয়পুরে ঈদ উল আযহার দিন মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঐসময়ও, মুশরিকরা মুসলিমবিদ্বেষী স্লোগান দিয়েছিল।

পাকিস্তান ভিত্তিক মুজাহিদ গ্রুপ "হিজবুল আহরার" এর জানবায যোদ্ধারা গত ২৬শে আগস্ট দেশটির মাহমান্দ এজেন্সিতে বিদ্যমান নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে তীব্র হামলা চালান।

যার ফলে, উক্ত পোস্টে থাকা নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা নিহত এবং আরো ২ সেনা আহত হয়।

এর আগে অর্থাৎ, গত ২৪শে আগস্ট পাকিস্তানের সর্বোচ্চ কুফুরী আদালত "হিজবুল আহরার" কে (তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মত) কালো তালিকাভুক্ত 'জঙ্গী গ্রুপ' হিসাবে চিহ্নিত করে। যদিও কুফুরী আদালতের এমন রায়ে কোন কিছুই আসে যায়না।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৬শে আগস্ট হেলমান্দ প্রদেশের কয়েকটি স্থানে পৃথক পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত ঐসকল সফল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩৯ এরও অধিক পুতুল সেনা হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের ধারাবাহিক বিজয়ের সাথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য আফগান সেনা ও বিভিন্ন গোত্রিয় বাহিনীগুলোর সদস্যরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দলে দলে তালেবানদের কাতারে শামিল হচ্ছে। যেমনটা মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা নাসরে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহু আকবার, এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬শে আগস্ট হেকমতিয়ারের "হিজবুল ইসলাম" দলের কমান্ডার আব্দুল হালীম নিজের ৫০০ যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দেন। সাথে "হিজবুল ইসলাম" (হেকমতিয়ার) এর ২০ কমান্ডারও তালেবানদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদগণ গত ২৬শে আগস্ট সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদগণ গতকাল তাদের অধিকাংশ হামলাগুলোই সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে পরিচালনা করেন এবং একটি হামলা জুবা প্রদেশে পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন এর ঐসকল সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর ৩য় সপ্তাহেও মালাউন ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর অবরোধের শিকার জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিমরা। তারা এক প্রকার গৃহবন্দী হয়েই এই দীর্ঘ সময় যাবত দিন কাটাচ্ছেন ঘরের কোনে বসে।

কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের জের ধরেই চলছে অবরুদ্ধ জম্মু-কাশ্মীরে বিক্ষোভ। কাশ্মীরের এক স্বাধীনতাকামী নেতা তার বক্তব্যে ভারতকে উদ্দেশ্য করে বলেন- যদি ভারত ১০ লাখের স্থানে নিজেদের পূর্ণ বাহিনীকে নিয়েও এখানে আসে এবং অবরুদ্ধ করে রাখে, তথাপিও কাশ্মীরি মুসলিমরা নিজেদের অধিকার আদায় করতে পিছপা হবে না।

গত ৫ আগস্ট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত সংবিধানের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে ভারতের ক্ষমতাসীন দল উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। ১৯৮৯ সাল থেকে ভারত শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিরা আন্দোলন করে আসছেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক সেনাদের সংঘর্ষে হাজার হাজার কাশ্মীরির প্রাণহানি ঘটেছে; যাদের অধিকাংশই বেসামরিক।

এরই ধারাবাহিকতায় গত রবিবার কাশ্মীরি বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছে। সোমবার কাশ্মীরের পুলিশের বরাত দিয়ে ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপি তাদের এক প্রতিবেদনে নিহতের সংবাদটি নিশ্চিত করেছে।

এএফপি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, "চতুর্থ সপ্তাহের মতো কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপেক্ষা করেই কাশ্মীরে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন সেখানকার স্বাধীনতাকামী বাসিন্দারা। এতে বিক্ষোভকারীদের পাথরের আঘাতে দখলদার ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর এক ট্রাক চালক নিহত হয়েছে।"

কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের আগেই কাশ্মীরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে কারফিউ জারি করার মাধ্যমে অবরুদ্ধ করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং জনসাধারণের চলাচলের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয় সেখানে। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার কাশ্মীরিকে। সংবাদের শিরোনাম হতে থাকে গণকবরেরও।

রাস্তায় রাস্তায় তল্লাশি, সেনা টহল, ব্যারিকেড দেওয়া হলেও কাশ্মীরিদের বিক্ষোভ দমাতে পারেনি সন্ত্রাসী সেনারা। সেখানে প্রায় প্রত্যেকদিনই মালাউন ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন ক্ষুব্ধ কাশ্মীরিরা। আযাদ কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায় যে, গতকালও কাশ্মীরের ৪০ এরও অধিক স্থানে বিক্ষোভ করেন কাশ্মীরিরা।

অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক "সি জে ওয়ারল্যামান" গত ১৯ আগস্ট ভারতের দখলিকৃত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের অত্যাচারের ঘটনাগুলোকে তার নিজস্ব এক টুইট বার্তার মাধ্যমে জনসমক্ষে এনেছেন।

কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধকে দমন করার জন্য, ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার কাশ্মীর উপত্যকাতে আজ ২৬ আগস্ট ২২তম দিনেও কারফিউ এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে। যার ফলে এখনো সেখানকার পরিস্থিতি স্পষ্ট নয়।

যদিও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম কাশ্মীরের কিছু খবর প্রচার করছে, কিন্তু তাতে কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা পরিপূর্ণভাবে ফোটে উঠেনি বলেই মন্তব্য করেন মুসলিম বিশ্লেষকরা। কেননা ভারত সরকার যতটুকু সংবাদ বাহিরে প্রচার করতে চাচ্ছে ততটুকুই সেখান থেকে প্রচারিত হচ্ছে, এই কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও আন্তর্জাতিক কিছু সংবাদ মাধ্যম সেখানের অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকেও অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক সি জে ওয়ারল্যামান টুইটার এ "ভারতীয় দখলে কাশ্মীরের জনজীবন" এই শিরোনামে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তার লেখাতে উঠে এসেছে কাশ্মীরের অচিহ্নিত কবর, সেনা কতৃক যৌন উৎপীড়ন, কীভাবে কাশ্মীরের জনগণ সেনাসংখ্যার কাছে সংখ্যালঘু এবং আরও ভয়ঙ্কর সব তথ্য ।

ভারতীয় বাহিনীর আগ্রাসনের এক ভয়ঙ্কর চিত্রঃ

* ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের কারণে ৪৯% পূর্ণবয়স্ক কাশ্মীরি PTSD নামক মানসিক সমস্যায় ভুগছেন।

* কাশ্মীর পৃথিবীর যুদ্ধকবলিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণধর্ষণ পরিচালনায় কুখ্যাত।এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক ১৯৯৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী কুনান ও ফসফরা নামক দুটো গ্রামে এক রাতেই ৮০ জন নারীকে গণধর্ষণের ঘটনা।

* ভারতীয় বাহিনীর হাতে আটক প্রায় সকল কাশ্মীরির উপর চালানো অকথ্য নির্যাতন। সাত হাজারেরও বেশী কাশ্মীরি ভারতীয় বাহিনীর হাতে জিম্মি থাকাবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের কারণে নিহত হয়েছেন।

* জাতিসংঘ কাশ্মীর ইস্যু সমাধানে এ যাবত ১৮ টি রেজুলেশন তৈরী করেছে। কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ কোনো অংশ নয় বরং একটি বিতর্কিত অঞ্চল, তাই এর জনগণকে গণভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেওয়ার জন্য ভারতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল, কিন্ত হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী ভারত এ পর্যন্ত সে

গণভোটের আয়োজন করতে দেয়নি। উপরন্তু ২০১৬ সালে নিজেদের জুলুমকে গোপন রাখতে কাশ্মীরে জাতিসংঘের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘ কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্যবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করে আসছে। কিন্তু ভারতের বিরূদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

* কাশ্মীর বিশ্বের সবচেয়ে ভারী মিলিটারাইজড জোন, যেখানে প্রতি দশজন কাশ্মীরির বিপরীতে একজন ভারতীয় সৈন্য বিদ্যমান রয়েছে।

* বর্তমানে কাশ্মীরে ৬০০০ এরও বেশী অচিহ্নিত গণকবর রয়েছে।

* মালাউন বাহিনীর কারণে ৮০,০০০ এরও বেশী শিশুকে এতিম হতে হয়েছে।

* ভারত এ পর্যন্ত ৯৫,০০০ এরও বেশী কাশ্মীরিকে হত্যা করেছে। আনঅফিসিয়ালী যা আরও অনেক বেশী বলে ধারণা করা হয়।

এদিকে আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট বলেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি এ কথা বলছি যে, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর অত্যাচারে ৬ হাজারেরও বেশি কাশ্মীরি জনগণ আহত হয়েছেন। (হাসপাতালে গেলে আটক হওয়ার ভয়ে বহু লোক বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন)

কাশ্মীরে মোদি সরকার ‘সম্পূর্ণ গণহত্যা’ চালাচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীরে গণহত্যা শুরু হয়েছে। নারীদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, নির্বিচারে কাশ্মীরি জনগণকে হত্যা করছে ভারতীয় বাহিনী।

হত্যার পর নিহতদের অচিহ্নিত কবরে দাফন করা হচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান মাসউদ খান।

এদিকে আযাদ কাশ্মীর ভিত্তিক "সদায়ে আযাদ কাশ্মীর" নামক একটি সংবাদ মাধ্যম জানায় যে, মালাউন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনী কাশ্মীরের স্বায়ত্ত্বশাসন বাতিল করার পর থেকে কমপক্ষে ৮ হাজার কাশ্মীরি মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। এবং তাদেরকে জননিরাপত্তা আইনে (PSA) গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এই বিতর্কিত আইনের মাধ্যমে আটক ব্যক্তিকে কোনো ধরনের অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই দুই বছর পর্যন্ত আটক রাখতে পারবে।

২৬ শে আগস্ট,২০১৯

মুসলিমদের ভূমি কাশ্মীর। আজ সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুদের বর্বরতার শিকার পৃথিবীর জান্নাত খ্যাত এই ভূমি। মালাউন গেরুয়া সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরকে দীর্ঘদিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রেখেছে, গণহারে বন্দী করছে মুসলিমদের। নাপাক মুশরিক হিন্দুদের ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন পবিত্র মুসলিম নারীগণ, আমাদের জাতি আজ কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন। আমরা মুসলিম, বিশ্বের সমগ্র মুসলিম একটি দেহের ন্যায়। এই দেহের কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে সারাদেহে তার ব্যাথা অনুভূত হয়, শরীরে জ্বর আসে। কিন্তু এই দেহের অংশ দাবিদার কিছু কর্তিত চুল আছে। যারা দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হলে ব্যাথা পায় না।

হ্যাঁ, মুসলিম উম্মাহ থেকে খারেজ এরকম কর্তিত চুলেরাই সারাবিশ্বে মুসলিম নির্যাতনে ব্যথিত না হয়ে বরং আনন্দিত হয়। আজ কাশ্মীরে যখন আমাদের মুসলিম জাতিকে সন্ত্রাসবাদী মোদির নেতৃত্বে মালাউন মুশরিক হিন্দুরা ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তখনই সেই মুশরিক সন্ত্রাসী মোদিকে সম্মাননা দিচ্ছে আরবের নামধারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। এরা উম্মাহর রক্ত নিয়ে তামাশা করছে, এরাই সর্বযুগে উম্মাহর সাথে গাদ্দারী করেছে।

গত ২৪শে আগস্ট শনিবার আরব রাষ্ট্র বাহরাইনের রাজধানী মানামায় মালাউন মোদির হাতে দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'দ্য কিং হামাদ অর্ডার অব দ্য রেনেসাঁস' সম্মাননা তুলে দিয়েছে বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ বিন ঈসা আল খলিফা।

এর আগে অর্থাৎ বাহরাইন সফরের পূর্ব মুহূর্তে একইদিনে আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গুজরাটের সন্ত্রাসী মুশরিক হিন্দু মোদির হাতে নিজেদের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'অর্ডার অব জায়েদ' প্রদান করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুরতাদ সরকার। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই আরব আমিরাতের মুরতাদ সরকারের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এরা অতি অগ্রগামী। আল্লাহ এই সকল শাসকগোষ্ঠীর গদি ধ্বংস করে দিন, তাদের প্রাসাদগুলোই যেন তাদের বিপর্যয়ের কারণ হয় সেই ব্যবস্থা করে দিন। তাদের হঠকারিতা ও কুকর্ম থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমীন ইয়া রাব্বিল আলামীন।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান জোরালো করা হলেও বেড়েই চলেছে মাদকের সরবরাহ। গাজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, মদ, হেরোইন এর মতো মাদকে আসক্তি দেশজুড়ে এক মহামারীর রুপ ধারণ করেছে। এতো এতো অভিযান সত্ত্বেও, মাদক না কমার কারণ হিসেবে কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদিচ্ছাই এখন প্রশ্নের মুখে। এর প্রমাণ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পূর্বের ও বর্তমানের বিভিন্ন সময়ের কর্মকাণ্ড উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশজুড়ে মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে পুলিশের গোপন কারসাজি প্রায়ই সংবাদপত্রে চোখে পড়ে।

গত ২৫ শে আগস্ট ২০১৯ বাংলাদেশ প্রতিদিন মাদককে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ইয়াবার সরবরাহ কমতে থাকার সুযোগে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ভয়াবহ হারে বেড়ে যাওয়া মাদক ফেনসিডিলের ব্যবহার বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত মাদক ইয়াবা দেশের তরুণ প্রজন্মকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এ কারণে অভিভাবক, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সবার নজর ইয়াবার দিকে।

এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফের ফেনসিডিলের কারবার শুরু করেছে মাদক ব্যবসায়ীরা। দু-এক বছর আগেও ফেনসিডিলের খালি বোতল অলিগলি বা রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ে দেখা যেত না। ইদানীং ফের তা চোখে পড়ছে।

মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘রাস্তায় বের হলেই ফেনসিডিলের খালি বোতল দেখি। ’ এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র‍্যাব সদর দফতরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ১ লাখ ৩১ হাজার ২৩৩ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। আর চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অভিযানে জব্দ করা হয়েছে ৯০ হাজার ৫১১ বোতল ফেনসিডিল। র‍্যাবের কর্মকর্তারা বলছে, উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায়, দেশে মাদকসেবীরা ফের ফেনসিডিলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিগত কিছু দিনে গ্রেফতার হওয়া কয়েকজন মাদকব্যবসায়ীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, জব্দ ফেনসিডিল এরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে

ভারত থেকে আমদানি করে ঢাকা, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করার জন্য এনেছিল।

মাদকের যে মহামারী সেখানে প্রশাসনের ভূমিকা জনতাকে ভাবিয়ে তোলে। চিন্তার ভাঁজ পড়ে কপালে। অস্থির করে তোলে অজানা ভয়ের আশংকায়। হয়ত এর প্রভাব কড়া নাড়তে পারে আমাদের নিজের বাড়ির দরজায়! কিন্তু, এ থেকে বাঁচতে কী ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? সে চিন্তা ও প্রচেষ্টা আমাদের আছে কি? মাদকাসক্তির ভয়াল থাবা থেকে সমাজকে বাঁচাতে কী ধরণের পদক্ষেপই বা আমরা নিয়েছি?

লেখক: আবু আফিয়া ।

ভারতে মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুদের আক্রমণ চলছে প্রতিনিয়ত। মুসলিম নাম শুনলেই তারা হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে তার উপর। এরই ধারাবাহিকতায় এবার এক পুলিশ কন্সটেবলের উপর সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা আঘাত হেনেছে।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস নামক বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ভারতের গুজরাটের ভাদুদারাতে একদল সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা আরিফ ইসমাঈল শেখ নামে এক পুলিশ কন্সটবলের উপর বর্বরোচিতভাবে হামলা করেছে।

বার্তাসংস্থাটি জানায়, হামলার সময় সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা ইসলামবিদ্বেষী নানা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করার পাশাপাশি ঐ পুলিশ কন্সটবলের দাড়ি ধরে টানাটানি করেছে। এমনকি উগ্র হিন্দুরা আরিফ ইসমাঈল শেখকে ঘুসিও মেরেছে এবং তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

একের পর এক ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে ভারত। সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ নিয়ে আবার হাজির হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর এই সংকটময় মুহূর্তে । বিভিন্ন কূটকৌশল ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার ভূমিকে রণক্ষেত্র তৈরীর এক গভীর পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন এটি কেবল বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো বাংলার মাটিকে দখল করার সামরিক মহড়াও চলছে। ভারতের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড, ব্রিটিশদের অনুরূপ সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। একদিকে যেমন কাশ্মীরে আগ্রাসন চালাচ্ছে, অপরদিকে বাংলার মাটিকে চতুর্দিক থেকে অশান্ত করার পায়তারাও করছে। তার প্রমাণ

আমরা বিভিন্ন ভাবেই করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করছি চট্টগ্রামের কিছু পাহাড়ি এলাকার মানুষ অত্র এলাকা ভারতের সাথে যুক্ত হবার আন্দোলনে লিপ্ত। গত সপ্তাহে মানববন্ধনও করেছে তারা। ওই দিনকে তারা ব্লাক ডে(কালো দিন) হিসেবে প্রচারিত করেছে। এমনকি সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেনাবাহিনীর টহলকারী গাড়িতে পর্যন্ত তারা বন্দুক হামলা করেছে।

সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকার জ্বলন্ত প্রমাণও পাওয়া গেছে। আর এর পিছনে যে ভারত আছে, তা সহজেই অনুমেয় কারণ আন্দোলনকারীরা ভারতকেই চাচ্ছে। ব্রিটিশরা যেমন ব্যবসার দোহাই দিয়ে এদেশে যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল, ভারত যে তাদের সমর্থনকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার নামে বাংলাকে তাদের একটি গোলাম প্রদেশ করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং পরিস্থিতি সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে বলে শক্তিশালী মতামত সবদিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে, সেনাবাহিনীর গাড়িতে হামলা পরিচালনা করা হল। বিবিসি বাংলার তথ্য মতে, ‘রাঙ্গামাটির পুলিশ বলছে আজ (২৩শে আগস্ট) শুক্রবার আনুমানিক সকাল দশটার দিকে জেলার বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনীর টহলকৃত গাড়ির উপর একদল লোক গুলি করে।

পরে সেনাবাহিনী গুলি করলে সেখানে একজন নিহত হয়। রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শফিউল্লাহ বলেছে নিহত ব্যক্তির নাম সুমন চাকমা। তবে তার কোন রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিনা পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে।

মি. শফিউল্লাহ বলেছিল "সেনাবাহিনীর টহলকৃতদের উপর গুলি করা হয়। এবং সেনাবাহিনী সেখানে গুলি করে। গোলাগুলির পর একজনের ডেড-বডি উদ্ধার করে। সেনাবাহিনীর গাড়িতে দুটি গুলির চিহ্ন রয়েছে।"

এদিকে আন্ত-বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের ''সন্ত্রাসী'' বলে বর্ণনা করেছে।

তারা বলছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দোপাতা নামক এলাকায় তারা অভিযান চালাতে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে সেনাসদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয় বলে আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনী জানাচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুমানিক ৪/৫ মিনিট গোলাগুলি হয়। তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিহত ব্যক্তিকে ইউপিডিএফ (মূল) দল এর সদস্য সুমন চাকমা হিসাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।

এর আগে গত ১৮ তারিখে রাঙ্গামাটির রাজস্থলী আর্মি ক্যাম্প থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে গুলির ঘটনা ঘটেছিল। এতে একজন সৈনিক গুলিবিদ্ধ হয়ে পরে মারা যায়। একইদিন দ্বিতীয় দফায় বিকেলের দিকে আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটে। সেই হামলায় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয় বলে জানিয়েছিল পুলিশ। মাত্র ছয়দিনের ব্যবধানে আবারো আজ এই ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানিয়েছে বাঘাইছড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মো. আবুল কাইয়ুম।

"অবশ্যই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। আপনি জানেন যে সাজেক এলাকাটা পর্যটন এলাকা। সেখানে হাজার হাজার মানুষ যায় প্রতিদিন। যেহেতু রাস্তার মধ্যে ঘটনা ঘটেছে তাই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে," বলছিল মি. কাইয়ুম।

আইএসপিআর বলছে "নিহত সুমন চাকমা নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যান, অ্যাডভোকেট শক্তিমান চাকমা হত্যা মামলার অন্যতম প্রধান আসামি।

বর্তমানে ওই স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে আইএসপিআর-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

এদিকে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছে নিহত ব্যক্তি আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ এর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। এবং যে স্থানে ঘটনা ঘটেছে সেটি সাজেকে যাওয়ার পথে র‍্যাবকাটামো নামে একটি স্থান। সেটা ইউপিডিএফ এর নিয়ন্ত্রিত এলাকা বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে ইউপিডিএফ-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ২৫ আগস্ট সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে সোমালিয় মুরতাদ ও কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এসকল হামলায় রাজধানী মোগাদিশুতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১ কমান্ডার নিহত হয়।

হারাকাতুশ শাবাবের অন্য আরেকটি হামলায় মোগাদিসু পৌরসভার প্রাক্তন সচিব "আমিন এলমি" নিহত হয়।

অপরদিকে হাইরান প্রদেশে জিবুতির কুফফার বাহিনীর উপর এবং জুবা প্রদেশে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ, যার ফলে অনেক কুফফার ও মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়ার" এর মুজাহিদগণ ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের "মুদিয়া" এলাকায় আরব আমিরাতের মুরতাদ বাহিনীর দুটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল মাইন বিস্ফোরণ ঘটান।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল মাইন বিস্ফোরণে মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় গাড়িতে থাকা সকল মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান "মীর-আলী" সীমান্ত এলাকায় গত ২৪ আগস্ট পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে মাইন হামলার লক্ষ্যবস্তু বানান হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল মাইন হামলার ফলে নাপাক বাহিনীর ইউনূস খান নামক ১ সদস্য নিহত হয় এবং আরো ৩ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ২৫ আগস্ট আফগানিস্তানের ফারাহ ও জাবুল প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকার লালিত আফগান পুতুল সেনাদের উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইমলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায ও খোদা ভীরু লড়াকু তালেবান যোদ্ধারা।

জাবুলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাক এবং একটি সুরক্ষা পয়েন্টে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩০ সদস্য নিহত এবং ২০ সদস্য আহত হয়। এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদগণ প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে পাকতিয়া প্রদেশেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদদের পরিচালিত সফল হামলায় ২০ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং ১২ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর একটি গাড়ি ও একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়।

২৫ শে আগস্ট,২০১৯

আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের অন্তর্গত বাগরাম জেলার "সোয়াদ" নামক এলাকায় গত শুক্রবার ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী ও দখলদার বাহিনীর উপর একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালান শহীদ মুজাহিদ মোহাম্মদ হাসান বারওয়ানি (রহিমাহুল্লাহ) নামক একজন জানবায ও খোদা ভিরু লড়াকু তালেবান মুজাহিদ। তিনি শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ ভর্তি একটি গাড়ি বোমা দিয়ে এই বরকতময়ী সফল হামলাটি চালান।

আলহামদুলিল্লাহ, উক্ত তালেবান মুজাহিদের সফল ইস্তেশহাদী হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর দুটি সাঁজোয়াযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৭ ক্রুসেডার দখললদার মার্কিন সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও আরো ৪ ক্রুসেডার আহত হয়েছে।

এদিকে হামলার পর ঘটনাস্থলে অভিশপ্ত ইজরায়েলী ইহুদী সন্ত্রাসী সেনাদের কিছু সাঁজোয়া যানবাহনের অংশ ও টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কী চলছে এসব? কোথায় যাচ্ছে দেশ? এমন উক্তি এখন জনগণের মুখে মুখে। একটার পর একটা সংবাদ মানুষকে হতাশ ও অবাক করছে। এমনও কি হতে পারে? একজন শিক্ষক যখন চুরি করে তখন মানুষ যতটা না অবাক হয়, তারচেয়েও বেশি অবাক হয় বর্তমানে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে। যদিও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনগণ অবগত, তবে বর্তমানে যা হচ্ছে সেটা সীমা অতিক্রম করছে। কারাগারের মধ্যেই চলছে মাদকের ছয়লাব। খুনের নির্দেশও চলছে অহরহ। যে জেলখানা বানানো হয়েছে অপরাধ নিরসন করার জন্য, সেটাই আজ পরিণত হয়েছে অপরাধের আখড়ায়।

২৪ শে আগস্ট ২০১৯ প্রথম আলোর রিপোর্ট এমনই বলছে।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকতেই মূল ফটকের ওপর লেখা, ‘রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ’। বাস্তবে এখানে টাকায় মিলছে ইয়াবা, গাঁজা। মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে কিছু কারারক্ষী। কারাগারের মতো সুরক্ষিত জায়গা মাদকের আখড়ায় পরিণত হওয়ায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে বন্দীদের স্বজন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে ৯০ বন্দীকে কারাবিধি অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় বন্দীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা হয়েছে ১৭টি।

কারা সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে গড়ে ৯ হাজারের বেশি বন্দী থাকে। তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ মাদক মামলার আসামি। সেবনকারীও আছে এদের মধ্যে। একটি ইয়াবা বড়ি বাইরে বিক্রি হয় ৩০০ টাকায়, আর কারাগারে বিক্রি হয় ১ হাজার ২০০ টাকায়। গাঁজা এক পুরিয়া বাইরে ৩০ টাকা হলেও কারাগারে দাম দেড় শ টাকার ওপরে।

শুধু মাদক নয়, কারাগারের ভেতর খুনের ঘটনাও ঘটছে। ফলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ বন্দীরা। গত ২৯ মে ৩২ নম্বর সেলের ৬ নম্বর কক্ষে আরেক বন্দীর ইটের আঘাতে নিহত হয় ১৬ মামলার আসামি অমিত মুহুরী। পরে জানা গেল, অমিত মুহুরী সেলের ভেতর রান্না করে খেত। রান্নার চুলার কাজে ব্যবহৃত হতো ইট।

কারাগারে বসে বাইরে খুন করানোর ঘটনাও আছে। এমনই একজন পুলিশের তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ছাগির হোসেন। তাঁকে পুলিশ ২৭ এপ্রিল গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়। ছাগিরের ধারণা, সহযোগী মো. মফিজই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। ছাগির এ জন্য শিমুল দাশ, মো. তানভীর ও মো. রাকিব নামের তিন দুর্বৃত্তকে নির্দেশ দেন মফিজকে হত্যা করতে। ওই তিনজন ১৪ মে মফিজকে মারতে গিয়ে মেরে ফেলে রিকশাচালক রাজু আহম্মেদকে, যা পরে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে।

চট্টগ্রাম নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার আশিকুর রহমান জানায়, এই তিনজন কারাগারে গিয়ে মফিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন ছগির খুনের নির্দেশ দেয়।

তবে এসব ঘটনাকে দুর্ঘটনা মনে করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক মো. কামাল হোসেন।

কারারক্ষীকে দিয়ে মাদক ব্যবসা

১৫ জুন রাতে নগরের কদমতলী এলাকা থেকে ৫০টি ইয়াবাসহ কারাগারের কারারক্ষী সাইফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই রাতে আজিজুল ইসলাম, দিদারুল আলম ও আলো আক্তার নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই তিনজন পুলিশকে জানিয়েছে, তাঁরা কারাবন্দী শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আলমের লোক।

মুঠোফোনে নুর আলমের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁরা ইয়াবা ও গাঁজা সংগ্রহ করে কারারক্ষী সাইফুলকে দেয়। সাইফুল তা নুর আলমের কাছে পৌঁছে দেয়।

কোতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীনও প্রথম আলোকে জানিয়েছে, ২০ মামলার আসামি নুর আলম কারাগারে বসে কারারক্ষীর মাধ্যমে মাদক ব্যবসা করছে। তাঁর সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

নানাভাবে মাদক ঢোকে

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কিছু বন্দী আদালতে হাজিরা দিয়ে ফেরার সময় সহযোগীদের কাছ থেকে মাদক নিয়ে আসে। এমনই এক বন্দী নুর মোহাম্মদ হাজিরা দিয়ে ফেরার পর গত ১৭ জুন তাঁর কা ছ থেকে ৩৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করে কারা কর্তৃপক্ষ। এর আগে ১১ জুন কারাগারের যমুনা ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বন্দী মনির উদ্দিনের কাছ থেকে ১৪টি এবং সাইফুল করিমের কাছ থেকে ১৬টি ইয়াবা উদ্ধার করে কারা কর্তৃপক্ষ।

কারাগারের ভেতরে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় হওয়া মামলাগুলোর তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কামরুজ্জামান। তিনি বলেন, যাঁরা বন্দীদের মাদক সরবরাহ করছে, তাঁদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

কেবল বন্দী নয়, চট্টগ্রাম কারাগারের একজন জেলারও মাদকসহ আটক হয়। গত বছরের ২৬ অক্টোবর জেলার সোহেল রানা বিশ্বাসকে ময়মনসিংহগামী ট্রেন থেকে টাকা, ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ঘটনায় করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে কারাগারে মাদকের রমরমা ব্যবসার কথাও উঠে আসে। কমিটির সুপারিশে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনিয়ম-দুর্নীতি অনুসন্ধানে নামে। দুদকের একটি দল ২৩ থেকে ২৫ জুলাই চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দীসহ ৩৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। দলটির নেতৃত্বে থাকা দুদকের পরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ জানায়, খাবারের সঙ্গেও কারাগারে মাদক ঢোকে।

বিষয়টি স্বীকারও করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক মো. কামাল হোসেন। সে প্রথম আলোকে বলে, 'কারাগারের ভেতর মাদক নেই, তা বলতে পারব না। আদালতে হাজিরা শেষে ফেরার সময় বন্দীরা মাদক নিয়ে আসছে। তবে পুলিশ বলছে তল্লাশি করা হয়।'

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২৪ আগস্ট সোমালিয়া জুড়ে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে একটি অভিযান পরিচালনা করেন সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "কাসমায়ু" শহরে। এখানে মুজাহিদদের হামলার স্বীকার হয় সোমালিয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিট। এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত এবং ৪ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাওয়ী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের আরেকটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

এছাড়াও সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশেও মুরতাদ সোমালিয় বাহিনীর উপর আরেকটি অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ, এতে এক সেনা আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে, তবে ধারণা করা হচ্ছে হতাহত সেনাদের সংখ্যা আরো বেশি।

অপরদিকে সোমালিয়ার "কারইউলী" শহরে অবস্থিত উগান্ডার কুফ্ফার সন্ত্রাসী সেনাদের একটি ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। এতে সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস হওয়াসহ অনেক সেনা হতাহত হয়, পরে হতাহত সৈন্যদেরকে দুটি বিমানে করে ঘাঁটি হতে সরিয়ে নেওয়া হয়। যার ফলে হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি জানা যায়নি।

জনগণের সেবা করা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হল সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। ভোটের আগে পাহাড়সম প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারণা চালালেও, ক্ষমতায় যাবার পর পরই সেই কথিত প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়াটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের সেবক হিসেবে দায়িত্ব নিলেও, মানুষের দুর্ভোগে সরকারের পদক্ষেপ প্রতিনিয়তই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। জনগণ শুধু ক্ষমতার পালাবদলই দেখছে, দেখছে না তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন। পরিবহন চলাচলে লাগামহীন চাঁদাবাজি তারই একটি নমুনা। এক্ষেত্রে ২৪ শে আগস্ট ২০১৯ প্রথম আলোর একটি রিপোর্ট দেখা যাক:

মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তিন চাকার যান। অথচ এসব তিন চাকার যান মহাসড়কে নিষিদ্ধ। সড়কে বিশৃঙ্খলার পেছনে পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বড় কারণ। কিন্তু এ খাতে কীভাবে চাঁদাবাজি হয় এবং তা বন্ধের বিষয়টি স্থান পায়নি সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বাধীন

কমিটির সুপারিশে। এমনকি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির শাস্তি কিংবা ঝুলে থাকা সড়ক পরিবহন আইনের বাস্তবায়ন নিয়েও কোনো সুপারিশ নেই। সড়ক মন্ত্রণালয়ে দেওয়া ১১১ দফা সুপারিশের প্রায় সব কটিই পুরোনো। এগুলো মোটরযান আইনেও আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে সরকারের মনোযোগ না থাকায় সুপারিশের স্তূপ জমছে।

সড়কে শৃঙ্খলা আনা এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় শাজাহান খানের নেতৃত্বে ২২ সদস্যের কমিটি করা হয়। গত বৃহস্পতিবার কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশের কপি সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের হাতে তুলে দেয়। এ সময় সড়কমন্ত্রী জানিয়েছে, সুপারিশ বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

অবশ্য এর আগেও সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ২০১১ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি করেছিল। সেই কমিটি ২০১২ সালে ৮৬ দফা সুপারিশ দিলেও বাস্তবায়নে কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

২০১৭ সালে ঢাকার গণপরিবহনে শৃঙ্খলার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) পরিচালক শেখ মাহবুব ই রব্বানীর নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি ৬টি সুপারিশ ও ২২টি পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল। এগুলোও বাস্তবায়ন হয়নি।

পরিবহন খাতে বছরে হাজার কোটি টাকার বেশি চাঁদাবাজি হয়। আর হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনে এসেছে, শুধু মহাসড়কে চলাচলকারী ৫৮ হাজার ৭১৯টি যানবাহন থেকে বছরে ৮৭ কোটি টাকা চাঁদা আদায় হচ্ছে।

সড়কে বিশৃঙ্খলার পেছনে পরিবহন খাতে চাঁদাবাজিকে বড় কারণ হিসেবে দেখা হয়। আর সড়কে প্রাণহানির পেছনে দায়ী চালকের বেপরোয়া গতি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গত পরশু শুক্রবার শাজাহান খান প্রথম আলোকে বলে, তাদের দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য পাঁচ-সাতটা মন্ত্রণালয়ের দরকার পড়বে। তাই একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ করার সুপারিশ করেছে। কর্তৃপক্ষ এক বছর আন্তরিকভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যাবে। চাঁদাবাজির বিষয়টি সুপারিশে না আনার বিষয়ে সে বলে, এটা ভিন্ন সমস্যা। এর সঙ্গে মালিক-শ্রমিক, পুলিশ, স্থানীয় রাজনীতি—নানা কিছু আছে। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এটা ভিন্নভাবে আরেকটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হবে।

সড়ক আইনের বিষয়টি সম্পর্কে শাজাহান খান বলে, আইনটি নিয়ে তিন মন্ত্রী কাজ করছে। শিগগিরই হয়ে যাবে। এ জন্য এটা সুপারিশে এড়িয়ে গেছে।

পরিবহনে চাঁদাবাজির নানা পদ্ধতি

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পরিবহন খাতে তিন পদ্ধতিতে চাঁদা তোলা হয়। এগুলো হচ্ছে: ১. দৈনিক মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নামে চাঁদা, ২. বাস-মিনিবাস নির্দিষ্ট পথে নামানোর জন্য মালিক সমিতির চাঁদা এবং ৩. রাজধানী ও এর আশপাশে কোম্পানির অধীনে বাস চালাতে দৈনিক ওয়েবিল বা গেট পাস (জিপি) চাঁদা।

বর্তমানে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর নামে প্রতিদিন প্রতিটি বাস-ট্রাক থেকে প্রকাশ্যে চাঁদা তোলা হয় ৭০ টাকা করে। সারা দেশের প্রায় পৌনে তিন লাখ বাস, মিনিবাস ও ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান থেকে দিনে প্রায় দুই কোটি টাকা চাঁদা ওঠে।

এর বাইরে ঢাকাসহ সারা দেশে বাস নামানোর আগেই মালিক সমিতির সদস্য পদ নিতে হয়। এর জন্য ২ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ বিআরটিএ থেকে বাস নামানোর অনুমতির আগেই মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে মালিক সমিতির সদস্য হতে হয়। বিআরটিএ সূত্র বলছে, এ জন্য সারা দেশে বাস-মিনিবাসের অন্তত ৩০-৪০ শতাংশ পুরোনো, জীর্ণশীর্ণ। নতুন বাস-ট্রাক নামাতে পারেন না মালিকেরা। শাজাহান খানের নেতৃত্বে কমিটি পুরোনো বাস-মিনিবাস ও ট্রাকের পরিবর্তে নতুন বাস নামানোর সুপারিশ করেছে।

ঢাকা ও এর আশপাশে প্রায় সব বাসই চলে নির্দিষ্ট কোম্পানির অধীনে। সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতারা প্রথমে একটি কোম্পানি খোলে। এর মধ্যে বিভিন্ন মালিকেরা বাস চালাতে দেয়। বিনিময়ে বাসপ্রতি ৭০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। প্রতিদিন চাঁদা ওঠে প্রায় এক কোটি টাকা। ঢাকায় বাস চলে প্রায় আট হাজার।

বিপুল পরিমাণ চাঁদা দেওয়ায় বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে মালিকেরা তাঁদের বাস চুক্তিতে চালক ও চালকের সহকারীর হাতে ছেড়ে দেন। এ জন্য চালকেরা বাড়তি যাত্রী, বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে রাস্তায় পাল্লাপাল্লিতে লিপ্ত হন। এটাকে পরিবহন খাতের শৃঙ্খলার পথে বড় বাধা এবং সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

এসকল বিষয় দেখতে দেখতে জনগণ আজ ক্লান্ত। রাজনীতিবিদদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে এগুলো তারা আর বিশ্বাস করে না। বিশেষক্ষেত্রে সামান্য কোন উন্নয়ন দেখা দিলেও সন্দেহ থেকে যায় অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নিয়ে। তাই তারা আসায় বুক বাঁধছে নতুন কোন কিছুর যা তাদেরকে এসকল বিষয় থেকে পরিত্রাণ দিবে।

২৪ শে আগস্ট,২০১৯

গত শুক্রবার রাশিয়ার জবরদখলকৃত চেচনিয়ায় "রমজান কাদিরভ" আসন্ন উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ।

প্রায় দেড় হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই বৃহত্তম মসজিদটি নির্মাণ করা হয় চেচনিয়ার মূল শহরে। যার নামকরণ করা হয় "প্রাইড অব মুসলিম"। মসজিদটির প্রতিটি কাতারে গড়ে 3 হাজার এবং একসাথে এক লক্ষাধিক লোক নামায পড়তে পারবেন। মসজিদটিতে ৬৩ মিটার উচ্চতার চারটি দৃষ্টিনন্দনীয় মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে ছোট বড় কয়েকটি গম্বুজও। এর মাঝে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ৪০ মিটারেরও বেশি উঁচু। মনজিদটিতে 12 টি ঝর্ণাও রয়েছে।

এছাড়াও মসজিদ কমপ্লেক্সে থাকার জন্যে বিশাল আকারের কয়েকটি ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে এক সাথে ৩০ হাজারেরও অধিক লোক থাকতে পারবেন।

এই মসজিদটিকে বর্তমানের ইসলামী স্থাপত্যের উপহার হিসাবে বিবেচনা করছেন অনেকেই, যার নির্মাণ কাজে সুন্দর নকশা এবং মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়েছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী জামাআত "হিজবুল আহরার এর মুজাহিদগণ গত ২৩ আগস্ট পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সীর "তুর্খাইল" এলাকায় দেশটির নাপাক মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের সফল স্নাইপার হামলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা নিহত হয়। বাকিরা ঘটনাস্থল হতে পলায়ন করে।

সিরিয়া বা শাম, মুমিনদের জন্য এক বড় আশ্রয়স্থল, যার বরকতের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ' করেছেন। সেখানে সংগঠিত হবে আল-মারহামাতুল কুবরা বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম

ভয়াবহ যুদ্ধ। বলা হয় হাদীসে বর্ণিত সেই মালহামাতুল কুবরার ময়দানই প্রস্তুত হচ্ছে শামে। সেখানে বর্তমানে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে সকল ধরণের অত্যাধুনিক ও ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র।

সিরিয়ায় এখন চলছে কুফর ও ইসলাম, হক ও বাতিল, মুজাহিদ বনাম কাফের বাহিনীর মাঝে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। উভয় বাহিনীই তাদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছে এই যুদ্ধে।

এই যুদ্ধের ময়দানটিতে গতকাল অর্থাৎ ২৩ আগস্ট মুজাহিদদের বিপক্ষে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী প্রায় ৮৯৩টি অভিযান পরিচালনা করেছে। যার মধ্য হতে ৬৫০টি অভিযানই চালানো হয়েছে লাতাকিয়া সিটিতে। বাকিগুলো চালানো হয়েছে দক্ষিণ হামা ও উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটিতে।

সর্বশেষ সংবাদ মতে উত্তরাঞ্চলীয় হামা ও দক্ষিণ ইদলিবের অবরুদ্ধ এলাকা গতকাল পরিপূর্ণভাবে দখলে নিয়ে নিয়েছে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া জোট বাহিনীগুলো। তবে দখল করার পূর্বেই মুজাহিদগণ ঐসব এলাকা হতে সকল জনসাধারণকে ইদলিবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন, যারা এখন উন্মুক্ত খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন।

নুসাইরী সন্ত্রাসীদের তথ্য মতে, গতকাল দক্ষিণ ইদলিব ও হামায় মুজাহিদদের সাথে তীব্র লড়াইয়ে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ৫০ সেনা নিহত ও ৯০ সেনা আহত হয়েছে। তবে হতাহত মুরতাদ সেনাদের এই সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কেননা সেখানে গতকাল মুজাহিদগণ তাদের সবটুকু দিয়েই নুসাইরীদের উপর কঠিন থেকে কঠিনতর হামলা চালিয়েছেন।

অন্যদিকে লাতাকিয়া সিটিতে বিশেষত কাবিনাহ শহরে গতকাল থেকে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী, ইদলিব ও হামার পর এবার তাদের লক্ষ্য লাতাকিয়ার মরণফাঁদ খ্যাত এই সিটিটি। যেখানে বারবার অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী।

এই অঞ্চলটিতে বর্তমানে কঠিন ও মজবুত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন কাফেরদের জন্য আতংক ক্ষুদ্র একটি দল, আল-কায়দার হাতে বায়াতবাদ্ধ তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের অপারেশন রুমের খোদা ভীরু জানবায লড়াকু বীর মুজাহিদগণ।

নুসাইরীদের নিজেদের সংবাদ মাধ্যমই এ কথা স্বীকার করে যে, তারা গতকাল সেখানে তাদের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটালিয়ন নিয়ে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সেখানে তারা কোন বিজয় পায়নি। তাদেরই দেওয়া তথ্য মতে গতকাল লাতাকিয়া সিটিতে মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে নুসাইরীদের ৬০ সেনা নিহত ও ২০০ সেনা আহত হয়েছে। নিহত হয়েছে আরো ৭ উচ্চপদস্থ কমান্ডার, যাদেরকে বাচাই করে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। যদিও হতাহতের বাস্তব সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাংক, ৩টি বোলডুজার, রাশিয়ায় তৈরী একটি অত্যাধুনিক সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২২ আগস্ট আফগানিস্তানজুড়ে ১৯৪টি অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের পরিচালিত ঐসকল সফল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২১০ এরও অধিক সেনা নিহত হয়, এবং আহত হয় আরো ১৫০ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা।

এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ মুক্ত করেন ১টি সামরিক ঘাঁটি ও ৩ এরও অধিক চেকপোস্ট।

মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ধ্বংস হয়ে যায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ১টি বিমান ১২টি গাড়ি ও ২২টি ট্যাংক। এছাড়াও মুজাহিদগণ বিপুল যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ২৩ আগষ্ট সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে ক্রুসেডার আমেরিকা ও স্বদেশীয় মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মাঝে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় সোমালিয়ার "কাসমায়ু" শহরে। এখানে মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সেনা ইউনিট।

আলহামদুলিল্লাহ্, মার্কিন বাহিকে টার্গেট করে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে ক্রুসেডারদের একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি-সহ কতক মার্কিন ক্রুসেডার নিহত ও আহত হওয়ার ব্যাপারেও ধারণা করা হয়। যেহেতু হামলার পর ঘটনাস্থলে ততক্ষণাৎ কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি, তাই হতাহতের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যাও জানা যায়নি।

রাজধানী মোগাদিশুর "রাকশিদ" শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা। এমময় মুজাহিদগণ নিহত উক্ত সেনার অস্ত্র গনিমত হিসাবে গ্রহন করেন।

এদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার "জুবা" প্রদেশে বড়ধরণের একটি সফল অভিযানও পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের সফল হামলায় অনেক সোমালিয় মুরতাদ সেনা ও কমান্ডার নিহত হয়, যার নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনো জানা যায়নি, তবে ২ কমান্ডারসহ "নাকিব" নামক ১ কর্নেল নিহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে হারাকাতুশ শাবাব, এছাড়াও আরো ২ কমান্ডার আহত হয়।

মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ও ১টি গাড়ি।

অপরদিকে বেশ কিছুদিন পূর্বে রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ইনগিমাসী হামলায় নিহত হয় "ওমর ফাঙ্গ" নামক সোমালিয়ার সাবেক এক সেনা প্রধান। ঐ হামলায় আরো অনেক সেনাসহ মোগাদিশুর পরিচালক "আব্দুর রহমান ইয়ারিসু"ও নিহত হয়। বিষয়টি গতকাল নিশ্চিত করে আফ্রিকান ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম।

এছাড়াও কেনিয়ার "ওয়াজির" শহরেও গত ২৩ আগষ্ট একটি সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কেনিয়ার "আহমদ আব্দুস-সালাম" নামক মুরতাদ সংসদ সদস্যসহ তার কয়েকটা দেহরক্ষী নিহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় তার গাড়িটিও ধ্বংস হয়ে যায়।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির "বুনী ও হাম্বারী" এলাকার মধ্যবর্তি একটি স্থানে গত ২১ আগষ্ট বুধবার দেশটির বামাকু মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দা AQIM শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" এর জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ২ সেনা মুজাহিদদের হাতে জীবত বন্দী হয়।

২৩ শে আগস্ট,২০১৯

অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। ৭১ এ এমন চেহারা নিয়েই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল সুযোগসন্ধানী ভারত। ব্রিটিশদের ভাগ কর নীতির ধারাবাহিকতায়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশকে বিভাজন করতে বন্ধুর ভূমিকায় থাকা ভারতের আসল চেহারা প্রকাশিত হতে অবশ্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। দিন দিন সেটি সূর্যের আলোর মতোই আজ পরিষ্কার।

স্বার্থহীনভাবে ভারত যে বাংলাদেশকে সাহায্য করেনি তা আর কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন পরে না। সমসাময়িক অনেক স্পষ্ট বিষয় এর পক্ষে জোড়ালো প্রমাণ হিসেবে দাড় করানো যায়। তিস্তার পানি বণ্টন তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রয়োজনে বন্ধুর মুখোসে থাকা ভারত বাংলার মানুষকে অন্যায়ভাবে পানিতে ডুবিয়ে মারতেও দ্বিধা করে না। নিচের কিছু বিষয় একটু সাধারণভাবে খেয়াল করলেই বিষয়টি বুঝে আসে। এ বিষয়ে, ২২ আগস্ট ২০১৯ বাংলাদেশ প্রতিদিন এর একটা রিপোর্ট দেখা যাক।

খরস্রোতা তিস্তা মধ্য আগস্টেই পানির অভাবে শুকিয়ে হাঁটুজলে পরিণত হয়েছে। ভারতের একতরফা পানি নিয়ন্ত্রণ করায় বাংলাদেশ অংশে তিস্তা এখন ছোট খালে পরিণত হয়েছে। ফলে তিস্তা অববাহিকায় জীববৈচিত্য হুমকির মুখে পড়েছে।

জানা গেছে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর নীলফামারীর কালীগঞ্জ সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ঐতিহাসিক এ তিস্তা নদী।

যা লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী বন্দর হয়ে ব্রক্ষপুত্র নদে মিশে যায়। তিস্তা নদী দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১৫ কিলোমিটার হলেও বাংলাদেশ অংশে রয়েছে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার।

তিস্তার পানি প্রবাহ এককভাবে ব্যবহার করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করে।

নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরেই বাংলাদেশে পানি দেয় ভারত। প্রয়োজন ছাড়াই বর্ষাকালে বন্যার অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে শুষ্ক মৌসুমে পানির ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিলেও মিলে না এক কিউসেক পানি। এভাবে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার পানির কাঙ্ক্ষিত ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত। তিস্তার পানির নিয়ে দীর্ঘদিনের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিটি এখনও পূরণ হয়নি তিস্তাপাড়ে।

ফলে বর্ষা শেষ না হতেই বাংলাদেশ অংশে তিস্তা মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীর ১২৫ কিলোমিটার তিস্তার অববাহিকায় জীবনযাত্রা, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্যতম সেচ প্রকল্প লালমনিরহাটের হাতীবান্ধার তিস্তা ব্যারেজ অকার্যকর হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিস্তা নদীতে দিনভর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা জেলে ও খেয়াঘাটের মাঝিরা বর্তমানে কর্মহীন হতে বসেছে। সবমিলে চিরচেনা হিংস্রো তিস্তা এখন পানির ন্যায্য হিস্যা বঞ্চিত হয়ে ঢেউহীন শান্ত কবিতার ছোট নদীতে পরিণত হয়েছে। পানির অভাবে তিস্তা ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত তিস্তা রেলসেতু, তিস্তা সড়ক সেতু ও গংগাচওড়া শেখ হাসিনা সেতুটি যেন প্রহসনমূলকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধু-ধু বালুচরের তিস্তার ওপর। ব্রিজ থাকলেও পায়ে হেঁটেই পাড় হচ্ছে অনেকেই। ঢেউহীন তিস্তায় রয়েছে শুধু বালু কনা। তিস্তার বুকে জেগে উঠা চরের বালু কনায় ভুট্টা, আলুসহ বিভিন্ন সবজি চাষাবাদের প্রস্তুতি নিলেও শরৎকালেই পানিশূন্য তিস্তায় সেচ নিয়ে চিন্তিত কৃষকরা।

তিস্তাপাড়ের কৃষক তাহাজুল ইসলাম, আবুল মিয়া ও খালেক জানান, বর্ষাকালে প্রচুর পানি ছেড়ে দেওয়ায় সৃষ্ট বন্যায় ফসলহানীসহ ঘরবাড়ি হারা হয় এ অঞ্চলের মানুষ। আবার শুষ্ক মৌসুমে ফসল রক্ষায় পানির প্রয়োজন হলেও তিস্তায় পানি দেয় না ভারত। এবার মধ্য আগস্টেই পানিশূন্য তিস্তাপাড়ের চরাঞ্চলে চাষাবাদ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। নদী শাসন ও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা না থাকায় তিস্তা নদী কৃষকের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টের পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম জানান, বেশ কিছুদিন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আগস্টেই কমেছে তিস্তার পানি। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল ধরা হয়। সেই অনুযায়ী এ অঞ্চলে বা ভারতের সিকিমে বৃষ্টিপাত হলে তিস্তায় পানি বাড়তে পারে। তবে বৃষ্টিপাত না হলে সেচ প্রকল্প সচল রাখা সমস্যা হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

আফগানিস্তানের ফারয়াব প্রদেশের "আল-মার" এলাকায় গত ২১ আগস্ট রাত্রিবেলায় মুজাহিদদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডার আমেরিকান সন্ত্রাসীরা এবং তাদের পুতুল আফগান মুরতাদ সেনারা আগমন করে।

এদিকে তালেবান মুজাহিদগণও বিষয়টি জানার পর অথিতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। অথিতি আপ্যায়ন হিসাবে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার আমেরিকা ও ট্রাম্পের জন্য ৪টি কফিনের ব্যবস্থা করেন এবং কাবুলের পুতুল সরকারের জন্য আরো ছয়টি কফিন প্রেরণ করেন।

একই দিনে সামানগান প্রদেশের "রুওয়াই" জেলায় কুফ্ফার বাহিনীর একটি জেট বিমান ভূপাতিত করেন তালেবান মুজাহিদগণ, এসময় তালেবান মুজাহিদগণ এক পাইলটকে বন্দী করেন আর বাকিরা বিমানেই মারা যায়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ 22 আগস্ট বৃহস্পতিবার খোস্ত প্রদেশের "সাঈদ-আকবার" এলাকায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলার উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রথমিক সংবাদ মতে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর দুটি ট্যাংক ধ্বংস, ১৪ সেনা নিহত এবং অনেক সেনা আহত হয়।

অন্যদিকে বলখ প্রদেশের "খান-আবাদ" এলাকায় অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামারিক ঘাঁটিতে বড় ধরণের সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১ সেনা নিহত ও ১৩ সেনা গুরুতর আহত হয়। বাকিরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করলে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটির উপর তাওহীদের পতাকা উড্ডিন করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি হতে গনিমত লাভ করেন রাইফেলের ১০টি গুলি ভর্তি বাক্স, ৮টি ভারী দূরপাল্লার অস্ত্রের বুলেট ভর্তি বাক্স, ৩০টি রকেট রাউন্ড, ১৪টি ক্লাশিনকোভ, ১টি ক্লাশিনকোভ বুলেট বাক্স, ১টি গোয়েন্দা রেডিও, ২টি সোলার প্যানেল, ২টি বড় ব্যাটারি এবং ১০টি বোমা।

একই প্রদেশে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৮ সেনা নিহত এবং ২ সেনা আহত হয়, মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

সিরিয়ায় ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। গত ২১ আগস্ট সিরিয়ার লাতাকিয়ার কাবিনাহ অঞ্চলেই মুজাহিদদের সম্মিলিত হামলায় নিহত হয় ৩০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ

সেনা, যার মাঝে লেবাননের হিজবুশ শয়তানের সদস্য রয়েছে ১০ এবং উচ্চপদস্থ কমান্ডার রয়েছে ৩। এছাড়াও আহত হয় আরো ১৫০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা।

মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফ্ফার বাহিনীর ১টি বোলডোজার ও ১টি ট্যাংক। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরো একটি ট্যাংক ও একটি সামরিকযান।

অন্যদিকে লাতাকিয়ার জাবালুল আকরাদ হতে নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে তীব্র রকেট হামলা চালান ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ। যার ফলে অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এদিকে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আয-যিয়ারাহ্" এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে কুখ্যাত নুসাইরী ও শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনী। এসময় সেখানে প্রতিরোধ যুদ্ধে নিয়োজিত ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয় নুসাইরী ও শিয়া মুরতাদ বাহিনী। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক সেনা হতাহত হয়।

অপরদিকে গত ২১ আগষ্ট সিরিয়ার দক্ষিণ ইদলিব ও উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির বেশ কিছু মুক্ত এলাকা দখলে নিয়ে নিয়েছে রাশিয়া, ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসীরা, যার মাঝে ইদলিবের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর "খান-শাইখুন"ও রয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ইদলিব ও হামার একটা অংশ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর সন্ত্রাসী সেনারা। তবে এখনো সেখানে তীব্র লড়াই চলছে। সেখানে গতকাল মুজাহিদদের হামলায় প্রায় ৭০ এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক।

এদিকে ইদলিবে লুকিয়ে থাকা গাদ্দার ও প্রতারকরা গতকাল আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর প্রথম সারির একজন আলেম ও কমান্ডার শাইখ খালেদ আল-মুহান্দিস আল-উরদুনী রহিমাহুল্লাহ এর গাড়িতে মাইন হামলা চালায়, যার ফলে মহান এই শাইখ শাহাদাত বরণ করেন ইনশাআল্লাহ্।

মহান এই শাইখ দীর্ঘ একটা সময় আফগানিস্তানে জিহাদ করার পর জিহাদের এই মিশনকে ছড়িয়ে দিতে ইরাকে পাড়িজমান, সেখানে জিহাদের ভূমি কায়েম করার পর তিনি শামে হিজরত করেন এবং আল-কায়দার সাথে সম্পৃক্ত থেকে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদাতের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

অবশেষে হিংসুক ও গাদ্দারদের হামলার শিকার হয়ে গত ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার শাহাদাত বরণ করেন।

উগ্র হিন্দুত্ববাদ, উপমহাদেশের এক বিষফোঁড়া। উগ্রবাদী মুশরিক হিন্দুরা বর্তমানে উপমহাদেশে 'রাম রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু করেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এসকল গেরুয়া সন্ত্রাসীদের আচরণ প্রকাশ পায় কখনো গো-রক্ষার নামে, কখনো 'জয় শ্রী রাম' বলানোর চেষ্টায়। ভারতে তো বটেই আজ বাংলাদেশেও শুরু হয়ে গেছে মুশরিক হিন্দুদের এই গেরুয়া সন্ত্রাস, গো-সন্ত্রাস।

এই ভূমিতে মুসলিমদের অন্যতম প্রধান খাদ্য হলো গরুর গোস্ত। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের জন্য এটি হালাল করে দিয়েছেন। কিন্তু, সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুরা তাদের কথিত 'মা' গরুকে রক্ষার নামে মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। ভারতে এসকল গো-সন্ত্রাসীদের হাতে প্রায়ই মুসলিম হত্যাকাণ্ডের খবর আসে, কিন্তু এবার বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে গো-সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে জানা যায়, গত ১৪ই আগস্ট একটি ফেসবুক গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত হয় কুড়িয়ানা আনন্দ ভ্রমণ। আয়োজকরা জানান, "আমরা আমাদের সব প্রস্তুতি সমাপ্ত করে কুড়িয়ানার পথে যাত্রা করি। আয়োজনে সদস্য ছিল প্রায় ১৫০+। যার মধ্যে অনেকে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। আমাদের কুড়িয়ানা প্রতিনিধি সব আয়োজন করে নিশ্চিত করে রেখেছিল আগেই। পিকনিক স্পট ছিল কুড়িয়ানা সাইক্লোন সেন্টার, যেখানে রান্না হবে গরুর গোস্ত, মুরগির গোস্ত, সবজি বা ডাল। সবজি আর মুরগী ছিল অন্য ধর্মীয় সদস্যদের বিবেচনা করে। আমাদের গাইডের সাথে সব নিশ্চিত করে আমাদের কুড়িয়ানার প্রতিনিধি বাজার সদাই করে।"

আয়োজকদের পক্ষ থেকে এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও সেখানে বাধ সাধে কুড়িয়ানার মুশরিক চেয়ারম্যান হিন্দু শেখর। আয়োজকরা জানান, শেখর তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে তাদেরকে গরুর গোস্ত না পাকাতে হুমকি দেয় এবং সেখানে প্রোগ্রাম করতে দেয়া হবে না বলেও জানায়। এ নিয়ে উগ্র মুশরিক হিন্দুর সাথে আয়োজকদের কিছু বাক-বিতণ্ডা হলে, সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা তাদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। পরে, বাধ্য হয়ে প্রোগ্রাম অন্যত্র স্থানান্তর করেন আয়োজকবৃন্দ।

এভাবেই মুশরিক হিন্দুরা এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিচ্ছে গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ। গো-রক্ষার নামে এদেশেও শুরু করেছে গো-সন্ত্রাস। বছর কয়েক আগে চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় মুশরিক হিন্দুরা কুরবানির ঈদের সময় মুসলিমদের গরু জবাইয়ে সরাসরি বাধা দেয়। এসময় এলাকার হিন্দুরা হুমকি দেয়, গরু জবাই

করা হলে মুসলিমদেরও জবাই করে দেয়া হবে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমরা থামতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলেও তেমন কোন ফলাফল আসেনি।

এভাবেই প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দেশে শুরু হয়ে গেছে মুশরিক হিন্দুদের গো-সন্ত্রাস। ভারতে তাদের এই গো-সন্ত্রাসের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মুসলিম। বাংলাদেশের মুসলিমদের উপরও কি সেই আপদ নেমে আসছে? তা দেখার অপেক্ষাতেই দিন কাঁটছে এই অঞ্চলের মুসলিমদের!

তবে, হিন্দু সন্ত্রাসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন প্রস্তুতি আছে কি এ জনপদের মুসলিমদের?

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মল্লিকপাড়া গ্রামের নারায়ণদিয়া বায়তুল জালাল জামে মসজিদের ইমামকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর নাম দিদারুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি খুলনার তেরখাদা থানার রাজাপুর গ্রামে।

স্থানীয় লোকজন বলেন, নারায়ণদিয়া বায়তুল জালাল মসজিদের আগের ইমাম চলে যাওয়ায় ২৬ জুলাই পাশের ছোট কাজিরগাঁও মসজিদের ইমাম দিদারুল এখানে আসেন। এই মসজিদে জুমার নামাজ পড়িয়ে তিনি প্রশিক্ষণের কথা বলে ছুটি নেন। গত বুধবার বিকেলে আবার নামাজ পড়ান। বৃহস্পতিবার ভোরে মুসল্লিরা ফজরের নামাজ আদায় করতে গিয়ে ইমামের মরদেহ দেখতে পান।

একটু চিন্তা করুন তো! মসজিদের ইমামের জায়গায় আজ যদি মন্দিরের কোন পুরোহিত হতো! তাহলে ব্যাপারটি কেমন হতো?

সূত্র: প্রথম আলোসহ অন্যান্য গণমাধ্যম

মাছের খাবারের নামে আনা আরও ১৫টি চালানে পাওয়া গেছে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও হারাম বস্তু শূকরের বর্জ্য। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আসা এসব চালানে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা ১৩শ’ তিন মেট্রিক টন মাছের খাদ্য রয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের নিজস্ব পরীক্ষাগারসহ দেশের নামকরা তিনটি পরীক্ষাগারে এসব চালানের নমুনা পরীক্ষায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও আমদানি নিষিদ্ধ মিট অ্যান্ড বোন মিলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে দৈনিক গণমাধ্যম ইনকিলাব।

এরমধ্যে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫টি চালানে শূকরসহ গবাদিপশুর বর্জ্যযুক্ত মাছের খাবার পাওয়া গেছে। আরও অন্তত ৩০টি চালানের নমুনা পরীক্ষা চলছে। মাছের খাবারের নামে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি হচ্ছে অহরহ।

এ নিয়ে গত এক মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আসা ১৮টি চালানে আমদানি নিষিদ্ধ মিট অ্যান্ড বোন মিল পাওয়া গেল। এসব চালানে পণ্যের পরিমাণ দুই হাজার ৭১১ মেট্রিক টন। গত ২৪ জুলাই প্রথম দফায় তিনটি চালানে আসা ৮৫ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি এক হাজার ৪০৯ টন মাছের খাবারে শূকরের বর্জ্য পাওয়া যায়। এরপর নড়েচড়ে বসে কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি চালানের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। কাস্টম হাউসের নিজস্ব পরীক্ষাগার ছাড়াও ঢাকার আইসিডিডিআর বি, চট্টগ্রামের পোল্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে এসব চালানের নমুনা পাঠানো হয়। এবার কয়েকটি চালানের ডিএনএ পরীক্ষাও করা হয়। এসব নমুনা পরীক্ষায় গত মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫টি চালানে ক্ষতিকর বর্জ্য থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

কাস্টম হাউসের কর্মকর্তারা জানান, ১১০ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি এসব চালানের পরিমাণ ১৩ লাখ ৩ হাজার ৭৫০ কেজি বা ১,৩০৩ মেট্রিক টন। জব্দকৃত ১৫টি চালানের মধ্যে ১৩টি আমদানি হয় ভিয়েতনাম থেকে। বাকি দুটি বেলজিয়াম ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা। এসব চালানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ৩০ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি তিন লাখ ৭৫ হাজার কেজি চালানটির আমদানিকারক রাজশাহীর ফিশটেক বিডি লিমিটেড। ভাসমান মাছের খাবার হিসেবে ভিয়েতনাম থেকে এ চালানটি আমদানি করে তারা।

চালানটি খালাসের দায়িত্বে রয়েছে চট্টগ্রামের এশিয়া এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট। একই আমদানিকারকের নামে আনা ছয় টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি ৭৫ হাজার কেজি আরও একটি চালান জব্দ করা হয়। ১২ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি এক লাখ ৫০ হাজার কেজি মাছের খাবার আমদানি করে সিরাজগঞ্জের মিশাম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। এ প্রতিষ্ঠানটিরও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট চট্টগ্রামের এশিয়া এন্টারপ্রাইজ। এ দুটি চালানসহ আটক চালানের মধ্যে মোট ছয়টি চালান খালাসের দায়িত্বে রয়েছে এশিয়া এন্টারপ্রাইজ।

জব্দকৃত চালানের মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহের একোয়াটেক অ্যাগ্রো লিমিটেডের ১০ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি এক লাখ আট হাজার কেজি মাছের খাবার। এ চালানটির ডিএনএ পরীক্ষাও করা হয়েছে। ঢাকার এডভান্স অ্যাগ্রোর ১০ টিইইউএস কন্টেইনার ভর্তি মাছের খাবারের পরিমাণ এক লাখ ৩৮ হাজার ৭৫০ কেজি। এছাড়া গাজীপুরের কোয়ালিটি ফিডসের আনা দুই লাখ কেজি, পাবনার আর আর পি অ্যাগ্রো ফার্মসের

২৭ হাজার কেজি, ঢাকার ইন্টার অ্যাগ্রোর ৭০ হাজার কেজি, ম্যাগনিফাই অ্যাগ্রোর ২৬ হাজার কেজি, ময়মনসিংহের ভিএনএফ অ্যাগ্রোর ৫০ হাজার কেজি, কক্সবাজারের এমকেএ হ্যাচারীর ২১ হাজার কেজি চালানে ক্ষতিকর বর্জ্য পাওয়া যায়।

উন্নত দেশগুলোতে শূকর ও গবাদিপশুর বর্জ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রফতানি করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানায়, বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে অনেক সময় অ্যানথ্রাক্স, মেডকাউসহ বিভিন্ন মারাত্মক মহামারি আক্রান্ত শূকর ও গবাদিপশুকে মেরে ক্রাশ করা হয়। এরপর এসব বর্জ্য সার ও পশুখাদ্য হিসেবে অনুন্নত দেশে রফতানি করা হয়।

দাম কম হওয়ায় বাংলাদেশসহ অনেক দেশের আমদানিকারকেরা মুরগি ও মাছের খাবার হিসেবে এসব পণ্য নিয়ে আসে। ফলে এসব বর্জ্যে ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক, টেনারি উপজাত ও মেলামাইনের মিশ্রণ থাকার আশঙ্কা থেকে যায়। এসব খাবার খেয়ে মাছ ও মুরগির বাচ্চা দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে। এসব মাছ এবং মুরগি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বছরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ মেট্রিক টন মাছের খাবার আমদানি হয়।

আমরা যদি আজ আমাদের শত্রু-মিত্রকে চিনতে না পারি, তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করি, তাহলে জেনে রাখুন শত্রু বাহিনী আমাকে আপনাকে পরাভূত করতে খুব বেশি সময় নিবে না। আমরা জেগে উঠার আগেই তারা নিজেদের মনজিলে পৌঁছে যাবে, তখন আমাদের হা-হুতাশ কোন কাজেই আসবেনা। তাই, এখনই আমাদেরকে নিজেদের শত্রু-মিত্র চিনতে হবে, বুঝতে হবে কে প্রকৃতপক্ষে আমার ভালো চায়, আর কে আমার ধ্বংস কামনা করে।

বর্তমানে আমি যদি কাশ্মীর ইস্যুতে আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনটি আমাদের সবচাইতে বড় শত্রু? তখন নিশ্চয়ই আপনার উত্তর হবে ভারত। আর এই উত্তরটার সাথে আমিও একমত। আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমাদের শত্রুকে চিহ্নিত করতে যাই, তখন দেখবো পবিত্র কুরআনও এমনটিই বলে, কারণ পবিত্র কুরআন মুসলিমদের শত্রুর ক্ষেত্রে ইহুদিদের পরেই মুশরিকদেরকে চিহ্নিত করেছে। আর বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী মুশরিক প্রধান দেশ হল ভারত। তাই ভারত আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারে, কিন্তু যারা দ্বিমত পোষণ করবে তারা হল-

সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনের ভাষায় নব্য রাজাকার, যারা পূর্বের রাজাকারদের চেয়েও আমাদের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। ভারত যে আমাদের শত্রু এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ নব্য রাজাকার ছাড়া সচেতন প্রতিটি মুসলিম এক বাক্যে এ কথাকে মেনে নিতে বাধ্য।

এবার আসুন, মুসলিম নামধারী আমাদের মাঝে লুকিয়ে থাকা মুনাফিক শত্রুগুলোকে চিনি! এখানে এসে হয়তো অনেকেই আমার বিপক্ষে চলে যাবেন। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা আমাদের শিকড় কাটছে এবং আমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পথকে মুশরিকদের জন্য সহজ করে দিচ্ছে।

এ বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য আমি কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১) কাশ্মীর পাকিস্তানের মুনাফিক শাসকগোষ্ঠীর অপরাজনীতির বলি। আপনি আমার সাথে একমত হোন বা না হোন এটাই বাস্তব সত্য। এ রাষ্ট্র কখনোই মুসলিমদের অভিভাবক ছিলো না। কারণ এই রাষ্ট্রটির ব্রিটিশদের দালাল মুনাফিক শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে, আর তা এখনো করছে। আমরা যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইসলামি রাষ্ট্র ও কুরআনী বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে, এর পিছনে সবচাইতে বড় অবদান রাখেন আলেম সমাজ। যখন পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা আলেম সমাজকে এ কথার উপর প্রতিশ্রুতি দিল যে, পাকিস্তান হবে ইসলামি রাষ্ট্র যার সংবিধান হবে পবিত্র আল-কুরআন। আলেমরা এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর জনগণকে বুঝাতে থাকেন যে, আমাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রয়োজন, যার ভিত্তি হবে ইসলাম। এতে সাধারণ মানুষ আলেমদের ডাকে সাড়া প্রদান করেন এবং পাকিস্তান নামক নতুন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জোরদার দাবি উঠতে থাকে। অবশেষে পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এরপর সম্মানিত আলেমগণ শাসকগোষ্ঠীকে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বললেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা রক্ষা করেনি, বরং অনেক আলেমকে গোপনে শহিদ করে দেয় এবং ইংরেজদের রেখে যাওয়া সংবিধানকেই নিজেদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদ বানিয়ে নেয়। ইতিহাস স্বাক্ষী, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বহু উচ্চ পদস্থ সদস্য ছিল ইংরেজদের প্রকাশ্য দালাল। [বিস্তারিত জানতে এই লিংকের লেখাটি পড়তে পারেন- https://bit.ly/30s4uUd]

২) রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কাছে লাঞ্ছনাকর পরাজয়বরণের পর আরব ও আফগান মুজাহিদরা কাশ্মীর নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো পাকিস্তান। কেননা সে সাম্রাজ্যবাদপ্রসূত রাষ্ট্র, ইসলামের অনুসারী মুসলিমদের জন্য নয়।

৩) এরপর আফগানিস্তানে আসলো ক্রুসেডার আমেরিকা। কিন্তু আফগানিস্তানে অভিযান চালানোর জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল এক ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশের, এর জন্য তাদেরকে খুব বেশি খোঁজাখুজি করতে হয়নি। তারা সহজেই পেয়ে যায় পাকিস্তান নামক তাদের কাংক্ষিত সেই মিত্র দেশটিকে। পাকিস্তান ক্রুসেডারদের জন্য সকল কিছু (বিশেষ করে আকাশপথ) উন্মুক্ত করে দেয়, আর ক্রুসেডাররা পাকিস্তানের সহায়তায় আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়।

৪) পাকিস্তানের ভূমি ব্যবহারকারী ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর উপর হামলা করার জন্য আল-কায়েদা ও তালেবান তাদের দক্ষ কমান্ডার হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে পাঠায় পাকিস্তানে, তিনি এখানে এসে গঠন করেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান। তারা সফলভাবে পাকিস্তানে মার্কিনীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে দুর্বল করতে থাকেন। অতঃপর পাকিস্তানের মুনাফিক শাসকগোষ্ঠী আলোচনার নামে এক প্রতারাণা মূলক বৈঠকে ডাকে পাকিস্তানে তালেবান প্রধান হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে, তিনি এতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বৈঠকের পর ফেরার পথে হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে ড্রোন হামলার মাধ্যমে শহিদ করে দেয় এই মুনাফিকরা। [এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে পড়ুন- https://telegra.ph/kashmir-e-mujahideen-08-23]

৫) কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী দলগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে পাকিস্তান, স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলোকে এই শর্তে পাকিস্তান সমর্থন দিতে থাকে যে, তারা পাকিস্তানের অনুমতি ছাড়া ভারতে কোন অভিযান চালাতে পারবেনা, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর এ কারণেই কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামীরা কমান্ডার জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ" নামে নতুন দল গঠন করেন। আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ পাকিস্তানী গাদ্দার শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত থেকে কাশ্মীরে জিহাদ করে যাচ্ছেন।

৬) কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি বাসে সফলভাবে হামলা চালায় কাশ্মীরি মুক্তিকামীরা। এরপর পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট "ইমরান খান" এক ভিডিও বার্তায় মুসলিম হত্যাকারী মোদিকে লক্ষ্য করে বলে-

পুলওয়ামা হামলায় আপনি যেমনিভাবে ব্যথিত হয়েছেন তেমনি আমিও ব্যথিত হয়েছি, আসুন আমরা একসাথে এই সন্ত্রাসীদেরকে দমন করি! তাছাড়া, সাংবাদিকের সাথে এক সাক্ষাতকারে ইমরান খান বলেছে, "আমরা ইতিমধ্যেই কাশ্মীরভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনগুলো ধ্বংস করতে কাজ শুরু করে দিয়েছি। এদের মধ্যে জইশে মুহাম্মদও রয়েছে। আমরা তাদের মাদ্রাসা ও তাদের অধীনস্ত অন্যান্য সংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি। তাদের সামরিক সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করতে এটা আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ।" [ভিডিও দেখুন - https://bit.ly/33QXSAS , https://bit.ly/2Zmusv1]

কাশ্মীরের সবচাইতে জনপ্রিয় তাওহীদের ভিত্তিতে স্বাধীনতাকামী দল আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদ আমীর জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ হিন্দুত্ববাদী সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় তাঁর শাহাদাতের পূর্বে দেওয়া এক বক্তব্যে পাকিস্তানের ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলেন। সেখানে তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা মোটামুটি এমন, 'যখনই ভারত পাকিস্তানের কোন স্বার্থে আঘাত হানে, পাকিস্তান তখন সর্বাত্মক সচেষ্ট হয়ে ভারতের পাল্টা জবাব দেয়। কিন্তু, কাশ্মীরের মুসলিমরা বহু বছর যাবৎ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হলেও পাকিস্তান সে ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। যতটুকু পদক্ষেপ নিলে তাদের স্বার্থ রক্ষায় সেইটুকুতেই সীমাবদ্ধ স্বার্থান্বেষী এই দালাল গোষ্ঠী।'

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তান কেবলই তার ব্যক্তিগত, অনেক সময় শুধু শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য লড়াই করে। মুসলিমদের জান-মালের ব্যাপারে তারা যত্নশীল নয়।

তাদের রাষ্ট্র মানে স্বার্থবাদের ক্লাব, নানা ডিপ্লোম্যাটিক গেইমের আঁতুড়ঘর। এ পর্যন্ত কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তান যা করেছে তা তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আর গেইমের বাইরে এক চুলও এদিক ওদিক ছিল না।

এ প্রাচীর ভাঙ্গতে হবে তাওহীদের দৃঢ় আঘাতে। যেখানে সীমাবদ্ধতা তৈরি করবে শরীয়াত, দালাল শাসকগোষ্ঠী নয়। আর, বর্তমানে সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন কাশ্মীরের আল-কায়েদা শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদগণ। এই দলের শহীদ আমীর কমান্ডার জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন সেই স্বাধীনচেতা ব্যক্তি যিনি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন, তবে রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ। যা আজ অনুপ্রেরণা জোগায় লাখো কাশ্মীরির হৃদয়ে। একদিন জাকির মূসা, ইলিয়াস কাশ্মীরি আর আফজাল গুরুদের দেখানো পথে হেঁটে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে

কাশ্মীরি মুসলিমরা। তাদের ঈমানের উত্তপ্ততা আগুন জ্বালাবে তাগুতের অন্তরে। হিন্দুত্ববাদীদের প্রাসাদে প্রবল বেগে আঘাত হানবে তাদের তাকবির ধ্বনি। ধ্বসে পড়বে শয়তানের রাজ, ছিনিয়ে আনবে আজাদী, বিইযনিল্লাহ।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান ।

ভারতে উগ্র হিন্দুদের নানাবিধ উগ্র স্লোগান রয়েছে, যেমন 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' (মন্দির ঐটাই বানাব, 'রাম মন্দির' মানে বাবরি মসজিদের জায়গায়)। আরেকটি স্লোগান হচ্ছে, 'এক হি নাড়া, এক হি নাম, ক্ষয় ছিড়িরাম, ক্ষয় ছিড়িরাম' [জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম] । অর্থাৎ একটিই 'নাড়া' তথা স্লোগান থাকবে, আর তা হলো হিন্দুদের 'ক্ষয় ছিড়িরাম'[জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম]। 'নারায়ে তাকবীর' স্লোগানটি নিশ্চয়ই শুনেছেন। এর অর্থ তাকবীরের ধ্বনি দাও, তথা 'আল্লাহু আকবার' বল।

অর্থাৎ হিন্দুরা 'এক হি নাড়া, এক হি নাম, ক্ষয় ছিড়িরাম, ক্ষয় ছিড়িরাম' [জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম]স্লোগানের মাধ্যমে তাকবীরের নাড়া তথা আল্লাহু আকবারকে মুছে ফেলারই ঘোষণা দেয়। সাথে সাথে মুসলমানদের জোর করে 'ক্ষয় ছিড়িরাম' [জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম] নাড়া দেয়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

বিগত রথের মিছিলেই ঘোষণা এসেছিল, চট্টগ্রামের বুক থেকে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর হিন্দুরা তুলে দেবে। 'সমঝদারের জন্য ইশারাই যথেষ্ট' কথাটা অসাম্প্রদায়িক জাতির ক্ষেত্রে খাটে না। অসাম্প্রদায়িক জাতির সামনে ইশারা তো দূরে, প্রকাশ্যে তাদের খুবলে খাওয়ার ঘোষণা দিলেও তারা সেটা অনুধাবন করে না, সবচেয়ে বড় কথা করতেই চায় না।

এবার চট্টগ্রামে বিগত রথের মিছিলের সময় রাস্তায় বের হওয়া হিন্দুদের টি-শার্টে লেখা বক্তব্যটি খেয়াল করুন। হ্যাঁ তারা তাদের টি-শার্টে লিখেছে, 'এক হি নাড়া, এক হি নাম, ক্ষয় ছিড়িরাম'[জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম] অর্থাৎ সোজা ভাষায়, হিন্দুরা চট্টগ্রামের বুক থেকে 'আল্লাহু আকবার' নাড়া তুলে দিতে চায়। কিন্তু চট্টগ্রাম তথা দেশের মুসলিম জনসাধারণ অসাম্প্রদায়িক হওয়ায় সেই মিছিলকে ধরে নিয়েছে হিন্দুদের গতানুগতিক ধর্মপালন হিসেবে, যেহেতু অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী সমঝদার নয়। ইশারা তো দূরে, কিল-চড়-ঘুষি মারলেও তাদের কিছুই অনুভূত হয় না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দেয়ার পর ভারতীয়রা ফেসবুকে বারবার বলছে, চট্টগ্রামকে তারা বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে দেবে। ভারতীয় চাকমারা তাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অংশ বলে দাবি করেছে। চট্টগ্রামের হিন্দুরা যদি ঘোষণা দেয় যে, তারা চট্টগ্রাম থেকে আল্লাহু আকবার নাড়া তুলে দিতে চায়, এর অর্থ খুব সিম্পল। তারা চট্টগ্রামকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।

২২ শে আগস্ট,২০১৯

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম হিজবুল আহরার ও তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদগণ গত ২১ আগস্ট পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে বাজুর এজেন্সির "চার্মাগ" সীমান্তে নাপাক সেনাদের একটি পোস্ট টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালান তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের "ISG" ফোর্সের মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় এক নাপাক সেনা গুরুতর আহত হয়।

অপরদিকে রাজধানী ইসলামাবাদে বুধবার বিকাল বেলায় নাপাক পুলিশ বাহিনীর চেকপয়েন্ট লক্ষ্য করে ফায়ার শুরু করেন হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফলে এক এন্টি ট্যারোরিষ্টসহ ৩ নাপাক পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

একই দিন সন্ধ্যা বেলায় দেশটির মাহমান্দ এজেন্সির "আম্বার" অঞ্চলে হিজবুল আহরার এর মুজাহিদগণ নাপাক FIU বাহিনীর এক সদস্যকে বাড়ি ফেরার পথে গ্রেফতার করেন।

অতঃপর জরুরতের কারণে উক্ত নাপাক FIU এর সদস্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর মুজাহিদগণ ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের "মাহফাদ" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আনসারুশ শরিয়াহ্ (AQAP) এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ২ মুরতাদ সেনা আহত হয় এবং মুরতাদ বাহিনীর একটি সজোয়া-যানও ধ্বংস হয়ে যায়।

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়দার শক্তিশালী শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদগণ ২২ আগস্ট সোমালিয়ায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে দক্ষিণ সোমালিয়ার কাঙ্গহাদিরী শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় আহত হয় ৩ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি সফল হামলায় নিহত হয় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কমান্ডার।

একই দিনে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের দ্বিতীয় একটি সফল হামলায় দেশটির মুরতাদ ও সন্ত্রাসী বাহিনীর ৪ এরও অধিক সেনা নিহত ও আহত হয়।

অন্যদিকে সোমালিয়ার বারাওয়ী শহরে অবস্থিত উগান্ডার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনীর ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালিয়ে সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেন।

ধারণা করা হয়, এর ফলে উগান্ডার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনীর অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়।

'দেশে যত ধরনের অনিয়ম হচ্ছে সব অনিয়মের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন বলে জানিয়েছে দৈনিক গণমাধ্যম ইনকিলাব। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'বলতে দ্বিধা নেই, আপনারাও আমার সঙ্গে এক মত হবেন যে, এমন কোনো অপরাধ নেই যার সাথে কোনো না কোনোভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায় না। সব ধরনের অনিয়মের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্টতা, যোগসাজশ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যারা আইনের রক্ষক তারাই আইনের ভক্ষক।'

'আমরা দেখতে পাই যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি অংশ এমন আচরণ করছে তারা আইনের রক্ষক নয়, যেন আইনের ভক্ষক। এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে, যদি কার্যকরভাবে প্রতিহত করা না যায় তাহলে আমরা আশঙ্কা করছি যে, একটা সময় চলে আসবে তখন নামটা পরিবর্তন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম পরিবর্তন করে আইন লঙ্ঘনকারী সংস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপন হয়, তার বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা দেখি বিভাগীয় তদন্ত হয়। তাতে সর্বোচ্চ যেটা হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্লোজড করা হয় অথবা বদলি করা হয় অথবা রিটায়ার্ড করে দেয়া হয়। এতে বরং তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

আল-কায়দা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদগণ ২১ আগস্ট বুধবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা-ফাসোর "কুতুগু" অঞ্চলের "সাওম" নামক এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে বড়ধরণের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"ওয়াকালাত সুবাত" এর বরাতে জানা যায় যে, আল-কায়দা মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় প্রায় ১০০ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

অন্যদিকে "মুফাক্কিরতুল ইখবারিয়্যাহ" তাদের এক রিপোর্টে জানায় যে, আল-কায়দা মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ২৪ সেনা নিহত এবং কয়েক দশক সেনা আহত হয়।

এদিকে গত ২০ আগস্ট আফ্রিকার দেশ মালির "কাইদাল" শহরে মিনুসামার সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে হামলা চালান আল-কায়দা মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সামরিক বাহিনীর গাড়িটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় গাড়িতে থাকা কত সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে তৎক্ষণাৎ তা জানা যায় নি।

এর আগে গত ১৫ আগস্ট পশ্চিম আফ্রিকার দেশ "চাঁদ" এর সমুদ্রের তীরবর্তী "কাইগা" এলাকাতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান আল-কায়দার মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলাতেও ৬ এরও অধিক দেশটির সামরিক বাহিনীর সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়।

সর্বত্রই এখন হিন্দুদের দাপট। বেছে বেছে সব উপরের পদগুলোতে বসানো হয়েছে হিন্দুদের। মুসলমানদের করা হচ্ছে তাদের অধিনস্ত। হিন্দু বস অফিসাররা যা বলে অধিননস্ত মুসলিমরা তাই মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। তবে শুধু বড় অফিসার হিসেবে নয় হিন্দু হওয়ার কারণেও থাকে তাদের আলাদা দাপট। বিষয়টা এমন তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কিছু বলা যাবে না। *‘স্বদেশ বার্তা’* অনলাইন নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা গেছে, গত বুধবার (২১ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে নিজ কার্যালয়ে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) অঞ্জন চন্দ্রপাল গণমাধ্যমকর্মীদেরকে বলেছে, আমি জেলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। আমার বিরুদ্ধে কেন নিউজ করবেন? আপনারা আমার বিরুদ্ধে নিউজ করতে পারবেন না। হাজারো মানুষ আসে আমার কাছে। সবার কাজ করতে হবে তার কী মানে আছে? আমার বিরুদ্ধে তদন্ত আসলে সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। তদন্ত আসলেই যে আপনাদের নিউজ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনারা আমার বিরুদ্ধে নিউজ করতে পারবেন না।'

এ সময় প্রায় ২০ মিনিট তার কক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এর আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিকদের ডিসির কক্ষে ডেকে নেন সহকারী কমিশনার মুহম্মদ বনি আমিন।

জমি-জমা খারিজ করিয়ে দিতে ঘুষ চাওয়া ও হয়রানি করার প্রতিবাদে এম এইচ এগ্রো পার্ক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম স্থানীয় সরকার চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। এর প্রেক্ষিতে বিভাগীয় পরিচালক দীপক চক্রবর্তী নিজেই বুধবার লক্ষ্মীপুরে তদন্তে আসে। এ নিয়ে সংবাদ পরিবেশনে তথ্যের জন্য জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা ডিসি অফিসে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসি আরও বলে, 'আপনারা কেউ ভুক্তভোগীর বক্তব্য নিতে পারবেন না। ওই ব্যক্তি চলে গেলে আপনারা আমার কক্ষ থেকে বের হবেন। উনি চলে গেলে আমি আপনাদের বক্তব্য দেব। বাইরেও আপনারা অভিযোগকারীর বক্তব্য নিতে পারবেন না। আর আমার কার্যালয় এলাকায় আপনারা তার বক্তব্য নিতে পারবেন না। আর আমি চাইছি না, আপনারা তার বক্তব্য নেন। আপনারা আমার বিরুদ্ধে নিউজ করবেন এটাও আমি চাইছি না।'

'রক্ষক যখন ভক্ষক' প্রবাদটি বর্তমান সময়ে যেন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। প্রতিদিনের রুটিনের মতই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার। যে সকল ব্যক্তিবর্গের উপর সাধারণ মানুষ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাদের দ্বাঁড়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিশাল অংকের টাকা লুট হচ্ছে। ডেঙ্গুর চেয়ে মহামারিতা এটি কম নয়। জনগণের কষ্টের টাকা পুকুর চুরি করে রাতারাতি বড়লোক বনে যাচ্ছে এসব ক্ষমতাশীল দুর্নীতিবাজরা। এদের মধ্যে কেউ বা ভাগ্যের পরিহাসে ধরা পড়ে। তবে বেশিরভাগ অধরাই থেকে যায় জনগণের টাকা লুটপাটকারী এসব মানুষরূপী দানবগুলো।

এরই ধারাবাহিকতায় দুর্নীতির দায়ে স্ত্রীসহ পুলিশের সাবেক ওসি সাইফুল অভিযুক্ত হয়ে কারাদন্ড পেয়েছে। ২২ আগস্ট ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিনের রিপোর্ট অনুযায়ী অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের ১৪ বছর এবং তার স্ত্রী জাকিয়া ইসলাম অনুর দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি সাইফুল ইসলামের একটি মামলায় তিন লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রীকে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তার আরও তিন মাস কারাদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকার চার নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ নাজমুল আলম এ রায় ঘোষণা করে।

পরে তাদের সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আসামি ওসি সাইফুলের সাত বছর করে পৃথক দুই মামলায় মোট ১৪ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং স্বামীকে অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহায়তা এবং দখলে রাখার অভিযোগে তার স্ত্রী জাকিয়া ইসলাম অনুকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জ্ঞাত আয়বর্হির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ওসি সাইফুল ইসলামকে এবং তার স্ত্রী জাকিয়া ইসলাম অনুকে আসামি করে ২০১০ সালের ২২ জুন রাজধানীর রমনা থানায় পৃথক দুটি মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মোজাহার আলী সরদার।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০০৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সাইফুল ইসলাম নিজ নামে, স্ত্রী ও পোষ্যদের নামে অর্জিত সর্বমোট ৪২ লাখ ৫৫ হাজার ২১ টাকার এবং স্ত্রী ৩১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করে। কিন্তু মামলায় তাদের দুই কোটি ৫০ লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৬ টাকার সম্পদের জ্ঞাত আয়বর্হির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং তথ্য গোপনের অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া আরেক মামলায় অভিযোগ করা হয়, সাইফুল ইসলাম নিজ নামে, স্ত্রী ও পোষ্যদের নামে অর্জিত সর্বমোট পাঁচ কোটি ২৪ লাখ ২৩ হাজার ৩৫০ টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করে। কিন্তু মামলায় তার বিরুদ্ধে সাত লাখ ১০ হাজার ১২৫ টাকার সম্পদের তথ্য যোগান এবং ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৯২৫ টাকার জ্ঞাত আয়বর্হির্ভূত সম্পদের অভিযোগ করা হয়।

কারাদণ্ড দেয়া হলেও একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। অবসর গ্রহণের পর দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহের অবকাশ রাখে। দায়িত্বে থাকাকালীন এসব লোকরাই তো সরকারের বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারে সহায়তা করেছে। উদ্দেশ্য হাসিলের পর তাদেরকেই আবার বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। অবসরের আগে কেন এমন করা হলো না সেটাই জনগণের প্রশ্ন!

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন" ২১ আগস্ট কেনিয়ার "জিবী" এলাকায় দেশটির সন্ত্রাসী কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে কেনিয়ার ৩ কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়।

একইদিনে সোমালিয়ার "কারইয়ুলী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১ সেনা নিহত এবং আরো ১ সেনা গুরুতর আহত হয়।

২১ শে আগস্ট,২০১৯

গত ৩ মাসেরও অধিক সময় ধরে সুন্নি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত ইদলিব সিটি এবং হামা ও লাতিকিয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রিত সামান্য কিছু এলাকা দখলে নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরান, লেবানন, নুসাইরী ও তাদের মিত্র আরো ৩৭টি শিয়া সন্ত্রাসী গ্রুপ। এক্ষেত্রে তারা অন্তর্জাতিক সকল নিয়ম ভঙ্গ করেই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে নিহত হচ্ছে হাজার হাজার বেসামরিক মুসলিম।

অন্যদিকে মুক্ত এলাকাগুলো নিরাপদ রাখতে কুফ্ফার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মুজাহিদ গ্রুপগুলো, যাদের মাঝে অন্যতম- HTS, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন, তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি-TIP , আনসারুত তাওহীদ ও ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদ গ্রুপগুলো। যারা প্রতিনিয়ত কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০ আগস্ট ইদলিবে অবস্থিত রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর আল-হামিমা বিমান ঘাঁটিতে তীব্র রকেট ও মিসাইল হামলা চালান তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম। যার ফলে সামরিক বিমান ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও অনেক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

অন্যদিকে আলেপ্পোতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলার শিকার হয় ২ নুসাইরী মুরতাদ সেনা।

এছাড়াও লাতাকিয়া ও ইদলিবে "আল-ফাতহুল মু'বিন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদদের হামলায় ৭৮ কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত এবং ৩৫ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়। এছাড়াও গতকাল কুফ্ফার বাহিনী খাইন-শাইখুন শহর দখল করে নেওয়ার পর মুজাহিদগণ তীব্র হামলা চালিয়ে তা পুনরুদ্ধার করেন। জানা যায় যে, এসময় খান শাইখুন দখল করতে আসা কোন কুফ্ফার সেনাকেই জীবিত ফিরে যেতে দেননি মুজাহিদগণ, সাথে ৭ সেনাকে বন্দী করেন মুজাহিদগণ। যুদ্ধ এখনো চলছে, প্রতিমুহূর্তেই মুজাহিদদের হামলায় নিহত হচ্ছে অনেক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের বিশেষ ফোর্স “ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়ন” এর বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ (কমান্ডো) “সালাহউদ্দীন আইয়ূবী” প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন,

আলহামদুলিল্লাহ।

সালাহউদ্দীন আইয়ূবী” প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত “ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়ন” এর মুজাহিদদের কিছু

দৃশ্য।https://alfirdaws.org/2019/08/21/25760/

---

২০ শে আগস্ট,২০১৯

গত ১৯ আগস্ট পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির নাপাক মুরতাদ সেনাদের একটি কাফেলার উপর সফল হামলা চালান হিজবুল আহরার এর মুজাহিদগণ। যাতে ৪ সেনা নিহত এবং ৮ এরও অধিক সেনা আহত হয়।

হামলাটি চালানো হয় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এমন একটি কাফেলায়, যেই কাফেলাটি মুজাহিদদের উপর হামলা করার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো।

মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর এই অভিযান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি নিয়ে নেন, যখনই মুরতাদ বাহিনীর উক্ত কাফেলাটি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার নিকট চলে আসে, তখনই মুজাহিদগণ রকেট লাঞ্চার, বোমা ও বিভিন্ন ধরণের হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা শুরু করেন। মুজাহিদগণ এতটা তীব্রতার সাথেই হামলা চালিয়েছেন যে, মুরতাদ সেনা পাল্টা হামলা করার সুযোগটিও পায়নি। এভাবেই চলতে থাকে মুরতাদ বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের প্রায় ২ঘন্টার মত তীব্র লড়াই।

৭টি সামরিকযান সম্বলিত ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত মুরতাদ বাহিনীর এই কাফেলাটিকে মুজাহিদগণ যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেন। মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, ৩টি সামরিকযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এমন অবস্থাতেই যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করে নাপাক মুরতাদ সেনারা। তবে পলায়নের আগ পর্যন্ত মুজাহিদগণ ৪ মুরতাদ সেনাকে হত্যা এবং ৮ এরও অধিক মুরতাদ সেনাকে গুরুতর আহত করতে সক্ষম হন। নিহত সেনাদের মৃত দেহগুলো ময়দানে ফেলে রেখেই পলায়ন করে বাকি মুরতাদ সেনারা।

দক্ষিণ সোমালিয়ার জুহার শহরে ২০ আগস্ট সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানের মাধ্যমে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৬ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন, এবং মুজাহিদগণ নিহত মুরতাদ সেনাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে আওদাকলী শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ১ সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ এসময় উক্ত মুরতাদ সেনার মোটরসাইকেল ও ক্লাশিনকোভটি গনিমত লাভ করেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের বিষেশ ফোর্স "ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়ন" এর বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ (কমান্ডো) "সালাহউদ্দীন আইয়ূবী" প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে

তাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সালাহউদ্দীন আইয়ূবী" প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত "ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়ন" এর মুজাহিদদের কিছু দৃশ্য।

https://alfirdaws.org/2019/08/20/25736/

গত শনিবার ইয়েমেনের কাইফা শহরের "হাম্মাতুল-লাকাহ্ ও হাম্মাতুল-আওয়াজাহ" এলাকার মধ্যবর্তী একটি স্থানে আইএস খারেজীদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালান আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" এর জানবায মুজাহিদগণ। এসময় গাড়িতে ৩ আইএস সদস্য অবস্থান করছিল, ধারণা করা হয় মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় গাড়িতে থাকা সকল আইএস খারেজী সদস্য নিহত হয়।

এদিকে আল-কায়দা মুজাহিদদের ঘটনাস্থল ত্যাগ করার কয়েক ঘন্টা পরেও আইএস খারেজীগোষ্ঠী তাদের গাড়িটির নিকট আসেনি।

আওয়ামী লীগ যখন থেকে ক্ষমতায় তখন থেকেই ছাত্রলীগ ধর্ষণের মহড়া শুরু করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এক নেতা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসব করেছিল। তখন তিরস্কৃত হলেও ওই ছাত্রলীগ নেতাকে পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়া

হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ যা করছে তা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসবকেও হার মানাচ্ছে ।

সংবাদ মাধ্যম 'দ্য ডেইলি স্টার' সূত্রে জানা গেছে, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে ছাত্রলীগ নেতা শরিফুল ইসলাম।

সে দরগ্রাম ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। গত ১৮ আগস্ট গ্রামবাসী শরিফকে আটক করে।

কুমিল্লার কোতয়ালী মডেল থানা এলাকার গোবিন্দপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত হোসনেয়ারা বেগম (৫০) নামে এক 'চা' দোকানদার থেকে বিশ হাজার টাকা চাঁদা না পাওয়ায় ফিল্মি স্টাইলে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকান ও বাড়ীঘর ভাংচুর করেছে স্থানীয় বখাটেরা।

'কুমিল্লার বার্তা' নিউজ বরাতে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে হোসনেয়ারা বেগম এর চা দোকান থেকে বিশ হাজার টাকা দাবী করে করে একই এলাকার মনির, বিজয়, মিথনগন নামে কয়েকজন স্থানীয় যুবক।

তাদের দাবীকৃত চাদাঁর টাকা না দেওয়ায় হোসনেয়ারা ও তার মেয়ে রানী ও ছেলে রুবেলকে ঘর থেকে না বের হওয়ার জন্য হু'মকী দেয়। এর পরদিন শনিবার সকাল আনুমানিক ১০ টার সময় চাদাঁ না পাওয়ার ক্ষোভকে কেন্দ্র করে মনির, বিজয়, মিথন সহ আরো ১৮ থেকে ২০ জন অ'স্ত্রসহ যুবক হোসনেয়ারা বেগমের চায়ের দোকান ও দোকানের আসবাবপত্র ভাং'চুর করে বিভিন্ন মালামাল ন'ষ্ট করে দেয়।

দোকান ভাং'চুর এর সময় বাধাঁ দিলে অ'স্ত্রধারী যুবকেরা ধাঁ'রালো দেশীয় অ'স্ত্রদিয়ে 'চা' দোকানদান হোসনেয়ারা বেগমের বাম হাতের কব্জির উপরের অংশে কো'প দিয়ে গুরুত্বর ভাবে জ'খম করে।

সেই সাথে তার মেয়ে রোমানা আক্তার রাণীর ডান হাতের বাহুতে ছু'রিকাঘা'ত করে আহত করে। ঐ সময় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের বাড়িঘর ভাংচুর করা হয়। ভাংচুর এর সময় বাড়ির দরজা, আসবাবপত্র সহ একটি মটরসাইকেল সম্পূর্ণ ভাবে কো'পিয়ে ন'ষ্ট করে দেয়। যার ফলে লক্ষাধিক টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উ'দ্ধার পূর্বক কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে ।

অন্যদিকে , এই রকম ঘটনার স্বাক্ষী হতে একদমই প্রস্তুত ছিল না বলে জানান এলাকাবাসী। তারা জানায়, গত শনিবার সকালে ধা'রালো অ'স্ত্র ও একজনের হাতে আ'গ্নেআ'স্ত্র দেখে তারা ভয় পেয়ে কেউ সামনে

আসতে পারেনি । প্রতিবেশি কেউ একজন কৌশলে মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করলে ঘটনা আরো খারাপ দিকে মোড় নেয়, সেই সময় থেকে বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় বাড়িঘর এর দরজা, জানালা, গেইট ও মূল্যবান আসবাবপত্র ভাং’চুর করে।

যুবকদের এভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠার পিছনে অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই দায়ী করছেন ইসলামী সমাজ বিশ্লেষকগণ।

২০১৭ সালে আগস্টে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন শুরু করে দেশটির সন্ত্রাসী বৌদ্ধ সেনাবাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেন। পুরনো ও নতুন মিলিয়ে এখন উখিয়া-টেকনাফের ৩০টি শিবিরে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছেন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, উখিয়া-টেকনাফে আশ্রিত রোহিঙ্গার সংখ্যা ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৫৭। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের হাতে জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের এখন আবার সেই মুসলিম রক্তখেকু বৌদ্ধদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজই চলছে।

প্রত্যাবাসনের তালিকাভুক্ত কয়েকজন রোহিঙ্গা জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়ের প্রতিনিধিদের ‘চাপের’ মুখে অবশেষে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ‘ বাংলা ট্রিবিউন’। মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে আট-দশ জন রোহিঙ্গা টেকনাফের শালবাগান রোহিঙ্গা শিবিরে নির্ধারিত স্থানে সাক্ষাৎকার দিতে আসেন। তবে তারা সবাই জানিয়েছেন, এখনই তারা মিয়ানমারে ফেরত যেতে চান না।

মোহাম্মদ খালেদ হোসেন জানান, আজ সকাল থেকে মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার বিষয়ে মতামত জানানোর কথা ছিল তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গাদের। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত শালবাগান রোহিঙ্গা শিবিরে নির্ধারিত স্থানে সাক্ষাৎকার দিতে আসেননি তাদের কেউ। পরে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা তাদের সাক্ষাৎকার দিতে আসার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। দুপুর দেড়টার পর আট থেকে দশ জন সাক্ষাৎকার দিতে আসেন।

তিনি আরও জানান, যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের সবাই মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সাক্ষাৎকার দিয়ে বের হয়ে আসার পর আবু সিদ্দিক নামের এক রোহিঙ্গা জানান, 'আমরা বর্তমান অবস্থায় মিয়ানমারে ফেরত যেতে চাই না। মিয়ানমারে আমাদের ওপর নির্যাতনের বিচার করতে হবে, আমাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে, আমাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। এরপরই আমরা সেখানে ফেরত যাবো। এই কথাই আমরা সাক্ষাৎকারে বলেছি।'

উল্লেখ্য, সন্ত্রাসী বৌদ্ধগোষ্ঠী আরাকান রাজ্যে এখনো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত। সেখানে রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার মত কোন পরিবেশ তারা তৈরি করেনি। এরপরও, তারা লোক দেখানো হাজার কয়েক রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত নিতে চাচ্ছে। এতে, তাদের হিংস্র কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। তাই, এমন পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলিমদের হিংস্র বৌদ্ধগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া যৌক্তিক বলে মনে করেন না বিশ্লেষকগণ।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গোলচত্বরের বাবুস সালাম মাদ্রাসা মার্কেটের মালিক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াকফ প্রশাসন। ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুদানে গড়ে ওঠে পাঁচতলা ভবনটি। ওই মার্কেটের ২০টি দোকান ও ছাদে থাকা মোবাইল কোম্পানির টাওয়ারের ভাড়া লুটে নিতে বর্তমানে তৎপর দুটি গ্রুপ। প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া যাচ্ছে না।

'দৈনিক আমাদের সময়' অনলাইন নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা গেছে, স্থানীয় দক্ষিণখান থানা আওয়ামী লীগ নেতা ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আনিসুর রহমান নাঈম এতিমের পেছনে ব্যয় হওয়া সরকারি এই সম্পত্তি দখলদারিত্বের একটি অংশের সহযোগী। সে কারণে সম্পত্তি উদ্ধারে পাহারা বসানোর বাইরে পুলিশও নিশ্চুপ। দুই মাস ধরে মাদ্রাসা পরিচালনাকারী সাবেক ও বর্তমান বিরোধী গ্রুপসহ ওয়াকফ প্রশাসন এই তিনপক্ষ আলাদাভাবে ভাড়া দাবি করায় বিপাকে পড়ে মার্কেটের ২০টি দোকান তালাবদ্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা মার্কেটের ভাড়া আদায় করতেন মাদ্রাসা পরিচালনাকারী সাবেক মুতওয়াল্লি সৈয়দ মুশতাক হোসেন রতন। কিন্তু দুই বছর আগে রতনকে দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে নতুনভাবে

মার্কেটের ভাড়া আদায় শুরু করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আনিছুর রহমান। তারাই ওয়াকফ প্রশাসনের নামে থাকা ইসলামী ব্যাংকের মগবাজার শাখায় সরকার নির্ধারিত হারে টাকা জমা দিত। তবে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা না হওয়ায় গত ২২ জানুয়ারি প্রত্যেক দোকানদারের কাছে আলাদা চিঠি পাঠিয়ে ভাড়ার টাকা দাবি করে ওয়াকফ প্রশাসন। একই সঙ্গে বকেয়া ভাড়া দাবি করা হয়। নয়তো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এ অবস্থায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আনিছুর রহমানও ভাড়া দাবি করে, আবার সাবেক মুতওয়াল্লি ভাড়া দাবি করে।

ওয়াকফ প্রশাসনের ওই চিঠিতে বলা হয়, বিমানবন্দর জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা বাবুস সালাম ওয়াকফ এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনার নামীয় প্রতিষ্ঠান/দোকানের ধার্যকৃত ভাড়া বকেয়াসহ অবিলম্বে পরিশোধ করার অনুরোধ করা হলো। অভিযোগ রয়েছে, ওয়াকফ প্রশাসক কার্যালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা নিজেরা ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করে তৃতীয় পক্ষের হাতে মার্কেট তুলে দিতে তৎপর।

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী প্রশাসক (মেট্রো-ঢাকা অঞ্চল ৩) মো. আব্দুল কুদ্দুছ আমাদের সময়কে বলেছে, মাদ্রাসা, মার্কেট বা মার্কেটের মালিক ওয়াকফ প্রশাসন। এতদিন মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ভাড়া আদায় করে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করত। কিন্তু তারা ভাড়া না দেওয়ায় পুলিশের সহায়তায় দোকান বন্ধ করা হয়েছে। এখন পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মার্কেট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মার্কেটের ২০টি দোকান ও চারটি মোবাইল টাওয়ার থেকে বছরে আয় ৫৬ লাখ টাকা। হজযাত্রী, প্রবাসীসহ মুসল্লিদের কাছে প্রতিমাসে দানের লাখ টাকা ওঠে। প্রতিটি দোকান থেকে জামানত হিসেবে ৬-৭ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় কিছু টাকা ব্যয়ের পর এ টাকা আত্মসাৎ করে সাবেক মুতওয়াল্লি সৈয়দ মুশতাক হোসেন রতন ও বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা আনিছুর রহমান।

একের পর এক কুকর্ম করে চলেছে বাংলা-ভারতের সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা। উপমহাদেশে 'রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা' করাই তাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা একদিকে কাশ্মীর দখল করেছে, নির্যাতন চালাচ্ছে ভারতীয় মুসলিমদের উপর, বিতাড়িত করছে আসামের মুসলিমদের। অপরদিকে, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য কামনা করছে, বাংলাদেশ দখলের হুমকি দিচ্ছে। মোটকথা, কেমন যেন তারা 'গাজওয়াতুল হিন্দ'কে সামনে রেখে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই প্রস্তুতি

পর্বেরই একটি ধাপ হলো বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগে দেশ-বিদেশে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করা। সেই লক্ষ্যেই এবার কথিত নিরাপত্তার দাবিতে ভারতের মুশরিক গেরুয়া সন্ত্রাসীদের কাছে ধর্ণা দিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু মহাজোট দলের নেতারা। সোমবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতের '*যুগশঙ্খ*' পত্রিকা।

হিন্দু মহাজোটের দাবি, বাংলাদেশে ব্যাপকহারে হিন্দু নির্যাতন বেড়েছে, দখল করে নেয়া হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি ও মন্দির।

সন্ত্রাসবাদী হিন্দু ধর্মভিত্তিক দলটির নেতাদের আরো দাবি, গত মাসে প্রিয়া সাহা নামের এক উগ্র মুশরিক হিন্দু নারী সন্ত্রাসবাদী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে অভিযোগ তুলেছিল, তা নাকি পুরোপুরি সত্যি।

সোমবার এক প্রতিবেদনে '*যুগশঙ্খ*' জানায়, গত ১৪-১৭ আগস্ট কলকাতা, আগরতলা ও দিল্লিতে বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের নেতাদের তিনটি প্রতিনিধি দল ভারতের হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন দল বিজেপি এবং সন্ত্রাসবাদী হিন্দু দল আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর তথাকথিত নির্যাতনের ফিরিস্তি তুলে ধরে।

গোপন সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের দুই উগ্রবাদী মুশরিক নেতা মিলন ভট্টাচার্য ও গঙ্গেশচন্দ্র দাস দিল্লিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক প্রশান্ত হরতালকার এবং আরএসএসর নিখিল নামতকারের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

বার্তাসংস্থা '*ইনসাফ২৪* জানায়, কলকাতায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়সহ একাধিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করে হিন্দু মহাজোটের মানিক দে, মিঠু রঞ্জন দে, গোপাল পাল, দীপক কর, সুজন সরকার, পলাশচন্দ্র সরকার রবীন ঘোষ ও লাকি বাছাড়রা।

এছাড়া আগরতলায় বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিজন সানা ও সাংসদ প্রতিভা ভৌমিকসহ একাধিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছে মহাজোটের নেতা রিপন দে।

বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক এই বৈঠকের কথা স্বীকারও করেছে বলে জানায় *'ইনসাফ ২৪'।* গত রোববার সে *'যুগশঙ্খ'* পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলে, 'আমাদের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ভারতের বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন এবং বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমরা তাদের বলেছি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সামনে প্রিয়া সাহা যা বলেছেন, তা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। এই দেশকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত চলছে।'

ঐ উগ্রবাদী আরও বলে, আগামীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো মৌলবাদী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই আগেভাগেই সে ভারতের হিন্দু নেতাদের সাহায্য চাইলো।

ভারতের গেরুয়া সন্ত্রাসবাদী সরকার বিজেপির শীর্ষ নেতা সুব্রামানিয়ান স্বামী ক্ষমতায় আসতেই বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড দাবি করেছে।

সন্ত্রাসবাদী মুশরিক এই হিন্দু নেতা বলে, 'খুলনা থেকে সিলেট পর্যন্ত সমান্তরাল রেখা টেনে এই জমি ভারতের হাতে ছেড়ে দিতে হবে বাংলাদেশকে।'

গত শনিবার আসামের শিলচর থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'সাময়িক প্রসঙ্গ' নামে একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।পত্রিকাটির বরাত দিয়ে 'দ্য বাংলাদেশ টুডে' বার্তাসংস্থা জানিয়েছে, গত শুক্রবার গোহাটীতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছে সন্ত্রাসবাদী হিন্দু নেতা সুব্রামানিয়ান স্বামী।

সে বলেছে, 'ভারত বিভক্ত হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তাই বাংলাদেশ থেকে যে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে তা ফিরিয়ে নিতে হবে ঢাকাকে।'

নইলে এসব মুসলিম নাগরিকের বসবাসের জন্য বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি ছাড়তে হবে বাংলাদেশকে।'

বিজেপির এ গেরুয়া সন্ত্রাসবাদী হিন্দু নেতা জানায়, এ বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী কিংবা অন্য নেতাদের সঙ্গে তার কথা না হলেও সঠিক সময়ে তা পার্লামেন্টে উত্থাপন করবে সে।

উল্লেখ্য, ভারতের আসাম রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় ৪০ লক্ষ বাংলাভাষী মুসলিমকে অবৈধ বিদেশী আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করতে চাচ্ছে ভারতের সন্ত্রাসবাদী হিন্দু মুশরিক সরকার। গেরুয়া সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন সময়, বাংলাদেশ দখল করে সেখানকার মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

শামের (সিরিয়া) উত্তপ্ত রণাঙ্গনে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়দা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ।

জানা যায়, গত ১৯ আগস্ট আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ কুফ্ফার রাশিয়ান সেনাদের নিয়ন্ত্রিত আল-হামিমা বিমান ঘাঁটিতে কয়েক দফায় মিসাইল ও রকেট হামলা চালান, যার ফলে কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর কমান্ডার জেনারেলসহ বেশ কিছু কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক।

অন্যদিকে লাতাকিয়ার বুরকান, কাবিনাহ এলাকাসহ বেশ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়দার মুজাহিদগণ।

ইদলিব সিটির সারমিন এলাকাতেও সফল অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়দার মুজাহিদগণ, এখানে মুজাহিদদের RG-6 হামলায় অনেক ইরানী ও নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। এমনিভাবে ইদলিবের আস-সাকিক এলাকায় HTS এর সাথে মিলেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

এদিকে কুফ্ফার বাহিনীর সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর আব্দুর রহমান তুর্কি রহিমাহুল্লাহ সহ আরো ৪ জন জানবায মুজাহিদ।

ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের সাথে মিলে অভিযান পরিচালনা করা ছাড়াও বর্তমানে আল-কায়দা মুজাহিদগণ "আল-ফাতহুল মু'বিন" অপারেশন রুমে অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ ইদলিব ও উত্তর হামা সিটিতে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরানী ও নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৪ ঘন্টায় "আল-ফাতহুল মু'বিন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদদের তীব্র লড়াইয়ে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরানী ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর দুই শতাধিক সেনা নিহত এবং ৯০ এরও অধিক সেনা আহত হয়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন কুফ্ফার বাহিনীর উপর ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর অনুগ্রহে সফল অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যার ফলে প্রতিনিয়ত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে কুফ্ফার বাহিনীকে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ আগস্ট সোমালিয়ার যোহার শহরে বুরুন্ডিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর সামরিকযানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং তাতে থাকা কতক কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়।

একই দিনে সোমালিয়ার বারিরী শহরে অবস্থিত উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এছাড়াও দেশটির জিযু প্রদেশে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের রকেট হামলার টার্গেটে পরিণত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি। আলহামদুলিল্লাহ এখানেও মুজাহিদদের রকেট হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কাশ্মীরের আন্দোলনসমূহে সবসময়ই শোনা যায় একটি স্লোগান, তা হলো- ‘আজাদি, আজাদি’। কিন্তু, এই ‘আজাদি’ তথা স্বাধীনতা বলতে কাশ্মীরিরা আসলে কী বুঝান? কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুসলিমরা আসলে কী থেকে স্বাধীনতা চান? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কাশ্মীরের শ্রীনগরের বাসিন্দা সার্থক গাঙ্গুলি নামক এক হিন্দু। পাঠকদের সুবিধার্থে সার্থক গাঙ্গুলির সেই উত্তরটির অনুবাদ নিচে উল্লেখ করছি-

কাশ্মীরি শব্দটি দ্বারা আপনি বুঝে নিবেন যে, এখানে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর উপত্যকার সুন্নি মুসলিম কাশ্মীরিদের বুঝানো হচ্ছে।

‘আজাদি’ মানে হলো,

১. সশস্ত্র বাহিনীগুলোর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ (AFSPA) থেকে মুক্তি।

২.শরীয়াহ আইন দ্বারা শাসনের স্বাধীনতা এবং মানব প্রণীত আইন (ভারতীয় সংবিধান) থেকে ' আজাদি '।

৩.যথাযথভাবে, সর্বোতভাবে ও সম্পূর্ণ ইসলামীকরণ এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার অধিকার।

যারা অসমর্থন করবেন তাদেরকে বলছি, দয়া করে উপত্যকায় যান।বিশেষ করে দক্ষিণ শ্রীনগরে, লাল চক থেকে ডানে যান এবং বেশ কয়েকটি শুক্রবার সেখানে কাটান। দেখুন ও শুনুন তাদের স্লোগানগুলো। যুবকদের সাথে, মৌলভীদের সাথে এবং মহিলাদের সাথে কথা বলুন।তাদেরকে অমুসলিমদের সম্পর্কে, ইসলাম এবং কাশ্মীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। আপনার উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন।

[বি.দ্র: অনুবাদটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সংগৃহীত]

---

১৯ শে আগস্ট,২০১৯

ক্রুসেডার আমেরিকা-কে সন্তুষ্ট করতে ২০১৩ সালে পাকিস্তানী মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক মুরতাদ বাহিনী।

বেসামরিক সূত্রমতে, ঐ বছর প্রথম কয়েক মাসেই নাপাক মুরতাদ সেনারা অমানবিক বোমা হামলা চালিয়ে প্রায় ১৪ হাজার মুসলিমকে শহিদ করে। তাঁদের অপরাধ তাঁরা পাকিস্তানে তেহরিকে তালেবান (TTP) মুজাহিদদেরকে সহায়তা করত।

আর পাকিস্তানী মুজাহিদগণ আফগান মুজাহিদদেরকে শক্তিশালী ও কুফফার বাহিনীকে দুর্বল করার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে যাওয়া ন্যাটোর সামরিক সরঞ্জামাদি বহনকারী ট্রেনার ও বড় বড় বাহনগুলোকে টার্গেট করে হামলা চালাতেন। এরপর থেকেই শুরু হয় ক্রুসেডারদের গোলাম নাপাক মুরতাদ বাহিনীর সাথে তেহরিকে তালেবানদের লড়াই। পাকিস্তান মুরতাদ বাহিনী ২০১৩ সালে নিষ্ঠুর ও অমানবিকভাবে সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর কয়েকমাস পর বলেছিল, ‘আমরা তেহরিকে তালেবানকে নির্মূল করে দিতে সক্ষম হয়েছি, তাঁরা এখন আর পাকিস্তানে দাঁড়াতে পারবেনা।’

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন, মাত্র এক বছরের মধ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ আবারো ফিরে এসেছেন, বরং আগের থেকেও আরো কৌশলী, দক্ষ ও শক্তিশালী হয়েই তাঁরা আগমন করেছেন। হামলার তীব্রতাও আগের থেকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ গত ১৮ আগস্ট রবিবার পাকিস্তানের "দেইর-বালা" এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে সফল মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল মাইন বিস্ফোরণে মুরতাদ নাপাক সেনাদের গাড়িটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এসময় গাড়িতে থাকা ৬ সেনা নিহত এবং ১৭ সেনা আহত হয়, আহত সেনাদের মাঝে ৩ পুলিশ সদস্যও রয়েছে।

একই দিনে মাহমান্দ এজেন্সীর সীমান্ত এলাকায় স্নাইপার হামলা চালিয়ে ২ সেনাকে হত্যা এবং মুরতাদ বাহিনীর একটি ড্রোন ক্যামেরা ধ্বংস করেন হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে ১৯ আগস্ট বাজুর এজেন্সীর চার্মাগ সীমান্তে নাপাক সেনাদেরকে টার্কেট করে কামান নিক্ষেপ করেন তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের সফল কামান হামলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ৪ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হয়, এতে আহত হয় আরো বেশ কিছু সেনা।

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক গৃহবধূ (১৯)। গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলার একটি এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় নৃশংস এ ঘটনা ঘটে।

বার্তাসংস্থা 'প্রথম আলো' জানায়, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন। এদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. সোহেল (২৩)। সে কেরানীগঞ্জ থানার বাঘাপুর এলাকার বাসিন্দা। মামলার অন্য আসামিরা হলেন সিরাজদিখান উপজেলার পলাশপুর এলাকার হিমেল (২০) ও মো. শামীম (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার বিকেলে স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে বের হন ওই নারী। তাঁরা উপজেলার একটি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় স্বামীকে আটকে রেখে মারধর করে সোহেল, পলাশ ও শিমুল। পরে তিনজন মিলে ওই নারীকে গণধর্ষণ করে। এ সময় স্বামীর চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে সোহেলকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এরকম বহু ধর্ষণ ঘটনার মামলার ফাইল পড়ে আছে পুলিশের টেবিলে, কোনোটাতে হয়তো ধূলোবালি জমা হয়েছে, কোনোটা হয়তো কেটে ফেলেছে পোকামাকড়! যেমনভাবে, আজ সমাজের সভ্যতাকে করা হচ্ছে নিশ্চিহ্ন! রাষ্ট্রের কথিত শাসকগোষ্ঠী হয়তো এসকল বিষয়ে খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না, ধর্ষণ বা অন্যান্য অপরাধ বন্ধ করার কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়াকে হয়তো তারা জরুরি মনে করে না। তেমনিভাবে, সমাজের মানুষেরাও এসকল বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে! কেমন যেন নিজের মা-বোনের ইজ্জত হারানোর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে!

রাজধানীর মিরপুরে পুড়ে যাওয়া ঝিলপাড় বস্তির ১৫ হাজার ঘর থেকে মাসে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল ওঠে প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই তিনটি সেবা খাতের মধ্যে গ্যাস থেকে সরকার কোনো টাকাই পায় না। আর বিদ্যুৎ ও পানি থেকে খুব সামান্য অর্থ জমা হয় সরকারি কোষাগারে।

বিভিন্ন সেবা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে 'দৈনিক প্রথম আলো' এই তথ্য জানিয়েছে। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা মূলত এই টাকা তুলে ভাগাভাগি করে। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই অর্থের ভাগ পায় ঢাকা উত্তরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার ও আওয়ামী লীগের নেতা রজ্জব হোসেন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলী ওরফে খোকন। ওয়ার্ডের এই দুই নেতা ঢাকা-১৬ আসনের সাংসদ ইলিয়াস মোল্লাহ্র অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝিলপাড় বস্তিতে আগুনে প্রায় ৭০ শতাংশ ঘর পুড়ে যায়। গতকাল রোববার বস্তি এলাকা সরেজমিনে দেখা গেছে, সেখানে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে গ্যাসের লাইন নেওয়া হয়েছে। মাটির ওপর দিয়েই প্লাস্টিকের পাইপে গ্যাস–সংযোগ নেওয়া হয়েছে বস্তির ঘরগুলোতে। আগুন লাগার পর থেকে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ মূল পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। তবে পানি ও বিদ্যুতের সংযোগ চালু আছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বস্তিতে ঢুকতেই ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয়। বস্তির একাধিক বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেখানে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ঘর নির্মাণ করেছে ওয়ার্ড কমিশনার ও আওয়ামী লীগের নেতা রজ্জব হোসেন। তবে তাঁর ঘরগুলো আগুনে পোড়েনি! একসময়ের পরিবহনশ্রমিক রজ্জব হোসেন এখন অঢেল সম্পদের মালিক। বস্তি লাগোয়া ১২ তলা তৈরি পোশাক কারখানা, একাধিক বহুতল আবাসিক ভবন এবং একাধিক ফ্ল্যাটের মালিক সে।

বস্তিতে ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলীরও বেশ কিছু ঘর রয়েছে।

গ্যাস–সংযোগ পুরোটাই অবৈধ!

বস্তির ১৫ হাজার পরিবারই অবৈধ গ্যাস–সংযোগ নিয়েছিল। প্রতি বাসা থেকে গ্যাসের জন্য নেওয়া হয় ৫০০ টাকা, মাসে তা ৭৫ লাখ টাকা। এসব অর্থ তিতাসের হিসাবে জমা হয় না, চলে যায় সরকারি দলের স্থানীয় নেতাদের পকেটে।

একাধিক বস্তিবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বস্তিতে নতুন গ্যাস–সংযোগ ও মাসিক বিল সংগ্রহের দায়িত্বে রয়েছে জিতু, মোস্তাজ ও দুলাল নামে তিন ব্যক্তি।

প্রকাশ্যে চোরাই গ্যাস দিনের পর দিন ব্যবহার হলেও তিতাসের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা তা জানে না।

প্রসঙ্গত, তিতাস এলাকায় ১২ শতাংশ সিস্টেম লস হচ্ছে এখন। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন, সিস্টেম লস বলে তিতাসে কিছু নেই। আসলে পুরোটাই চুরি। তিতাস গ্যাস এলাকায় প্রতি মাসে চুরি যাওয়া গ্যাসের মূল্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা, বছরে যা প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকার মতো। অথচ, লসের কথা বলে কিছুদিন আগে সরকার গ্রাসের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। যা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে।

পানির বিল ভাগাভাগি!

বস্তির বাসিন্দা নুরুন্নাহারের ঘর পোড়েনি। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দিনে নির্দিষ্ট সময়ে পানি আসে। প্লাস্টিকের পাইপলাইন দিয়ে পানি সরবরাহ করা হয় প্রতিটি বাসায়। পানির জন্য দিতে হয় মাসে ১০০ টাকা। তবে এখানে পানির অনেক কষ্ট বলে তিনি জানান। দিনের সব সময় পানি পাওয়া যায় না।

জানা গেছে, ১৫ হাজার বাসিন্দার কাছ থেকে পানি বাবদ ১৫ লাখ টাকা তোলে সরকারি দলের সিন্ডিকেটটি। এ অর্থের পুরোটা তারা ঢাকা ওয়াসার কাছে জমা দেয় না। এটাও ভাগাভাগি হয়।

বিদ্যুৎ বিল ৫৫ লাখ, ডেসকো পায় ৫ লাখ!

বস্তিবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিদ্যুৎ–সংযোগের জন্য প্রতিটি ঘরের বাসিন্দাকে দিতে হয় ৩০০ থেকে ১ হাজার টাকা। একাধিক ফ্যান, বাতি, টিভি এবং ফ্রিজ ব্যবহারের জন্য দিতে হয় মাসে ১ হাজার টাকা। এ রকম পরিবার প্রায় ১০ শতাংশ, তাদের কাছ থেকে আসে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। দুটি বাতি, একটি ফ্যান ও একটি টিভি থাকলে মাসে ৩০০ টাকা দিতে হয়। এ রকম ৯০ শতাংশ পরিবারের কাছ থেকে অন্তত ৪০ লাখ টাকা তোলা হয়। প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল সব মিলিয়ে ওঠে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা।

ডেসকোর মিরপুর জোনের কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে জানিয়েছে, মাত্র কয়েকটি মিটার দিয়ে বস্তিতে ১৫ হাজার ঘরে বিদ্যুৎ–সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এভাবে বিদ্যুৎ–সংযোগ দেওয়া অবৈধ বলেও স্বীকার করেন তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসব কর্মকর্তা বলেন, বস্তির বিদ্যুৎ সরবরাহে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের

নিয়ন্ত্রণ থাকায় ডেসকো সেখানে অভিযান চালাতে পারে না। তারা শুধু পোল মিটারে যে বিদ্যুতের বিল আসে সেটি গ্রহণ করে। এর পরিমাণ ৫ লাখ টাকার নিচে।

শফিকুর রহমান নামে বস্তির একজন বাসিন্দা বলেন, তিনি বিদ্যুতের জন্য প্রতি মাসে ৩০০ টাকা দেন ফারুক নামে এক ব্যক্তিকে। যিনি 'টাইটেল ফারুক' নামে পরিচিত। গ্যাসের ৫০০ টাকা নেন দুলাল নামে একজন।

সরেজমিনে জানা গেছে, বিল নিতে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা যান না। এই বিল ব্যাংকেও পরিশোধ করা হয় না। বিল দিতে হয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলীর অনুসারীদের কাছে। তাঁরা হল মল্লিক, টাইটেল ফারুক, শামসু ও মল্লিক বাচ্চু। নতুন সংযোগ নিতে হলেও যেতে হয় তাঁদের কাছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডেসকোর মিরপুর জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহ সুলতান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, 'বস্তির মুখেই একটি পোল মিটার ছিল। মিটারে যতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় আমরা সেই বিলটি পাই। কিন্তু পোল মিটার থেকে কারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, তারা কাকে অর্থ দেয়, তা আমাদের জানা নেই। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে কর্মীদের নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে।'

এই মল্লিক, টাইটেল ফারুক, শামসু, মল্লিক বাচ্চু,রজ্জব, শওকত আলী, জিতু, মোন্তাজ ও দুলালরা বসে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে । মানুষের বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থের একটা বিশাল অংশ যায় এই জালিমদের পকেটে। সমাজ থেকে এদের বিতাড়ন অত্যাবশ্যক। কিন্তু, কে করবে? এই প্রশ্ন এখন সমাজ বিশ্লেষকগণের মনে।

হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার আজ ভারতীয় মুসলিমরা। প্রতিনিয়ত ভারত থেকে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের খবর আসছে।

গত ১৮ই আগস্ট ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস নামক বার্তাসংস্থা একটি ভিডিও শেয়ার করে জানায়, ভারতের গুজরাট রাজ্যের জিল্লা সাবারকান্থার হিমাতনগরে শাহরুখ চুহান নামে একজন মুসলিমের উপর হামলে পড়ে মুশরিক হিন্দুরা। এসময় তাকে সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা 'জয় শ্রী রাম' বলতে বাধ্য করে এবং তার উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়।

ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকি মুরতাদ সেনাদের একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল মাইন বোমা হামলা চালিয়েছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ।

১৮ আগস্ট ওয়াজিরিস্তানের "লাদহা" রোডে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল মাইন হামলায় ঘটনাস্থলেই রহিম ও শাহেদ নামক ২ নাপাক সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ৫ মুরতাদ সেনা।

সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন ধারাবাহিকভাবে আফ্রিকান কুফ্ফার জোট ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সোমালিয়ার বাইদাওয়ে শহরে মুজাহিদদের এক হামলায় ৩ এরও অধিক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

সোমালিয়ার দিনালী শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের হামলায় দিনালী শহরের পরিচালকসহ বেশ কতক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

শাবলী সুফলা প্রদেশে উগান্ডার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তাদের সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেন মুজাহিদগণ।

জোহার শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর "মুলাযিম" নামক এক উচ্চপদস্থ কমান্ডার নিহত হয়, মুজাহিদগণ এসময় উক্ত মুরতাদ সেনা অফিসারের অস্ত্রটি গনিমত লাভ করেন।

এদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার আওদাকলী শহরে কুফ্ফার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তাদের ২টি সামরিকযান ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। এসময় সামরিকযানে থাকা অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়।

আবারো আফগানিস্তানে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতায় আসতে চলেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান যোদ্ধারা। তালেবান মুজাহিদগণ যতই বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেন ততই তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং যোগ দেওয়া আফগান সেনার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ যেন পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা আন-নাসরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র বাণীর সুস্পষ্ট সত্যতা পরিদর্শন। আল্লাহ যেখানে বলেছেন, ‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে

দেখবেন।তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।’ সুবহানআল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, আফতাগফিরুল্লাহিল আজিম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপরোক্ত বাণীর সত্যতা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন তালেবান মুজাহিদিন। গত ১৮ আগস্ট আফগানিস্তানের ৪টি প্রদেশ হতে ৪৯ আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেন।

বাগলান প্রদেশ হতেও তালেবানদের সাথে যোগ দেন আরো ২২ আফগান পুলিশ ও সেনা সদস্য।

অন্যদিকে কাপিসা প্রদেশের ২৩ আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আফগান সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কোন যুদ্ধে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীকে সহায়তা না করারও প্রতিজ্ঞা করেন।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ১৭ আগস্ট সিরিয়ার আলেপ্পো সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল স্নাইপার অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় ২ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সেনা।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের অপারেশন রুমের মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে সিরিয়ার ইদলিব সিটির ৩টি এলাকা বিজয়ের মাধ্যমে দুর্বার গতিতে নিজেদের লক্ষ্যপানে ছুটে চলছেন। নিজেদেরকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টার পাশাপাশি নিয়মিত কুফফার ও শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে শত্রু বাহিনীর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

বর্তমানে আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ কুফফার ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর লাশের উপর দিয়েই দক্ষিণ ইদলিবের "আবেদাইন ও কাফর-সিজনাহ" এলাকায় প্রবেশ করেছেন, ইনশাআল্লাহ্ আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়িই মুজাহিদগণ এলাকা দুটিকে তাওহিদী পতাকার ছায়াতলে পরিপূর্ণভাবে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। তাই সকল মুসলিমদের উচিত নিজেদের সাধ্যমত মুজাহিদদেরকে সহায়তা করা এবং তাঁদের জন্য সামগ্রিক বিজয় ও দৃঢ়তার দোআ' করা।

---

১৮ ই আগস্ট,২০১৯

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে দাবি করেছে ত্রিপুরায় বসবাসরত দেশটির চাকমা জনগোষ্ঠীর নেতারা। এই দাবির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে জাতিগত নিপীড়নের বিচার চেয়েছে চাকমা নেতারা। {খবর দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'র।}

এক প্রতিবেদনে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, গত ২০১৬ সাল থেকে ১৭ আগস্টকে কালো দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ও ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন।

গত শনিবার ত্রিপুরার আগরতলা, কাঞ্চনপুর, পেচারঠাল, কুমারঘাট, মানু, চাইলেঙটা, চৌমানু, গান্দাছেড়া, নতুনবাজার, সিলাছড়ি, বীর চন্দ্রমানু এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ভারতীয় চাকমাদের এ দুই সংগঠন।

চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখার মহাসচিব উদয় জ্যোতি চাকমা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে হস্তান্তরের ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিবাদে এই কালো দিবস উদযাপন করা হয়।

চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ চাকমা বলেছে, আমরা চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধন, অস্থিরতা ও অবিচারের প্রতিবাদে প্রত্যেক বছর এই কালো দিবস উদযাপন করছি। আমরা মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালত ইন্টারন্যাশন্যাল কোর্ট অব জাস্টিসের কাছে বিচার চেয়েছি।

চাকমা ওই নেতা বলেছে, ভারতের স্বাধীনতার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ অধিবাসী ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিন্তু স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ নেতৃত্বাধীন সীমান্ত কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর দফতর রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল চাকমা নেতা শ্রেয়া কুমার চাকমা। এর দু'দিন পর রেডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে পাকিস্তানের অংশ। এ ঘোষণার পর ২১ আগস্ট রাঙ্গামাটি থেকে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে

ফেলে তৎকালীন পাক সামরিক বাহিনী। তখন থেকে চাকমা নেতাদের ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, তিপেরাস, চাক, মুরং, খুমি, লুশাই, বোম, পাঙ্খ এবং মগসহ কমপক্ষে ১১টি জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় ৫ হাজার ১৩৮ বর্গকিলোমিটার; যার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে মিয়ানমারের আরাকান পর্বত, পূর্বে মিজোরামের লুশাই ও মিয়ানমারের আরাকান পর্বত এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অবস্থান। চট্টগ্রামকে পৃথক করার জন্য শুধু উপজাতি-বৌদ্ধগোষ্ঠীগুলো যথেষ্ট নয়, এর সাথে হিন্দুদের থাকা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত বলে আলাদা করা গেলেও চট্টগ্রাম জেলাকে পৃথক করতে হবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার কথা বলেই।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের সম্পদসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে নিতে আমেরিকা (তার সহযোগী ভারত) পার্বত্য এলাকার উপজাতি বৌদ্ধ চাকমাসহ অন্যান্য নেতাদের গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। এমনিভাবে আরেকটি দলের কথা বলবো- তারা হলো হিন্দু জাতিগোষ্ঠী। তাঁদের উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে হিন্দুদের আলাদা প্ল্যান আছে। হিন্দুরা এখনই এই প্ল্যানের সফলতার মুখ দেখতে তা নয়। এগুলো তাদের মাস্টারপ্ল্যান, ১০-২০-৩০ বছর পর সফল হবে। কিন্তু বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার জন্যও মুসলমানদেরও তো প্ল্যান নিতে হবে।

সূত্র: বিজনেস নিউজ পোর্টাল অর্থসূচক, আমাদের সময় ডট কম

গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সরকার চল্লিশ লক্ষাধিক বাসিন্দাকে বিদেশী ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টায় আছে। যাদেরকে বিদেশী ঘোষণা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে তাদের বেশিরভাগই বাংলাভাষী মুসলিম। ভারতের আসাম রাজ্যে বহু বছর ধরে বসবাস করে আসছেন এসকল মুসলিমরা। কিন্তু, এখন হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সরকার তাদেরকে অবৈধ বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে তাড়ানোর অথবা জেলে বন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

বার্তাসংস্থা *নিউইয়র্ক টাইমস্* জানিয়েছে, কথিত অবৈধ বিদেশীদের বন্দী করে রাখার জন্য হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সরকার বিশাল আকারের নতুন বন্দী ক্যাম্প গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং দ্রুত বিদেশী ট্রাইব্যুনাল বাড়িয়েছে। ইতিপূর্বে শত শত মানুষকে কথিত অবৈধ অভিবাসী আখ্যা দিয়ে বন্দী করেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার।

কথিত নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং জেলে বন্দী হওয়ার ভয়ে ইতিপূর্বে বহু মানুষ আত্মহত্যাও করেছেন বলে জানান স্থানীয় সংবাদকর্মী এবং আইনজীবীরা। ২০১৮সালের ১৯ ডিসেম্বর 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সরকারের কথিত নাগরিক তালিকায় নাম উঠায় তখন পর্যন্ত ৩৪জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা যায়।

কিন্তু, এদিকে ভ্রুক্ষেপ করারও প্রয়োজন মনে করেনি নরেন্দ্র মোদির মুশরিক হিন্দুত্ববাদী সরকার ।

নিউইয়র্ক টাইমস্ জানিয়েছে, মুশরিক হিন্দুত্ববাদী সরকারের এরূপ পদক্ষেপের কারণে ভয়-আতংকে দিনাতিপাত করছেন আসামের মুসলিমগণ। অন্য ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষের নাম এনআরসিতে না উঠলেও তাদের চিন্তার কারণ নেই। কেননা, সন্ত্রাসবাদী মুশরিক মোদি সরকার মুসলিম বাদে অন্যসকল ধর্মাবলম্বীদের ভারতে থাকার ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। এগুলোও হিন্দুত্ববাদীদের উপমহাদেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা স্বপ্নের পদক্ষেপ।

এদিকে, হিন্দুত্ববাদীদের দাবি আসামে বসবাসকারী মুসলিমরা নাকি বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সেখানে গিয়েছে। তাদেরকে ভারতের গেরুয়া সন্ত্রাসবাদী মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহ 'উইপোকা' বলে কটাক্ষ করেছে।

এভাবে ধীরে ধীরে ভারতকে মুসলিমমুক্ত করার পরিকল্পনা করে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হিন্দু সরকার। তাই, পরিস্থিতি এক বিশাল যুদ্ধের দিকে মোড় নিতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনাদের অবরোধের কবলে থাকা কাশ্মীর থেকে আসে না তেমন কোন খবর। আতংক, উৎকণ্ঠা সবার মাঝে। আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ, বাবা জানে না কখনো দেখা হবে কী না ছেলের সাথে! সন্তানের মুখ আবারো দেখতে পাবেন কী না তা জানেন না কাশ্মীরি মুসলিম মায়েরা। মনের অবস্থা যখন এমন তখন দীর্ঘদিন পর সন্তানের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে চোখের অশ্রু ঝরালেন এক কাশ্মীরি বাবা।

'ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস' ভিডিও তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে, কাশ্মীরি এক পিতা তার ওমান প্রবাসী ছেলের সাথে কেবল এক মিনিট কথা বলতে পেরে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

ঐ বাবা বলেন, ‘ আমার ছেলে ওমানে থাকে। আমি তার সাথে গত ১০দিন যাবৎ কথা বলতে পারিনি। সে বেলা ১১টা থেকে লাইনে আছে এবং বেলা ১:৩০ এ তার পালা আসে। অবশেষে, আমি এক মিনিটের জন্য তার সাথে কথা বলেছি।’

ইংরেজি syndicate শব্দটি এসেছে ফরাসি syndicat থেকে। এটি ১৬২৪ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয় কোনো কাউন্সিল বা প্রতিনিধিদের গোষ্ঠী বোঝাতে। তবে এখন নেতিবাচক অর্থেই সিন্ডিকেট শব্দটি বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন ক্রাইম সিন্ডিকেট, বিজনেস সিন্ডিকেট, মিডিয়া সিন্ডিকেট ইত্যাদি। বাংলাদেশে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে বলা হয় সিন্ডিকেটের কারসাজি। কিন্তু এবার কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে যে সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, তাঁরা দাম এতটাই কমিয়ে দিয়েছেন যে রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে অনেক কোরবানিদাতা চামড়া বিক্রি না করে রাস্তায় বা নদীতে ফেলে দিয়েছেন, মাটি-বালুতে পুঁতে রেখেছেন। কোরবানির চামড়ার দাম পেলে লাভবান হয় মূলত লিল্লাহ মাদ্রাসার ছাত্র ও এতিমখানার এতিমেরা। ওসব প্রতিষ্ঠানের আয়ের অন্যতম উৎস কোরবানির চামড়া।

প্রতিবারের মতো এবারও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোরবানির চামড়ার দাম ঠিক করে দিয়েছিল ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৫০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা। কিন্তু কোরবানির পর আড়তদারেরা বর্গফুটপ্রতি ১০ টাকাও দিতে রাজি হননি। ১ লাখ টাকা দামের গরুর চামড়া বিক্রি হয়েছে ৩০০ টাকা কিংবা আরও কমে। কোরবানির চামড়ার দামে ধস নামার জন্য আড়তদার ও ট্যানারির মালিক একে অপরকে দুষলেও লাভবান হবে দুপক্ষই। আড়তদার পানির দামে যে চামড়া কিনেছেন, ট্যানারির মালিক নিশ্চয়ই তা দুধের দামে কিনবেন না। তাঁরাও কম দাম দেবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের কোরবানিতে চামড়া সিন্ডিকেট কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকার কী করেছে? আমরা তাদের কোনো ভূমিকাই দেখলাম না। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, এর পেছনে ব্যবসায়ীদের কারসাজি ছিল। কথা বলা নয়, কারসাজি ধরাটাই তাঁর দায়িত্ব। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সিন্ডিকেট হয়ে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এত বড় ঘটনার পরও সিন্ডিকেট হওয়া নিয়ে তাঁর প্রশ্ন! অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, চামড়ার দামও সরকারকে দেখতে হবে?

সরকার দায়িত্বশীল হলে সবকিছুই তার দেখার কথা। অর্থমন্ত্রীর যুক্তি মেনে নিলে বেসরকারি ব্যাংকের সুদের হারও সরকারের বেঁধে দেওয়ার কথা নয়। দাতা-গ্রহীতাই ঠিক করবেন তাঁরা কত সুদে ঋণ দেবেন বা নেবেন। কিন্তু সে রকম আদর্শ অবস্থা বাংলাদেশে কখনো আসেনি। ব্যাংকিং খাতের কুশীলবেরা সিন্ডিকেট করে সুদের হার ইচ্ছামতো বাড়িয়েছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন, খেলাপি ঋণের কারণে এটি করতে হয়েছে।

এখন চামড়ার আড়তদারেরা অজুহাত তুলেছেন, ট্যানারির মালিকেরা গত বছরের বকেয়া টাকা না দেওয়ায় তাঁরা চামড়া কিনতে পারেননি। আর ট্যানারির মালিকেরা বলছেন, কাঁচা চামড়া রপ্তানি করলে শিল্পের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দুই পক্ষ মিলেই গরিবের হক মারল এবং সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকল।

শুধু কোরবানির চামড়া নয়, এখন সবখানেই সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি চলছে। গতকাল প্রথম আলো খবর দিয়েছে, ‘মহাসড়কে বছরে ৮৭ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয়।’ এটি কোনো গবেষণা সংস্থার খবর নয়। ২০১৮ সালের হাইওয়ে পুলিশের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য। মালিক-শ্রমিকের কল্যাণের নামে ২১৫টি সংস্থা ও সংগঠন বাস-ট্রাক থেকে চাঁদা তোলে। বেসরকারি হিসাবে দৈনিক মহাসড়কে সাড়ে ১০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি হয় (ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি ২০১৮)। সড়ক ও সেতু দপ্তরের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। কিন্তু সড়কে তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি নিয়ন্ত্রণ করে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। কোনো সরকারই এই সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি। তাদের কারণেই ২০১৮ সালে সড়ক পরিবহন আইন করেও বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

কয়েক মাস ধরে আমরা সিটি করপোরেশনে আরেক ধরনের সিন্ডিকেট দেখেছি। মশক সিন্ডিকেট। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন মশা মারতে যে ওষুধ এনেছে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাতে মশা মরে না। ঈদের আগে এ নিয়ে বেশ হইচই হলেও কার্যকর ওষুধ আনা হয়েছে, এমন খবর দিতে পারেনি তারা। তবে সংসদে স্বীকৃত যে বিরোধী দল আছে, সেই জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান বলেছেন, মশা মারার নামে দুই সিটি করপোরেশন ৫০ কোটি টাকা লুটপাট করেছে।

কিছুদিন ধরে দুই প্রধান দলের রাজনীতি প্রেস ব্রিফিং ও ঘরোয়া বৈঠকের মধ্যেই সীমিত। আওয়ামী লীগ ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং করে থাকে। আর বিএনপি নয়াপল্টনে দলের প্রধান কার্যালয়ে। এসব প্রেস ব্রিফিংকে অনেকে ফটোসেশন বলেও আখ্যায়িত করেন। কোনো ইস্যু না থাকলেও তাঁরা কথা বলেন। আবার প্রকৃত ইস্যুকে এড়িয়ে যান।

ডেঙ্গু ও সড়কের বাইরে তিনটি ঘটনা কিছুটা উত্তাপ ছড়িয়েছে। এক. ফরিদপুরের নগরকান্দায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে দুজনের নিহত হওয়া। সেখানে আওয়ামী লীগের এক গ্রুপ দীর্ঘদিন এলাকাছাড়া ছিল। ঈদের আগে এলাকায় এলে দুই পক্ষর মধ্যে গোলাগুলিতে দুজন নিহত ও ১০ জন আহত হন।

দুই. পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলায় নিজের বাড়িতে ঈদ করতে গিয়ে ডাকসুর ভিপি নুরুল হক ও তাঁর ২০–২৫ জন সমর্থক আহত হন। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও শ্রমিক লীগ এই হামলা চালায়। হামলাকারীরা রড ও লাঠিসোঁটা দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে তাঁদের আহত করে। হামলাকারীরা এ সময় ১০টি মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং ৪টি মুঠোফোন, ২টি ডিএসএলআর ক্যামেরা এবং ৮৯ হাজার টাকা লুটে নেয়। স্থানীয় সাংসদ এস এম শাহজাদার নির্দেশে এই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন ভিপি নুরুল হক। এস এম শাহজাদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদার ভাতিজা। দুজনই নির্বাচিত প্রতিনিধি। একজন ডাকসুর। আরেকজন জাতীয় সংসদের।

ডাকসু নির্বাচনের পর নুরুল হক গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মধ্যে মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মীরা নুরুল হককে যেখানে পাচ্ছেন, সেখানেই পেটাচ্ছেন। রোজার সময় বগুড়ায় ইফতার অনুষ্ঠানে গেলে সেখানকার ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে বেদম প্রহার করেন। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও একাধিকবার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। নুরুল হকের ওপর এই আক্রোশ কেন? সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে তিনি ছাত্রলীগ প্রার্থীকে হারিয়ে ভিপি হয়েছেন, এটাই কি তাঁর অপরাধ?

তিন. তবে মোহাম্মদপুরে ঈদের আগে স্থানীয় ছাত্রলীগ যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা গিনেস বুকে নাম লেখানোর মতো। যশোর থেকে পাঁচ ব্যবসায়ী ট্রাকযোগে ২১২টি ছাগল নিয়ে এসেছিলেন কোরবানির হাটে বিক্রি করবেন এই আশায়। কিন্তু ৮-১০ জন ওয়াকিটকিধারী যুবক নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে ট্রাকটি আটক করে মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে জহুরী মহল্লায় নিয়ে গিয়ে জিম্মি করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ছাগলপ্রতি ৫০ টাকা চাঁদা দাবি করেন। ১৩ ঘণ্টা জিম্মি থাকার পর এক ব্যবসায়ী কৌশলে তাঁর ভাইকে টেলিফোন করেন। এরপর ভদ্রলোক র‍্যাবকে খবর দিলে র‍্যাব ২-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহর নেতৃত্বে একটি দল ২১২টি ছাগলসহ ট্রাকটি জব্দ করে এবং সেখান থেকে ইয়াসির আরাফাত (২৮), জাহিদুল ইসলাম (২৯) ও মো. রায়হান (২৭) নামে তিনজনকে পাঁচটি ওয়াকিটকিসহ গ্রেপ্তার করে। অন্যরা পালিয়ে যান। তাঁদের

মধ্যে থানা ছাত্রলীগের সভাপতিও আছেন। এ ব্যাপারে দুটি মামলা হয়েছে। একটি ছিনতাই ও অন্যটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরঞ্জাম ব্যবহারের। ছাত্রলীগের কর্মীদের দাবি, ডেঙ্গু সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে তাঁরা ওয়াকিটকিগুলো ভাড়া করেছিলেন। ডেঙ্গু-সচেতনতা কর্মসূচি কীভাবে ছাগল ছিনতাইয়ের চেষ্টায় রূপ নিল, সেই প্রশ্নের জবাব নেই।

মঙ্গলবার রাতে ইসলামবাগ এলাকার পোস্তার ঢালের ওপর একটি প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লাগে। ঘণ্টা দুই চেষ্টায় আগুন নিভিয়েছে ফায়ার ব্রিগেড। চারদিকে দেয়ালের মধ্যে একটি বড় প্লটে গড়ে ওঠা একাধিক প্লাস্টিকের কারখানা ও গুদামও ছিল। এই দুর্ঘটনায় কত টাকার ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো সেখানে নতুন করে প্লাস্টিকের কারখানা ও গুদাম স্থাপিত হলো কীভাবে? কে তাদের অনুমতি দিয়েছে?

২০১০ সালে নিমতলীতে রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগে ১২৪ জন মারা যান। এরপর মন্ত্রী-আমলারা ঘোষণা দিয়েছিলেন, পুরান ঢাকায় আর কোনো গুদাম-কারখানা থাকবে না। গত ২০ ফেব্রুয়ারি চকবাজারের চুড়িহাট্টায় প্লাস্টিকের গুদামে আগুন লেগে ৭১ জন মারা যাওয়ার পরও মন্ত্রী-মেয়ররা একই ঘোষণা দিলেন। তাঁরা কেরানীগঞ্জে আধুনিক রাসায়নিক শিল্প শহর গড়ার কথাও বললেন। ওই ঘোষণা পর্যন্তই। আরেকটি বড় দুর্ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত সরকারের হুঁশ ফিরবে বলে মনে হয় না।

ডেঙ্গুতে মানুষ মরছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে। চামড়া সিন্ডিকেট গরিবের হক আত্মসাৎ করছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ডাকসুর ভিপিকে যেখানে পাচ্ছেন পেটাচ্ছেন, ছাত্রলীগ ছাগলবাহী ট্রাক জব্দ ও ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে নিজেদের শক্তির জানান দিচ্ছে।

তাহলে সরকার কোথায়?

বি.দ্র: মূললেখাটি কোনোরূপ পরিবর্তন ব্যতীত 'প্রথম আলো' নামক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। লেখাটি লিখেছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি **সোহরাব হাসান।**

কুফফার সন্ত্রাসীদের হিংস্র থাবার কবলে আজ সারাবিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়। মুসলিমদের দেশগুলোকে দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসবাদী কুফফার সেনাবাহিনী। এমনই একটি ভূমি হলো সিরিয়া। সন্ত্রাসবাদী কুফফার জোট বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার শিকার দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়।

সিরিয়ায় মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিয়মিত গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী রাশিয়া, সিরিয়া সরকার এবং তাদের মিত্রদলসমূহ। সম্প্রতি সিরিয়ার ইদলিব শহরে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মুসলিমদের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোকে লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা। এসকল হামলার ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মীরা সিরিয়ার হিংস্র তাগুত সরকারী বাহিনী এবং তাদের মিত্র রাশিয়া বাহিনীকে অভিযুক্ত করেছে।

সিরিয়ার হাসস শহরে কুফফার সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত বিমান হামলায় গত পরশু ৬ শিশুসহ ১৮জন নিহত হয়েছে বলে জানায় আল-জাজিরা।

এরপর, গতকাল সিরিয়ার দেইর আল-শারকি শহরে আসাদ সরকারী সন্ত্রাসী বাহিনীর বিমানহামলায় ৪ শিশুসহ কমপক্ষে ৭জন নিহত হয়েছে বলে জানায় বার্তাসংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সন্ত্রাসবাদী গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুরা ভারতে মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত। এবার গুজরাটের এক মসজিদে সালাতের সময় হামলা করলো উগ্র হিন্দুরা।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস্ নামক বার্তাসংস্থা ভিডিও তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে, ভারতের গুজরাটে এক মসজিদে মুসল্লিরা সালাত আদায় করার সময় হামলা চালিয়েছে মুশরিক হিন্দুরা। এসময় মুশরিক হিন্দুরা মসজিদকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছে বলে জানায় বার্তাসংস্থাটি।

---

১৭ ই আগস্ট,২০১৯

হিন্দুত্ববাদী ভারতের কুফরী সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে আজ ১১ দিন, এর পূর্ব থেকেই অবরুদ্ধ করা হয়েছে পুরো কাশ্মীরকে। ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি করার মাধ্যমে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে। বহু বছর ধরেই এই হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের শিকার কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়।

আজ তাদেরকে ঘরের বাহিরে, রাস্তা-ঘাটে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। হাজার হাজার সেনা টহল দিচ্ছে কাশ্মীরের অলি-গলিতে। রাস্তায় বেসামরিক কোন মানুষ নেই বললেই চলে, কেবলই হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সশস্ত্র সেনাদের উপস্থিতি সেখানে! যেন এ এক বিশাল সামরিক ঘাঁটি!! বেসরকারি হিসাব মতে প্রায় ৭ লাখেরও অধিক হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যরা টহলের মাধ্যমে অবরুদ্ধ করে রেখেছে পুরো কাশ্মীর উপত্যকাকে। সেখানের মানুষের খাবার ও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রও শেষ হয়ে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কত হাজার হাজার কাশ্মীরি মুসলিম অন্ধকার কুঠুরিতে দিন কাটাচ্ছেন তা আজ অজানা।

এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে কারফিউ উপেক্ষা করেই প্রথম থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছেন সাধারণ কাশ্মীরিরা। যার ফলে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হিংস্র হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু কাশ্মীরি মুসলিম, আহত হয়েছেন আরো অজানা সংখ্যক!

আজাদি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজ ১৭ আগস্ট উপত্যকার কারপোরা অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর সাথে কয়েক দফায় গোলাগুলি হয় কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামীদের। যার ফলে বেশ কিছু মালাউন নিহত ও আহত হয়। বিপরীতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় ৬ জন স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরি শাহাদাত বরণ করেছেন বলে জানিয়েছে আযাদ কাশ্মীরের একটি সংবাদ মাধ্যম।

এদিকে, কাশ্মীর সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখা এলাকায় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মুশরিক সেনাদের সাথে নাপাক পাকিস্তানী সেনাদের তীব্র গোলাগুলির খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে উভয় পক্ষের কতিপয় সেনা হতাহত হওয়ার খবরও গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।

আল-কায়দার বর্তমান সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের অপারেশন রুমের মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ইদলিবে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আনসারুত তাওহিদ ও তুরকিস্তান ইসলামিক পার্টির মুজাহিদগণও। আলহামদুলিল্লাহ্, আজ ১৭ আগস্ট মুজাহিদগণ সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে ইদলিবের "আস-সাকিক" এলাকা কুখ্যাত নুসাইরী ও ইরানী শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনী হতে মুক্ত করে নিয়েছেন।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৬ আগস্ট সোমালিয়ার শালানাবুদ শহরে উগান্ডার কুফ্ফার সেনাদের উপর একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় উগান্ডার কমপক্ষে ১০ কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা, দক্ষিণাঞ্চলীয় ইদলিব ও লাতাকিয়াতে কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় (১৭/০৮/২০১৯) হিজবুশ শয়তানের ১৮৫ সেনা হতাহত হয়। যার মাঝে নিহত হয় ১১২ সেনা এবং আহত হয় ৭৩ এরও অধিক শয়তানের অনুচর।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফ্ফার বাহিনীর বিভিন্ন ধরণের ৭টি সামরিকযান, যার মধ্যে ট্যাংক ও BIMP সামরিকযানও বিদ্যমান।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে গত শুক্রবার খাইরুল মাদারিস মসজিদের ভেতরে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে কমপক্ষে চারজন শাহাদাতবরণ করেছেন, এবং আহত হয়েছেন আরো প্রায় ২০জন মুসল্লি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার বরাতে জানা যায়, সন্ত্রাসবাদীদের ঐ হামলায় সম্মানিত আমীরুল মু'মিনিন মাওলানা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহ এর ভাই হাফিজ আহমাদুল্লাহও শাহাদাতবরণ করেছেন। ঐ ঘটনায় আমীরুল মু'মিনিনের দুইজন ভাতিজাও আহত হয়েছেন বলে জানায় আল-জাজিরা।

সংবাদসংস্থা *ডন* পুলিশের বরাত দিয়ে জানায়, জুমার নামাজের পরপরই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। মসজিদটির মিম্বরের নিচে এই আইইডি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

সন্ত্রাসী বৌদ্ধগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে দেশছাড়া করেছে প্রায় দু'বছর হয়ে গেলো। ঐসময় সন্ত্রাসবাদী বৌদ্ধদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় নেন লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম। কিন্তু, এখানেও নিরাপদ বা শান্তিতে নেই তারা। অসামাজিক পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। এমন পরিস্থিতিতে চারটি শিবিরের ৩ হাজার ৫৪০জন রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে মিয়ানমার। আগামী ২২শে আগস্ট এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানায় গণমাধ্যমসমূহ। কিন্তু, মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি নন রোহিঙ্গা মুসলিমরা! কেন?

কারণ হলো মিয়ানমারে মুসলিমদের জন্য মরণ ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও সেখানে ফিরে যাওয়ার মত পরিবেশ তৈরি করেনি সন্ত্রাসবাদী বৌদ্ধগোষ্ঠী। বরং, চরম হিংস্র আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মিয়ানমারে। বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে লড়াই চলছে মিয়ানমারের বৌদ্ধ সরকারের। বিভিন্ন সংস্থা জানাচ্ছে, মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য এখনো নিরাপদ নয়। আবারো গণহত্যা চালাতে পারে হিংস্র বৌদ্ধগোষ্ঠী।

তাই, বিশ্লেষকগণ মনে করেন, এরকম পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদেরকে হিংস্র বৌদ্ধদের হাতে তুলে দেওয়া মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট অন্যায়। আর, বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণ তাদের রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের খোঁজখবর না দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে বলেও মনে করেন তারা।

গত কয়েক বছর থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশুর চামড়ার দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; অথচ, চামড়াজাত দ্রব্যের দাম অনেক বেশি! এভাবে গরিব মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য হক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এবার কোরবানির ঈদে বাংলাদেশে কোরবানির পশুর চামড়ার বাজারে এবারে যা ঘটেছে সেটি অনেক বড় 'বিপর্যয়ের' সাথে তুলনা করা যায়। চামড়ার দাম এতটাই নিম্নগামী হয়েছে যে বিষয়টি অনেকের মাঝে বেশ হতাশা তৈরি করেছে।

ঈদে চামড়ার ন্যায্য দাম না পেয়ে লক্ষাধিক পিস পশুর চামড়া ধ্বংস করা হয়েছে। যার বেশির ভাগ মাটি চাপা দেয়া হয়। কিছু ভাসিয়ে দেয়া হয় নদীতে। চামড়ার মূল্য না থাকায় স্মরণকালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের কবলে পড়ে দেশের চামড়া বাজার। দামে ধ্বস নামায় প্রায় হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ব্যবসায়ীদের মতে, দেশে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার চামড়া লেনদেন হয়। এবার কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে রীতিমতো অরাজক অবস্থা তৈরি হওয়ায় গরুর ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ এবং ছাগলের ৮০ শতাংশ চামড়া নষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) তথ্য অনুযায়ী, বছরে গড়ে ২২ কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬৪.৮৩ শতাংশ গরুর চামড়া, ৩১.৮২ শতাংশ ছাগলের, ২.২৫ শতাংশ মহিষের এবং ১.২ শতাংশ ভেড়ার চামড়া। বিটিএ হিসাব অনুযায়ী, প্রায় অর্ধেকের মতো চামড়া নষ্ট হয়েছে বা সংরক্ষণ করা যাবে না। তাছাড়া যে চামড়া কেনাবেচা হয়েছে তাও নির্ধারিত দরের অনেক কম। সেই হিসাবে প্রায় ১ হাজার কোটি

টাকার মতো চমড়ার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কাঁচা চামড়ার খুচরা ব্যবসায়ী, আড়তদার ও ট্যানারির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীর সরজমিনে দেখা গেছে, দেশের অনেক এলাকায় ক্রেতা খুঁজে না পাওয়ায় সরকার-নির্ধারিত দর তো দূরের কথা, চামড়া বিক্রিই করা যায়নি। দাম না পেয়ে প্রতিবাদস্বরূপ অনেকে চামড়া ফেলে দিয়েছেন, মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন। কোথাও কোথায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। আবার কোথায় নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। দর না থাকায় চামড়া সঠিকভাবে সংগ্রহে জোর দেননি ব্যবসায়ীরা। আবার গরম আর বৈরী আবহাওয়ার কারণে চামড়া বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। ফলে গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি চামড়া এবার নষ্ট হয়েছে। এ কারণে আড়তে নিয়ে এসেও দাম না পেয়ে চামড়া ফেলে দিতে হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। সূত্র: মানবজমিন

কোরবানীর চামড়া বরাবরই গরীব-মিসকিন ও এতিমের হক। যারা আল্লাহর হুকুম পালনে গরু,মহিষ, ছাগল বা হালাল পশু কোরবানী করেন, সেই পশুর চামড়া বিক্রির টাকা স্থানীয় মাদরাসার গরীব ছাত্র, এতিম-মিসকিন বা গরীব মানুষের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু কয়েক বছর হলো সেই চামড়ার দাম পাচ্ছেন না পশু কোরবানী দাতারা। এবার কোরবানীর পশুর চামড়ার দাম এমন কমা কমেছে যে, বিক্রির জন্য ক্রেতাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লাখ টাকার কোরবানীর গরুর চামড়া বিক্রি হয়েছে ২০০-৪০০ টাকায়। চামড়ার দাম না পাওয়ায় কোরবানী দাতাদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে মাটিতেই পুঁতে দিচ্ছেন।

গ্রাম-গঞ্জে সাধারণত হাফেজিয়া মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে তা পরে বিক্রি করে দেন। কিন্তু, এবার তারাও চামড়া নিয়ে খুব বেশি তৎপরতা দেখাননি। কোথাও কোথাও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা চামড়া সংগ্রহের পর ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তা রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন বলেও খবর আসছে।

তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছে সিলেটে নগরীতে। নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৮০০ পশুর চামড়া সংগ্রহ করেছিল খাসদবির দারুস সালাম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এ চামড়া বিক্রি করে যে টাকা আয় হতো তা দিয়ে মাদ্রাসার কিছুটা খরচ চলত। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো এবারো চামড়াগুলো সংগ্রহ করলেও ন্যায্য দাম না পাওয়ায় সেগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, সারাদিনে সংগ্রহ করা ৮০০টি পশুর চামড়া নিয়ে ঈদের দিন রাতে আম্বরখানায় বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ২৫-৩০ টাকা দাম করছিলেন প্রতিপিস চামড়ার। এসময় চামড়া সিলেটের ব্যবসায়ীরা অজুহাত দেখান তারা গতবারের দেয়া চামড়ার টাকাই এখনো ঢাকা থেকে পাননি। সেগুলো বকেয়া থাকায় এবার তারা দাম দিয়ে চামড়া কিনতে পারছেন না। এমনকি এই টাকায় তারা যে চামড়াগুলো কিনছেন সেগুলোও বিক্রি করা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তারা।

একপর্যায়ে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের ন্যায্য দাম দেয়ার দাবি জানিয়ে বলা হয় প্রয়োজনে বাকিতে চামড়াগুলো কিনে নিতে। ছয়মাস পরে টাকা দিলেও হবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সেটিও মানেন নি। ফলে চামড়া ব্যবসায়ীদের গঠিত সিন্ডিকেটের প্রতিবাদ স্বরুপ ৮০০ চামড়া আম্বরখানায় ফেলে চলে যান তারা।

জানা যায়, ঢাকা এবং এর আশপাশ থেকে চামড়া সংগ্রহ করে পুরান ঢাকায় বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছেন। তাদের মধ্যে যমন ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তেমনি মাদরাসা-মক্তবের লোকজনও রয়েছেন। কিন্তু, ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় হতাশায় ভুগছেন তারা।

সাধারণত কোরবানীর ঈদের দিন সকাল থেকেই কোরবানীর পশুর চামড়া কিনতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা শহরের অলিগলি এবং গ্রাম গঞ্জের পাড়া-মহল্লায় চামড়া কেনার জন্য অপেক্ষা করেন। মৌসুমী ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে হুজুরদেরও দেখা যেত। পশু কোরবানীর পর সেই চামড়া কেনার জন্য টানাটানিও করেন। কিন্তু এবার সে দৃশ্য দেখা যায়নি। হাতেগোনা কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ী এক থেকে দেড় লাখ টাকা দামের গরুর চামড়া ৫শ'টাকার বেশি দাম বলেননি। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় চামড়া পড়ে থাকতেও দেখা গেছে।

সব মিলিয়ে এবছর চামড়াখাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। এ খাত দিনদিন নিম্নমুখী হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কওমি মাদরাসাসহ চামড়ার অর্থ পাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্টরা!

দেশের কওমি মাদরাসাগুলোয় সুবিধাবঞ্চিত লাখ লাখ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করেন। এরা প্রায় সকলেই গরিব ঘরের সন্তান এবং অনেকেরই বাবা-মা নেই। এই অসহায় এতিদের কেউ অন্যের সহায়তায়, কেউ লিল্লাহ বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া করেন। বিপুলসংখ্যক এই শিক্ষার্থীর লেখাপড়া থাকা-খাওয়া তথা ভরণপোষণের অর্থ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পেয়ে থাকেন অন্যের দান থেকে। বিশেষ করে ঈদুল ফিরতের সময় জাকাত এবং ঈদুল আজহার কোরবানির চামড়া মাদরাসায় দান করা টাকা থেকে বছরের অর্ধেক সময় এদের ভরণপোষণ

হয়। কিন্তু এবার সিন্ডিকেট করে চামড়ার দাম বিপর্যয়ে বিশাল ক্ষতির মুখে পড়লো কওমি মাদরাসাগুলো। কওমি মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্ররা বলছেন, কওমি মাদরাসার অধিকাংশ ছাত্র গরিব। মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের বিশাল ব্যয় রয়েছে। এই বোর্ডিংয়ের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায়, এতিম শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে খাবার পেয়ে থাকেন। বছরের ৩ থেকে ৪ মাসের ব্যয় অর্থ সাধারণত কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রির খাত থেকে আসতো। কিন্তু এবার চামড়ার দাম বাজারে কৃত্রিম বিপর্যয় হওয়ায় সেটা সম্ভব হবে না।

ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়াতে ব্যাঘাত ঘটবে। তবে জামিয়া ইসলামিয়া শায়েখ জাকারিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল রব ইউসূফী মনে করেন মাদরাসা পড়–য়া এতিম-গরিব শিক্ষার্থীদের রিজিক আল্লাহর হাতে। তবে যারা সিন্ডিকেট করে চামড়া দর পতন ঘটিয়ে কোটি কোটি টাকা লুটেছেন তাদের বিচার হওয়া উচিত।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতি বছরই ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ করেন কওমি মাদরাসাগুলো শিক্ষার্থীরা। এই চামড়া বিক্রির টাকা কওমি মাদরাসাগুলোর অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখে। এ টাকা গরিব ছাত্রদের পড়ালেখা, থাকা-খাওয়ার পেছনে খরচ করা হয়। ঢাকার লালবাগের একটি কওমি মাদরাসার এক শিক্ষক ইনকিলাবকে বলেন, কোরবানির চামড়া থেকে আসা টাকা দরিদ্র, অসহায়, এতিম শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়ায় ব্যয় করা হতো। কিন্তু এবার সেটায় উপর তলার (ট্যানারি মালিক) চোখ পড়ায় সেটা হয়নি। আল্লাহ হয়তো চালিয়ে নেবেন তবে মাদরাসার এতিম শিশুদের কষ্ট হবে। রামপুরা জামিয়া কারিমিয়া আরাবিয়া মাদরাসার শিক্ষা সচিব মুফতি হেমায়েত বলেন, চামড়ার দাম কম হওয়ায় কওমি মাদরাসার বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।

ঢাকার একটি মাদরাসার শিক্ষক জানান, ২০১৮ সালে ঈদুল আজহায় তার মাদরাসার শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে প্রায় দেড় হাজার গরুর চামড়া সংগ্রহ করেছিল। প্রত্যেকটি চামড়া ১ হাজার টাকা ধরে বিক্রি করা হয়। ৫ বছর আগে যদিও একটি চামড়া ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা দরে বিক্রি করা হতো। এবার (২০১৯) ঈদে এক হাজার ওপরে চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, চামড়া বিক্রির জন্য কোনও গ্রাহক না পেয়ে মাদরাসার খরচে গাড়ি ভাড়া করে একজন আড়তদারকে দেয়া হয়েছে। তারা এখনো কোনও দাম দেয়নি। পরে বাজার দর অনুযায়ী টাকা দেয়া হবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন মাত্র।

রামপুরা নতুনবাগ জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদরাসার মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আরমান বলেন, চামড়া বিক্রির টাকা দিয়ে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের খরচের একটি অংশের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এটা হয়তো খুব বেশি বড় নয়। কিন্তু তারপরও চামড়া বিক্রির খাত থেকে এই টাকা আসতো। এবার সেটা হচ্ছে না। এবারের ঈদে আমাদের শিক্ষার্থীরা ৪শ' গরু চামড়া সংগ্রহ করে। একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে তা ৫শ' টাকা দরে বিক্রি করেছি। অথচ গত বছর ঈদুল আজহায় ২৮০টি গরুর চামড়া তুলে প্রতিটি ৯শ'টাকা দরে বিক্রি করেছি। এবার চামড়ার দাম নেই।

জাকাত, কোরবানির পশুর চামড়া ও চামড়া বিক্রির টাকা কওমি মাদরাসার আয়ের অন্যতম উৎস। শুধু এই ঈদুল আজহার সময়েই কোরবানির পশুর চামড়া থেকে কমপক্ষে চার মাসের ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় বলে জানিয়েছেন মাদরাসা সংশ্লিষ্টরা।

কওমি মাদরাসা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত সরকার চামড়া মার্কেটটাকে কিছু লোকের হাতে তুলে দিয়েছে। সরকার কাঁচা চামড়া রফতানি করতে না দেয়ার ফলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রসেসিং এবং ট্যানারিতে পাঠানোটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন মনোপলি এক কন্ট্রোল ট্যানারি মালিকদের হাতে চলে যায়। এ সুযোগটাই ট্যানারি মালিকরা নিয়ে সহজেই সিন্ডিকেট করে পানির দরে চামড়া কেনার সুযোগ নিচ্ছে। সরকার কাঁচা চামড়া রফতানির সুযোগ দিলে ট্যানারি মালিকরা প্রতিযোগিতায় আসতে বাধ্য হত। সরকার ইচ্ছে করেই এমনটি করেছে। যেন দেশের কওমি মাদরাসাসহ চামড়ার অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হক্কদ্বাররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যারা সিন্ডিকেট করে পরিকল্পিতভাবে চামড়ার দামে বিপর্যয় ঘটিয়ে গরিব এতিমদের হক খেয়েছে তারা চরম অন্যায় করেছে। তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া উচিত। এতিমদের হক্ব খেয়ে, গরিব মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য হক্ব থেকে বঞ্চিত করে কয়েকজন মানুষ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

তথ্যসূত্র: ইনকিলাব, মানবজমিন

সিরিয়ায় চলছে সন্ত্রাসী কুফফার জোট বাহিনীর গণহত্যা। মুসলিমদের উপর হামলে পড়েছে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী রাশিয়া, সিরিয়ার হিংস্র তাগুত সরকার এবং তার মিত্রদলসমূহ। গত বুধবারে রাশিয়া ও সিরিয়ার তাগুত সরকারী বাহিনী উত্তর সিরিয়ার কথিত সহিংসতামুক্ত এলাকায় বিমান

হামলা করে। এতে, অন্তত ১০জন মুসলিম নিহত হয়েছেন বলে হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স এজেন্সির বরাত দিয়ে জানায় আনাদুলো এজেন্সি নামক বার্তাসংস্থা।

আনাদুলো এজেন্সির সূত্রে জানা যায়, ইদলিবের খান শেইখোন, মাআরাত আল-নোমান, বিদামা এবং মাদায়া শহরের জনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহ এবং হামা প্রদেশের লাতামেনাহ এবং কাফরজিতা শহরে কামান এবং বিমান হামলা চালায় সন্ত্রাসী কুফফার জোট বাহিনী।

এসময় মেডিকেল সেন্টারেও ১৭টি বিমান হামলা করা হয়েছে বলে জানা যায়। বিমান হামলার ফলে একজন নার্স এবং একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার মাআরেত হার্মার এক মেডিকেল সেন্টারে নিহত হয়েছেন।

জেনে রাখার বিষয় হলো, তুরস্ক এবং রাশিয়া ইদলিব অঞ্চলকে হামলামুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু, এখন সেখানেই চলছে সিরিয়ান মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা। লাখো মানুষ হয়েছেন বাস্তুচ্যুত।

'সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস' এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত কথিত সহিংসতামুক্ত এলাকায় কুফফার বাহিনীর হামলায় ২০৮ শিশুসহ কমপক্ষে ৭৮১জন মুসলিম নিহত হয়েছেন।

ঈদুল আজহার দিনটিও নিরাপত্তা ও আনন্দে কাটেনি সিরিয়ার মুসলিমদের। ঈদের দিন সন্ত্রাসবাদী রাশিয়া এবং সিরিয়ার তাগুত সরকারের হামলায় উত্তর সিরিয়ার চুক্তিবদ্ধ কথিত সহিংসতামুক্ত এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার মুসলিম বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে আনাদুলো এজেন্সির বরাত দিয়ে জানায় বার্তাসংস্থা মিডল ইস্ট মনিটর।

উত্তর সিরিয়ার সিভিল রেসপন্স কোঅর্ডিনেটরস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মুহাম্মদ হাল্লাজ আনাদুলো এজেন্সিকে বলে, রাশিয়া এবং সরকারী বাহিনী ইদলিবের খান শেইখোনের দিকে অগ্রযাত্রা করলে প্রায় ১,২৪০০০ সাধারণ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

হাল্লাজের তথ্য মতে, ১৯,২৩১টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে ইদলিবের আতমা, দেইর হাসসান এবং কাফারলুসিন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে।

হাল্লাজ মনে করেন, যদি তাগুত সরকার এবং তার মিত্রদলগুলো তাদের অপারেশনের পরিসীমা বাড়ায় তাহলে অন্তত দশ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারেন।

উল্লেখ্য, ২০১৭সালের মে মাসে তুরস্ক, রাশিয়া এবং ইরান সিরিয়ার ইদলিবকে সহিংসতামুক্ত এলাকা ঘোষণা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু, কুফফার বাহিনীর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চুক্তি ভঙ্গ করে ঐ এলাকাগুলোতে নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে।

'সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস' এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত কথিত সহিংসতামুক্ত এলাকায় কুফফার বাহিনীর হামলায় ২০৮ শিশুসহ কমপক্ষে ৭৮১জন মুসলিম নিহত হয়েছেন।

---

১৬ ই আগস্ট,২০১৯

ভারতীয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৬ই আগস্ট শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকায় হাজার হাজার কাশ্মীরি মুসলিম বিক্ষোভ করেন। এসময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন কাশ্মীরি মুসলিমরা।

ভারতীয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনারা আগস্টের শুরুর দিকেই নবউন্মাদনায় কাশ্মীরে আঘাত হানে। মুসলিমদের ঘরবন্দী করে রাখে নরপশু মুশরিক সেনারা। ঘর থেকে বের হলেই দেওয়া হয় হত্যার হুমকি। ইন্টারনেটসহ সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয় হিন্দুত্ববাদী দখলদাররা। ফলে, কাশ্মীরি মুসলিমরা সূচনীয় অবস্থায় পতিত হন। খাদ্যসহ অন্যান্য মৌলিক

চাহিদাগুলোর প্রবল সংকটে আছেন কাশ্মীরি মুসলিমরা। এমন পরিস্থিতিতে নিয়মিত বিরতিতে ইহুদী স্টাইলের সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সেনাদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ বাধে।

শুক্রবারেও হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় আজাদির দাবিতে বিক্ষোভরত মুসলিমদের। এএফপি'র সূত্রে জানা যায়, শুক্রবারে জুমুআর সালাত আদায়ের পর শ্রীনগরের মূল শহরের প্রধান রাস্তায় মুশরিক সেনারা মুসলিমদের উপর টেয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে এবং গুলিবর্ষণ করে।

অপরদিকে, বিক্ষোভকারী সাধারণ মুসলিমরা হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েন এবং টিনসহ অন্যান্য কিছু সাধারণ বস্তু নিজেদের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। হিন্দুত্ববাদী সেনারা মুসলিমদের লক্ষ্য করে অনেক গুলিবর্ষণ করেছে বলে জানায় এএফপি।তবে, হতাহতের কোন খবর তারা জানায়নি।

ভারতীয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৬ই আগস্ট শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকায় হাজার হাজার কাশ্মীরি মুসলিম বিক্ষোভ করেন। এসময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন কাশ্মীরি মুসলিমরা।

ভারতীয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনারা আগস্টের শুরুর দিকেই নবউন্মাদনায় কাশ্মীরে আঘাত হানে। মুসলিমদের ঘরবন্দী করে রাখে নরপশু মুশরিক সেনারা। ঘর থেকে বের হলেই দেওয়া হয় হত্যার হুমকি। ইন্টারনেটসহ সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয় হিন্দুত্ববাদী দখলদাররা। ফলে, কাশ্মীরি মুসলিমরা সূচনীয় অবস্থায় পতিত হন। খাদ্যসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রবল সংকটে আছেন কাশ্মীরি মুসলিমরা। এমন পরিস্থিতিতে নিয়মিত বিরতিতে ইহুদী স্টাইলের সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সেনাদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ বাধে।

শুক্রবারেও হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয় আজাদির দাবিতে বিক্ষোভরত মুসলিমদের। এএফপি'র সূত্রে জানা যায়, শুক্রবারে জুমুআর সালাত আদায়ের পর শ্রীনগরের মূল শহরের প্রধান রাস্তায় মুশরিক সেনারা মুসলিমদের উপর টেয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে এবং গুলিবর্ষণ করে।

অপরদিকে, বিক্ষোভকারী সাধারণ মুসলিমরা হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েন এবং টিনসহ অন্যান্য কিছু সাধারণ বস্তু নিজেদের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। হিন্দুত্ববাদী সেনারা মুসলিমদের লক্ষ্য করে অনেক গুলিবর্ষণ করেছে বলে জানায় এএফপি।তবে, হতাহতের কোন খবর তারা জানায়নি।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী জামাআত "হিজবুল আহরার" এর মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ নাপাক সেনাদের টার্গেট করে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

গত ১৫ আগস্ট দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল মাইন হামলায় ৩ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত এবং ১ সেনা আহত হয়। একইদিনে খাইবার এজেন্সীতে মুজাহিদদের ২য় হামলায় ২ নাপাক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

এর আগে গত ১৩ই আগস্ট বাজুর এজেন্সীতে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের চেকপোস্টে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ৪ সেনা নিহত এবং ২ সেনা গুরুতর আহত হয়।

সিরিয়ায় চলছে কুফর ও ইসলামের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ। চলমান এই লড়াইয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে গঠিত "আল-ফাতহুল মু'বিন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে কুফ্ফার রাশিয়া, ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ২২৫ সেনাকে হতাহত করেছেন। হতাহত সেনাদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা ১৩০ এবং আহত সেনা সংখ্যা ৯৫।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ১টি যুদ্ধ বিমান, ৩টি ট্যাংকসহ ৭ এরও অধিক সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ গত ১৫ আগস্ট বাজুর এজেন্সীতে অবস্থিত নাপাক মুরতাদ বাহিনীর পোস্ট টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালান, যার ফলে এক সেনা নিহত এবং আরো এক সেনা গুরুতর আহত হয়।

অন্যদিকে তেহরিকে তালেবানের STF ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ পাকিস্তানের বুনীর জেলায় "রুশন" নামক পাকিস্তানী এক মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান। যার ফলে উক্ত নাপাক গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়।

ভারতে গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় ২০১৭ সালে নিহত হন ৫৫ বছর বয়সী এক মুসলিম দুগ্ধ খামারী পেহলো খান। কিন্তু, তাকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা ৯ মুশরিকের মধ্যে ৬জনকেই নির্দোষ দাবি করে গত বুধবারে ছেড়ে দিয়েছে ভারতের এক হিন্দুত্ববাদী আদালত।

আল-জাজিরা সংবাদমাধ্যমের তথ্য মতে, মুশরিক হিন্দুদের ঐ বর্বরোচিত হামলার ঘটনাটির ভিডিও চিত্রে দেখা যায় কম করে হলেও ২০০ কথিত গো-রক্ষক মুশরিক হিন্দু সদস্য পেহলো খান এবং তার দুই সন্তানকে মহাসড়কে পিটিয়েছে। ঘটনাটির ভিডিও চিত্রে এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রাজস্থানের আলওয়ার শহরের এক আদালত ৯ আসামীর মধ্যে ৬জনকেই ছেড়ে দিয়েছে বলে জানায় আল-জাজিরা।

আসামীদের বাকি ৩জন কিশোর হওয়ায় তাদেরকে কিশোর আদালতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানায় আল-জাজিরা।

আল-জাজিরা বলে, হত্যার ভিডিও দৃশ্য দেখা এবং ৪০ এরও অধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য শোনার পরও হিন্দুত্ববাদী আদালতটি আসামীদেরকে নাকি উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযুক্ত করতে পারছে না!

২০১৭ সালে সন্ত্রাসবাদী হিন্দুদের বর্বরোচিত হামলার শিকার হন পেহলো খান এবং তার দুই ছেলে। মুশরিকরা তার কোন কথায় কান না দিয়ে নৃশংসভাবে তাকে মারধর করে, এতে ঘটনার দুই দিন পরে মারা যান পেহলো খান। যদিও বেঁচে যান তার ছেলেরা । ঐ ঘটনার ভিডিও ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু, হিন্দুত্ববাদী আদালত ঐ ভিডিওর তথ্য প্রমাণকে গ্রহণ করেনি, পাশাপাশি ৪০ জনেরও অধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যকেও পাত্তা দেয়নি মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষক ঐ আদালত। এভাবেই ছলচাতুরি করে গত বুধবারে পেহলো খান হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ৯ মুশরিকের মধ্যে ৬ জনকেই মুক্তি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আদালত।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ কুফ্ফার রাশিয়া, ইরান ও নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ জোটগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত ১৩ই আগস্ট সিরিয়ার আল-হামিমা শহরে অবস্থিত কুফ্ফার রাশিয়ার সামরিক বিমান ঘাঁটিতে তীব্র রকেট ও মিসাইল হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফলে সামরিক ঘাঁটি,যুদ্ধ বিমান ক্ষতিগ্রস্তসহ বেশ কয়েক কুফ্ফার সেনা হতাহতের শিকার হয়।

অন্যদিকে গত ১৫ আগস্ট কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও ইরানী শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে "তিল-তারয়ী" এলাকায় বড় ধরণের সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দার মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্, অবশেষে মহান আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যে মুজাহিদগণ নুসাইরী ও ইরানী শিয়া মুরতাদ বাহিনী হতে "তিল-তারয়ী" এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের অভিযান এখন চলছে জানা যায়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ১৫ই আগস্ট সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর আওদিকলী জেলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের সামরিক ঘাঁটিতে সফল জোড়া ইস্তেশহাদী হামলা পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল জোড়া ইস্তেশহাদী হামলায় সোমালিয় বিশেষ ফোর্সের ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সেনা। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর আরো ৮টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, সাথে সামরিক বাহিনীর প্রধান ফটোগ্রাফার "আব্দুন নাসের"ও নিহত হয়।

উল্লেখ্য, সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর এই বিশেষ ফোর্সের সামরিক সকল খরচ বহন করছে এরদোগানের দেশ তুরস্ক।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম হতে জানায় যে, গত ১২ আগস্ট মুজাহিদগণ সারমিন যুদ্ধে কুফ্ফার রাশিয়ার একটি বিমান ভূপাতিত করেছেন। জানা যায়, বিমানটি জাবালুল আকরাদে পতিত হয়।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সিরিয়ায় কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় গত ১২ ও ১৩ জুলাই দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টার লড়াইয়ে "আল-ফাতহুল মুবিন" অপারেশন রুমের মুজাহিদদের হামলায় ২৬২ কুফ্ফার ও শিয়া মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। হতাহত সেনাদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা ১৪৮ এবং আহত সেনা সংখ্যা ১১৪।

এই লড়াইয়ে মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ৪টি ট্যাংকসহ মোট ১০টি সামরিকযান ধ্বংস এবং একটি ভারী যুদ্ধাস্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত ১২ আগস্ট রাজধানী মোগাদিশুতে তুর্কি বাহিনীর প্রশিক্ষিত দেশটির বিশেষ ফোর্সকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব উক্ত অপারেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ১০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হওয়ার সংবাদ নিশ্চিত করে। এসময় মুজাহিদগণ নিহত মুরতাদ সেনাদের সকল যুদ্ধাস্ত্র গনিমত হিসাবে গ্রহণ করেন।

কাশ্মীর পরিণত হয়েছে এক বিশাল কারাগারে। মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনে কাশ্মীর আজ অবরুদ্ধ। কাশ্মীরিদের সব ধরণের অধিকার কেড়ে নিয়ে ঘরবন্দী করে রেখেছে মুশরিক হিন্দু সেনারা। খাবার, চিকিৎসাসহ সকল ধরণের মৌলিক চাহিদার অতি সংকটে দিন অতিবাহিত করছেন মুসলিমরা। হিন্দুদের এরূপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাই উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর উপত্যকা।

বিবিসি বাংলা'র তথ্য মতে, সম্প্রতি কাশ্মীরে স্থানীয়রা বিক্ষোভ শুরু করে। বেশ বড় আকারের ঐ বিক্ষোভে সমবেত জনতার ওপর ছররা গুলি ছোঁড়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনাবাহিনী। বিবিসি জানায়, তারা এই খবর প্রকাশ করলে প্রথমে ভারত অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে কেবল বিক্ষোভের কথা স্বীকার করে। কিন্তু বিবিসি সেই বিক্ষোভে গুলি ছোঁড়ার ভিডিও প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় হাজার হাজার কাশ্মীরি জনগণ বিক্ষোভের জন্য সমবেত হয়। সেই সময় তাদের ওপর ভারতীয় সেনারা ছররা গুলি ছোঁড়ে। এসময় বিক্ষোভকারীদের গুলি এড়াতে মাটিতে শুয়ে পড়তে দেখা যায় কাশ্মীরিদের।

বিবিসি জানায়, তারা এই খবর প্রকাশ করলে ভারত বিষয়টি অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বিবিসিকে তোপ দাগে ভারতীয় জনগণ। পরে বিবিসি তাদের ওয়েবসাইটে কাশ্মীরের সেই

বিক্ষোভের ভিডিও প্রকাশ করে। যেখানে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের সর্বোচ্চ উচ্চারিত বাক্য ছিল 'উই ওয়ান্ট ফ্রিডম।' এছাড়াও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে সমস্ত এলাকা।

বিক্ষোভে ভারতকে ফিরে যাওয়ার কথাও বলা হচ্ছিল। উচ্চারিত হচ্ছিল, 'গো ব্যাক ইন্ডিয়া।'

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায় বিক্ষোভ সমাবেশে একজন চিৎকর করে বলছিলেন, 'আপ কিয়া চাহতেহে?' বাকিরা সমস্বরে গলা মিলিয়ে বলছিলেন, 'আজাদি'; আবার ওইজন বলছিলেন, 'আজাদি কা মতলব কিয়া', বাকিরা সমস্বরে বলছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

এভাবে, কাশ্মীরে ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে আজাদি কামনা করেন কাশ্মীরের মুসলিমগণ। তাওহীদের ছায়াতলেই প্রকৃত আজাদি আছে বলে মনে করেন তারা।

স্বজাতি মুসলিমদের কাছে একটু নিরাপদ আশ্রয় পাবার আশায়, একটু সাহায্যের আশায় রোহিঙ্গারা এদেশে হিজরত করে এসেছিলেন। কিন্তু, আজ তাদের আবার মিয়ানমারের হিংস্র বৌদ্ধগোষ্ঠীর থাবায় ফিরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে! রোহিঙ্গা মুসলিমরা ফিরে যেতে না চাইলেও হিংস্র বৌদ্ধদের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে তাদের। অথচ, হিংস্র বৌদ্ধরা এখনও রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা চালানোর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেখানে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে বৌদ্ধ সরকারের। এমনকি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বলছে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার মত পরিবেশ তৈরি হয়নি। তো, এমন যুদ্ধরত এলাকায় হিংস্র বৌদ্ধদের হাতে মুসলিম রোহিঙ্গাদের তুলে দেওয়া কতটুকু সমীচীন?

আজ বাংলাদেশের নিকৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনাধারীরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে! অথচ, ইসলাম জাতীয়তাবাদের এই নিকৃষ্ট বেড়াজালে ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে আটকিয়ে রাখে না। ইসলামে সারাবিশ্বের মুসলিম এক দেহের মত, যার কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে অনিদ্রা ও জ্বরে ভোগে সারা দেহ। রোহিঙ্গারা কেবল মুসলিম হওয়ার ফলেই তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে বৌদ্ধ সেনারা। তাই, মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্য করা সকল মুসলিমের উপর আবশ্যিক কর্তব্য। অথচ, আজ মুসলিম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। *কালের কণ্ঠ* পত্রিকার তথ্যমতে, আগামী ২২শে আগস্ট থেকেই শুরু হতে পারে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে হিংস্র বৌদ্ধদের হাতে তুলে দেওয়ার মিশন!

উল্লেখ্য, ২০১৭সালের ২৫শে আগস্ট থেকে মিয়ানমারের সন্ত্রাসী বৌদ্ধগোষ্ঠী এবং সরকার মিলে মুসলিমদের উপর আরাকান রাজ্যে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা চালায়। নৃশংস ঐ হত্যাকাণ্ডের বহু ভিডিও তথ্য প্রমাণ থাকলেও আজও নাকি এ নিয়ে দ্বিধাসংশয়ে ভোগে সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষপাতী জাতিসংঘ। মুসলিমদের উপর চালানো ঐ বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে আজ পর্যন্ত কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ব মানবতার ধ্বজাধারীরা এবং বাংলাদেশ সরকার।

ভারতে মুসলিমদের উপর প্রতিনিয়ত হামলা করছে গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুরা। বিগত কিছুদিন ধরে হিন্দুদের উগ্রতা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

মুসলিমদের উপর আক্রমণের ধারাবাহিকতায় গত পরশু ১৪ই আগস্ট ভারতের বিহার রাজ্যের দারভাঙ্গায় মুশরিক হিন্দুরা ৩জন মুসলিমকে বেধড়ক মারধর করেছে। মুশরিক হিন্দুদের হামলার শিকার ঐ তিনজন মুসলিম যুবকের নাম, পারভেজ আলম, আজাদ এবং আফজান আলী।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে, বিহারের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনীও ঐ মুসলিমদেরকে বন্দী করে বর্বরোচিতভাবে পেটায় এবং ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

১৫ ই আগস্ট,২০১৯

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর যেন উগ্র সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুদের স্বর্গ রাঝ্যে পরিণত হয়েছে! ঈদের দিন থেকে শুরু করে কিছুদিন ধরে সেখানে মুসলিমদের উপর চলছে মুশরিক হিন্দুদের বর্বরোচিত আক্রমণ। গতকাল রাতেও দুই মুসলিমের উপর আঘাত হেনেছে গো-পূজারী মুশরিকরা।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস্ নামক বার্তাসংস্থার বরাতে জানায়, গতকাল ১৪ই আগস্ট রাতে ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে একদল মুশরিক হিন্দু দুইজন মুসলিমের উপর ছুরি নিয়ে বর্বরোচিতভাবে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় মুশরিক হিন্দুরা ছুরি দিয়ে হামলা চালিয়ে একজন মুসলিমকে মারাত্মকভাবে জখম করে, অপরজনও আহত হয়।

জানা যায়, যাত্রাকালে মুশরিক হিন্দুরা হামলার শিকার মুসলিমদের পথ আটকায় এবং নাম জানতে চায়। এছাড়া, তাদেরকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করা হয়।

গত ১৩ই আগস্ট মঙ্গলবার হিন্দু-মুসলিমের মাঝে এক সংঘর্ষে ৯ পুলিশসহ ২৪জন আহত হয়েছে বলে পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে *ক্যারাভান ডেইলি* নামক এক ভারতীয় সংবাদসংস্থা।

মুসলিমদেরকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে বাধ্য করার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে গাল্টা গেইটের কাছের এক ঈদগাহ এর সামনে গত ১২ই আগস্ট সোমবার মুসলিম এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় তারা একে অপরের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে টেয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় অন্তত ৯জন পুলিশসহ ২৪জন আহত হবার খবর জানিয়েছে বার্তাসংস্থা *ক্যারাভান ডেইলি*। রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে পর পর দুইদিন এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানায় বার্তাসংস্থাটি।

ক্যারাভান ডেইলি বার্তাসংস্থাটি আরো জানায়, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ১৫টি পুলিশ স্টেশনের অধীনস্ত এলাকাসমূহে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং ১০টি পুলিশ স্টেশনের অধীনস্ত এলাকাসমূহে বুধবার রাত পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় ৫জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলেও জানায় বার্তাসংস্থাটি।

১৯৯২সালের ৬ই ডিসেম্বর মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় উগ্র সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা। একইসাথে মুসলিমদের উপর চালানো হয় বর্বরোচিত গণহত্যা। এরপর উত্তেজিত মুসলিমদের শান্ত করতে ধ্বংসস্তুপের স্থানে পুনরায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে নানা টালবাহানা শুরু করে দেয় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সরকার ও সুপ্রিম কোর্ট। সেই থেকে বিভিন্ন সময় শুনানি শুরু হয় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্টে।

২০১০সালের এক রায়ে বাবরি মসজিদের ভূমিকে তিনভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়। যার এক ভাগ কেবল ইসলামিক সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড আর বাকি দুই ভাগই পাবে হিন্দুরা। কিন্তু, সেটাও কার্যকর হতে দেয়নি হিন্দুরা। তারা বাবরি মসজিদের স্থানে হিন্দুদের কথিত রামমন্দির ছিল বলে দাবি তুলে।

সেই থেকে এখন অবধি চলছে এই মামলা-শুনানি। আজ ১৫ই আগস্ট ঐ মামলার শুনানিতে হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সি এস বৈদ্যনাথন দাবি করে যে, সত্য যাইহোক হিন্দুরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে ঐ স্থানে রামের জন্ম হয়েছে, এটাই বড়। হিন্দুদের বিশ্বাসটাই বড় বলে দাবি করে ঐ উগ্র হিন্দুত্ববাদী আইনজীবী।

আনন্দবাজার পত্রিকার বরাতে জানা যায়, ঐ মুশরিক আইনজীবী বলে, ‘সত্যাসত্য পরের কথা। সুপ্রিম কোর্ট যেন যুক্তি খুঁজতে না-যায়। অযোধ্যার ওই বিতর্কিত স্থলে রামের জন্ম হয়েছিল বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন বরাবর। এবং এই বিশ্বাসটাই বড়।’

এভাবে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বৈধতা এবং তার স্থলে হিন্দুদের কথিত রামমন্দির নির্মাণের চক্রান্ত সফল করার চেষ্টা চালাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী।

গত বছর হাফিংটন পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ সুপ্রিয় ভার্মা ও জয়া মেনন বলেছেন, ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নিচে রামমন্দির থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুপ্রিয় ভার্মার মতে, বাবরি মসজিদের নিচে পুরোনো ছোট মসজিদ ছিল। এর পশ্চিম পাশের দেয়াল, ৫০টি পিলার ও স্থাপত্যশৈলী তারই প্রমাণ। পশ্চিম পাশে দেয়াল দেখলেই বোঝা যায় যে এই পাশে মুখ করে নামাজ পড়া হয়েছে। এর কাঠামো মসজিদের মতো, মন্দিরের মতো নয়।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে আবদুল্লাহ মন্ডল (৪৬) নামে এক বাংলাদেশি মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার ভোরে সীমান্ত অতিক্রম করে গরু আনতে গেলে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) তাকে পিটিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ স্থানীয় গ্রামবাসীর। নিহত আবদুল্লাহ মন্ডল দামুড়হুদা উপজেলার ঠাঁকুরপুর গ্রামের মৃত গোলাম রসুল মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোরে আবদুল্লাহসহ তিন থেকে চার জন বাংলাদেশি নাগরিক ঠাঁকুরপুর সীমান্তে যায় গরু আনতে। সীমান্তের ৮৯/৯০ মেইন পিলারের কাছে অবস্থান করার সময় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মালুয়াপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া দেয়। এসময়, অপর তিন

সদস্য পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে যান আবদুল্লাহ। এরপর ভোরে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে তার লাশ পাওয়া যায়।

নিহত আবদুল্লাহর ভাই হাবিবুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, 'বিএসএফের হাতে ধরা পড়ার পর তাকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার পর তার লাশ ফেলে রেখে যাওয়া হয় সীমান্তের জিরো পয়েন্টে। খবর পেয়ে সকালে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসি।

পুলিশ জানায়, নিহত আবদুল্লাহর শরীরের বেশ কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এভাবে কিছু দিন পরপরই খোঁড়া অজুহাতে সীমান্তে বাংলাদেশী মুসলিমদের হত্যা করা করে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ সদস্যরা। কিন্তু, এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেই বাংলাদেশ সরকারের। তাদের নিশ্চুপ ভূমিকা ভাবিয়ে তুলে জনসাধারণকে।

ভারতে মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতনের অংশ হিসেবে এবার রাজস্থানে একজন মুসলিম ড্রাইভারের উপর হামলা চালানো উগ্র সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা।

বার্তাসংস্থা ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেনস্ট মুসলিমস্’ জানিয়েছে, ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে মুশরিক উগ্র সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা নিসার আহমদ নামক একজন মুসলিম গাড়ি চালককে লোহার রড দিয়ে বর্বরোচিতভাবে পিটিয়েছে। এ সময় নিসার আহমদকে সাহায্য করতে আরো ৩জন মুসলিম এগিয়ে আসলে তাদেরকেও পিটিয়ে রক্তাক্ত করে মুশরিক হিন্দুরা।

বার্তা সংস্থাটি আরো জানায়, হিন্দুদের এরূপ বর্বরোচিত হামলার শিকার হওয়া নিসার পুলিশকে খবর দিলে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বলে, ঐ এলাকা তাদের আয়ত্বাধীনে নেই!

এর আগে ভারতের কর্নাটকের গোলবার্গার সুলতানপুর চৌরাস্তার মোড়ে মুশরিক গো-পূজারীদের বর্বরোচিত হামলার শিকার হন শাব্বির নামে আরেকজন মুসলিম ড্রাইভার। তিনি পশুর বর্জ্য একটি আবর্জনারস্তুপে ফেলতে যাওয়ার পথে তার গাড়ি আটকায় মুশরিক হিন্দুরা। এরপর, তাকে পিটাতে শুরু করে গো-পূজারী মুশরিকরা এবং তার চোখে ডিজেল ঢেলে দেয়।

মুশরিকদের হামলার শিকার শাব্বির জানান, তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ২০-২৫জনের মত গো-পূজারী মুশরিকরা তার উপর হামলে পড়ে এবং পিটিয়ে আহত করে তাকে।

গেল ঈদুল আজহায় ঘরমুখো মানুষের দুর্ভোগ সীমা অতিক্রম করেছে। রেল, সড়ক ও নৌ তিন পথেই যাত্রীদের ভোগান্তি ষোলকলায় পূর্ণ ছিল। রেলের শিডিউল লণ্ডভণ্ড, সড়ক পথেও অবস্থা প্রায় একই রকম। পথে পথে দীর্ঘ যানজট। ফেরিতে বিলম্ব। ঢাকা থেকে বাস ছাড়ার সময়সূচি ছিল না।। নৌপথে শৃঙ্খলার বালাই নেই। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে ঝুঁকি নিয়ে ছেড়েছিল লঞ্চ।

ঈদের ছুটি কাটাতে বাড়িতে যাওয়ার যাত্রাপথে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৪৫জন। এর মধ্যে দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও ছিলেন। আহত হয়েছেন অগণিত যাত্রী।

আর ঈদযাত্রায় যানজট এক মহা বিপদ। "ঈদের সময় মানুষ আপনজনদের কাছে আসেন কিন্তু সেই আসাটা এতই কষ্টকর যে মানুষের ঘরে ফিরতে ২৩/২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় লেগে যায়। অথচ সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছে, এবারের ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত ছিল বেশ আনন্দের। এবারের ঈদযাত্রায় যানজট নেই!

ঈদযাত্রা নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আসলে সেতুমন্ত্রী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা জানবে কীভাবে! সে তো হুইসেল বাজিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে সড়কে ছুটে বেড়ানোর অবাধ সুযোগ আছে। সুতরাং ঘণ্টার পর ঘন্টা যানজটে রাস্তায় আটকে থাকার দৃশ্য দেখে তার আনন্দ পাওয়ারই কথা।

এমনিভাবে, ৪০ টাকার ভাড়ার স্থলে ৪০০ টাকা, ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার ভাড়ার স্থলে আদায় করা হয়েছে ১২০০ টাকা। এটা দেখার কেউ নেই। কোনো কোনো মহাসড়কে ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার যানজট। লঞ্চে

তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ফেরিঘাটে লম্বা লাইন। সকালের ট্রেন রাতে ছাড়ছে। পরিবার নিয়ে স্টেশন-রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ। কষ্টের সীমা নেই।

তবুও সেতুমন্ত্রী "এবারের ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক ও আনন্দঘন" এ কথা বলতে পেরেছে, কারণ হল জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আওয়ামী লীগের কাজই হলো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে হাসি-তামাশা করা। তাদের কাছে জনগণের জান-মাল আর সময়ের কোন মূল্য নেই।

তথ্যসূত্র: কালেরকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর।

---

১৩ ই আগস্ট,২০১৯

ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদ যেন সকল মুসলিমের মাঝে আনন্দধারা বয়ে আনে সেই কামনা আমাদের সবার। কিন্তু, সবার ঈদ আনন্দে কাটে? না, কাটে না। কাটেনি এবারও। ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি আমাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনেরা। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, উইঘুর তো বটেই এমনকি বাংলাদেশেও অনেকের ঈদ আনন্দ 'মাটি' করে দিয়েছে জালিম গোষ্ঠী।

অন্যান্য দেশের বিষয়টি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু বাংলাদেশে কীভাবে সম্ভব?! হ্যাঁ, এখানেও সম্ভব। এদেশের অনেক গরিব মুসলিমের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে জালিমরা। প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তো বেশিই আবার কুরবানির পশুর চামড়া নিয়েও তৈরি হয়েছে শয়তানী। কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রির টাকা পেয়ে আসছিল দেশের গরিব মুসলিমরা। এ দিয়ে হয়তো তাদের সব চাহিদা মিটে যেতো না, তবে ঈদের দিনে সন্তানের হাতে দু'টো টাকা তো তুলে দিতে পারতো! সন্তানের মুখে হাসি ফুটাতে পেরে হয়তো নীরবে আনন্দ-দুঃখের আতিশয্যে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলতো গরীব মুসলিম! এতে হৃদয়গহীনে থাকা দুঃখ বের হয়ে আসতো চোখের পানিরূপে, আর অনুভূত হত সুখ। কিন্তু, গরিব মুসলিমদের এই আনন্দটুকুও বুঝি কেড়ে নিলো জালিমেরা। গত কয়েক বছর থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশুর চামড়ার দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; অথচ, চামড়াজাত দ্রব্যের দাম অনেক বেশি! এভাবে গরিব মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য হক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আবার, বাংলাদেশেও আপনার অনেক মাজলুম ভাই-বোন বিনাদোষে জালিমের কারাগারে বন্দী।বহু বছর ধরে উম্মাহর মাথার তাজ সত্যভাষী বহু আলেম জালিমের কারাগারে বন্দিত্বের জীবন অতিবাহিত করছেন। ঈদ

তাদের বন্দী জীবনে প্রভাব ফেলে, তবে আনন্দের না বরং দুঃখ-বেদনার। পরিবারের সাথে ঈদ করার আনন্দ কখনো পাবেন কি না তাও জানা নেই তাঁদের। এই তো গেলো বাংলাদেশের কথা, বাকি বিশ্বেও এরকম তাগুত-জালিমের কারাগারে বন্দী মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা।

সৌদি আরবের কথা বলি। আলে-সৌদের কারাগারে বন্দী উলামায়ে কেরামের সঠিক সংখ্যা আমার অজানা। তবে, সম্প্রতি 'নিউজ ব্যুরো' নামে একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত আলে-সৌদের কারাগারে বন্দী আলেমদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমার নজরে আসে। ১৯জন আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। যাদের প্রত্যেকেই আলে-সৌদের কারাগারে বন্দী। তাদের কেউ কারাগারেই কাটিয়েছেন ৫৬টি ঈদ, কেউ ৫৩, ৪৯, ৩৪, ৩৩, এভাবে কমতে কমতে সর্বনিম্ন ৫টি ঈদ পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ, এই ১৯ জন আলেমের সবাই কমপক্ষে আড়াই বছর ধরে আলে-সৌদের কারাগারে বন্দিত্বের জীবন অতিবাহিত করছেন। গত এক দু'বছর ধরে যে উলামাদের ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়েছে, হয়তো তাদের অনেকে বাদ গিয়েছেন এই তালিকা থেকে। তাহলে, অনুমান করা যায় কত আলেম আলে-সৌদের কারাগারে বন্দী? কীভাবে কেটেছে তাদের ঈদ?

উইঘুর মুসলিমদের কথা মনে আছে তো? চীনের কারাগারে বন্দী জীবন অতিবাহিত করছেন ২০ লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিম। তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন পরিস্থিতিতেও কি ঈদের আনন্দ উপভোগ করা যায়?

এখন চলুন দেখি, কাশ্মীরের কী খবর! কীভাবে দেখি বলুন তো? সেখানে তো আজ মুশরিকদের সন্ত্রাসবাদ চলছে, তারা সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে কাশ্মীরকে সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এভাবে, ভূস্বর্গ কাশ্মীর আজ এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। সেখানে ভারতীয় মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের অবরোধের কবলে মুসলিমরা। তবে, তেমন কোন খবর সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যা কিছুই আসছে তাতেই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে! সংবাদমাধ্যমগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, আগের ঈদগুলোর আনন্দ, কোলাহলের বিপরীত চিত্র এখন কাশ্মীরিদের চোখে-মুখে; উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত, ক্ষুব্ধ। বড় জমায়েতের ভয়ে সোমবার শ্রীনগরের বেশিরভাগ মসজিদেই ঈদের জামাত আয়োজনের অনুমতি দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছে এনডিটিভি। পবিত্র ঈদুল আজহার দিনেও ঘরবন্দী কাশ্মীরী মুসলিমগণ। খাবার নেই, টাকা থাকলেও বাহিরে গিয়ে খাবার কেনার সামর্থ্য নেই, ঘর থেকে বের হলেই গুলি করে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে উগ্র

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সেনারা। পরিবার-পরিজনের সাথে কোন যোগাযোগ নেই অনেকের! এমন পরিস্থিতিতে ঈদ কেমন কাটবে? বলুন...

ভারতের নির্যাতিত মুসলিমদের কথা কী বলবো? গোপূজারী মুশরিক হিন্দুদের বর্বরতার শিকার ভারতীয় মুসলিমরা। গরু কুরবানি দেওয়া নিষিদ্ধ সেখানে! মুসলিমদের কুরবানির গরু ছিনিয়ে নেওয়া যেন সেখানকার হিন্দুত্ববাদী পুলিশের দায়িত্ব! গো-রক্ষকদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে সেখানে ঈদ কাটে আতংকে!

ফিলিস্তিনের কথা শুনবেন? ঈদের সপ্তাহখানেক আগেই ঈদের দিন আল-আকসায় হামলে পড়ার ঘোষণা দেয় সন্ত্রাসবাদী ইহুদী সংগঠনগুলো। আল-আকসাকে নাপাক ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন, কিন্তু কীভাবে? আপাতত ফিলিস্তিনী মুসলিমদের সংগঠনগুলো সিদ্ধান্ত নিলো ঈদের দিন শহরের অন্য সকল মসজিদ বন্ধ থাকবে এবং আল-আকসায় গিয়ে সবাই ঈদের সালাত আদায় করবে। ঘোষণা অনুযায়ী, ঈদুল আজহার দিন মুসলিমরা উপস্থিত হলো আল-আকসায়, ঈদের সালাত আদায় করবে বলে। ইহুদীরাও আসলো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, আঘাত হানলো মুসলিমদের উপর। গুলি করা হলো, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করা হলো, বোমা ফেলা হলো। হতাহত হলো অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনী মুসলিম। এই ছিল তাদের ঈদ, এই তাদের আনন্দ!

এভাবেই ঈদ কাটিয়েছে মাজলুম উম্মাহ। সিরিয়ার মুসলিমদের ঈদও কেটেছে রাশিয়াসহ কুফফার জোটগুলোর বোমারু বিমানগুলোর ছায়ার নিচে, নিজ ভবনের ধ্বংসস্তুপের ভেতরে, হাসপাতালে কিংবা সন্তানের লাশের সামনে! অথবা এতিম সন্তান বাবা-মায়ের কবরের পাশে বসে হয়তো কাঁদতে কাঁদতে তার ঈদ উৎযাপন করেছে!

ইয়েমেনের মাজলুম মুসলিমরাও কাটিয়েছে তাদের ঈদ! খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, নিরাপত্তা নেই, সন্তানগুলো অনাহারে মৃত্যুমুখে। শহরগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে চলেছে, আগুনে জ্বলছে ঘরবাড়ি, ঈদ কীভাবে কেটেছে তাদের? অনুভব করতে পারছেন তো?

এভাবেই ঈদ কেটেছে সারাবিশ্বের নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর, আমাদের ভাই-বোনদের। আপনাদের নেক দোয়াসমূহে এসকল নির্যাতিতদের তাই কভু ভুলে যাবেন না, ভুলবেন না নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মাজলুম উম্মাহর মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নেওয়া মুজাহিদদেরকে।

হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে সম্মানের জীবন ফিরিয়ে দিন, নির্যাতনের কবল থেকে উদ্ধার করুন। ধ্বংস করে দিন জালিম-কাফিরের রাজ, পরাজিত করুন কুফফার বাহিনীকে। সারাবিশ্বে তাওহীদের কালেমাবাহী ঝাণ্ডা উড়ানোর তাওফিক দান করুন আমাদের। আমীন ইয়া রাব্বি।

১২ ই আগস্ট,২০১৯

কী হচ্ছে কাশ্মীরে? কী চলছে সেখানকার নিরীহ জনসাধারণের ওপর? কেন সেখানে কারফিউ? কেন দিনের পর দিন ইন্টারনেট বন্ধ? কেন লাখ লাখ সেনা-পুলিশ-আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছে গোটা উপত্যকা? কেন সেখানে সাংবাদিকদেরও ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না? কেন স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বন্ধ?

কাশ্মীর ঘিরে সাম্প্রতিক বিশ্বের এই এত এত প্রশ্নের আসল উত্তর কী? কী করছে সেখানে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার? কী সেই দুরভিসন্ধি যা আড়াল করতে এত বড় রাষ্ট্রীয় আয়োজন? উত্তপ্ত কাশ্মীরে এখন এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে কাশ্মীর তথা গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ।

কাশ্মীরের নেতৃস্থানীয় সব নেতাকর্মীকেই কারাগারে ঢুকিয়েছে মোদি সরকার। পুরো উপত্যকায় গিজগিজ করছে লাখ লাখ সেনা-পুলিশ। মোড়ে মোড়ে শত শত চেকপোস্ট। টানা চার দিন ধরে চলছে অঘোষিত কারফিউ।

এর ভেতরেই ফুঁসছে সেখানকার জনসাধারণ। ভারতের সরাসরি শাসন মানতে নারাজ 'বিশেষ মর্যাদা' হারানো এই উপত্যকা। পরিস্থিতি ধামাচাপা দিতে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে নাগরিকদের বাকস্বাধীনতার অধিকার। গলাচিপে ধরা হচ্ছে মুক্ত গণমাধ্যমের কণ্ঠ। চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে। সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে কাশ্মীরের প্রধান শহর শ্রীনগরভিত্তিক অধিকাংশ ইংরেজি ও উর্দু ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। এ ঘটনায় হতাশ সাংবাদিকরা পরিস্থিতিকে 'অভূতপূর্ব' আখ্যা দিয়েছেন।

গত সোমবার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। এদিকে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে পার্লামেন্টে একটি বিলও পাস করা হয়েছে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটির চেহারা এখন বদলে যাবে। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হওয়ায় ভারতীয়রা এখন অঞ্চলটিতে জায়গা কিনতে পারবে ও সরকারি চাকরি করতে পারবে। যা আগে সম্ভব ছিল না। মিডিয়ার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে কারফিউ। বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট-মোবাইল পরিষেবা। বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিতে গত সোমবার থেকে কাশ্মীরের প্রধান শহর শ্রীনগরভিত্তিক অধিকাংশ ইংরেজি ও উর্দু ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে না।

প্রতিবেদক মাতিন (ছদ্মনাম) বলেন, আমি সেখানকার ঐতিহাসিক ক্লোক টাওয়ারের একটি ভিডিও ধারণ করতে বিখ্যাত লালচক থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার হেঁটে যেতে সক্ষম হই। তবে কনসার্টিনা তার (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল সেনারা। কাশ্মীরের বাইরের সংবাদমাধ্যমে কাজ করা স্থানীয় প্রতিনিধিরা ইউএসবি ড্রাইভের মাধ্যমে তাদের প্রতিবেদন ও ছবি পাঠিয়েছেন। অন্য সাংবাদিকরা নিরাপত্তাজনিত কড়াকড়ির বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তাদের কাজ বাধা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে এক সপ্তাহ আগে কাশ্মীর পৌঁছেছেন এক বিদেশি সাংবাদিক। শনিবার পুলিশ শ্রীনগর তার হোটেলে গিয়ে সেই মুহূর্তেই এলাকা ত্যাগ করতে বলেছে। তিনি বলেন, আমার এখানে অবস্থানের বিষয় পূর্বনির্ধারিত ছিল।

তবে জোরপূর্বক টিকিট কেটে রোববার সকালে আমাকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে তারা। স্থানীয় সংবাদ সংস্থায় কাজ করা সাংবাদিক সান্না এরশাদ মাত্তো বলেন, পরিস্থিতি দেখতে ও সংবাদ করতে গত মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বের হয়েছি। বিভিন্ন চেকপোস্টে আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে।

মাত্তো বলেন, সাংবাদিকদের তাদের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ভারতীয় সরকার। আমরা অসহায়, এমনকি আমরা জানি না সেখানে কী ঘটছে। স্থানীয়দের জন্য এটা আরও খারাপ পরিস্থিতি। আমরা জানি না সেখানকার মানুষদের হত্যা করা বা বন্দি করা হচ্ছে কি না।

মুসলিম-অধ্যুষিত কাশ্মীর ভ্যালির একজন বললেন, নিরাপত্তা বাহিনীর এমন ভয়ের মধ্যে তিনি আর জীবন কাটাতে চান না। ৩০ বছর ধরে এখানে স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহীরা লড়াই করছে। তবে দিল্লির শাসকদের

‘স্বৈরাচারী নির্দেশের’ পর থেকে বাসিন্দারা নতুন করে ভাবছেন। নতুন ঘোষণা ভারত ও কাশ্মীরের জন্য খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

কাশ্মীরের পুরো অঞ্চলজুড়েই এখন ভয়, আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর গত সোমবার থেকে ভুতুড়ে নগরে পরিণত হয়েছে। দোকানপাট, স্কুল, কলেজ, অফিস সব বন্ধ। রাস্তাঘাটে কোনো গণপরিবহন চলছে না।

সড়কজুড়ে টহল দিয়ে বেড়ায় সশস্ত্র হাজার হাজার সেনা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। বাসিন্দারা বাড়িতে অবরুদ্ধ। প্রায় এক সপ্তাহের অবরুদ্ধ সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের দুই সাবেক মুখ্যমন্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। রাজ্যের এক মন্ত্রীকে গৃহবন্দী রাখা হয়েছে। শত শত কর্মী, ব্যবসায়ী ও অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অস্থায়ী কারাগারে রাখা হয়েছে।

রেজওয়ান মালিক নামের একজন কাশ্মীরি বললেন, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে ঘোষণা দেওয়ার দুদিনের মধ্যে তিনি দিল্লি থেকে শ্রীনগরে আসেন। শ্রীনগরে তাঁর পরিবার রয়েছে। ওই দুদিন তিনি পরিবারের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তিনি বলেন, ‘কাশ্মীরকে এখন মনে হচ্ছে একটি কারাগার, বিশাল উন্মুক্ত কারাগার।’

রেজওয়ানের মতে, কারফিউ তুলে নিলে এবং বিক্ষোভকারীরা যদি রাস্তায় নামতে সক্ষম হয়, তাহলে তাতে প্রত্যেক কাশ্মীরি যোগ দেবেন।

বিশ্বকে উল্টো চিত্র দেখাচ্ছে ভারত!

শহরটিতে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। মানুষের মুখে মুখে কথা ছড়াচ্ছে অনেক বেশি। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হচ্ছে। শ্রীনগরসহ অন্য স্থানগুলোয় সেনাদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীরা পাথর ছুড়ছে। শোনা গেছে, সেনাদের ধাওয়া খেয়ে এক বিক্ষোভকারী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছেন। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তবে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার কাশ্মীর পরিস্থিতি একদম স্বাভাবিক রয়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা করছে। গত বুধবার টিভিতে দেখানো হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল কাশ্মীর ভ্যালির দক্ষিণে শোপিয়ান শহরে রাস্তায় বসে কিছু মানুষের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাচ্ছে। এলাকাটিকে ভারত ‘স্বাধীনতাকামীদের

আখড়া’ বলে থাকে। ভারত বিশ্বকে দেখানোর চেষ্টা করল, কট্টর এই এলাকার মানুষও সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে রয়েছে এবং পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক রয়েছে।

এটাকে লোকদেখানো বলছেন কাশ্মীরিরা। তাঁদের মতে, লোকজন যদি খুশিই হতো, তাহলে কেন কারফিউ? কেন এভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা?

পুলাওয়ামার একজন আইনজীবী জাহিদ হুসেন দার বলেন, কাশ্মীর এখন অবরুদ্ধ হয়ে আছে। অবরোধ উঠলেই সংকট শুরু হবে। রাজনীতিক ও পৃথক কাশ্মীরের দাবিতে আন্দোলনকারী নেতারা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হলে তাঁরা বিক্ষোভের ডাক দেবেন। আর তখন সব লোক রাস্তায় নেমে আসবে।

অবরুদ্ধ কাশ্মীরে বড় ধরনের বিক্ষোভ না হওয়ার ঘটনাকে ভারতীয় অনেক গণমাধ্যম বলছে, কাশ্মীরিরা সরকারের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু যাঁরা কাশ্মীরকে চেনেন, যাঁরা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের লড়াই দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন, এ কাশ্মীর এখন অন্য রকম। কাশ্মীরিদের মধ্যে এখন যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

এক শিক্ষার্থী পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন ‘ঝড় ওঠার আগে শান্ত’ পরিস্থিতি হিসেবে। তাঁর ভাষ্য, ‘সমুদ্র এখন শান্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু সুনামি তীরে আঘাত হানতে যাচ্ছে বলে।’

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, স্বদেশ বার্তা

১১ ই আগস্ট,২০১৯

অনেকে বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে থাকেন, অনেকে আবার বলেন বাংলাদেশ হলো ভারতের সুন্দরী বউ। আবার কেউ কেউ বলেন বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে বৈধ স্ত্রীর মর্যাদা কখনোই পায়নি। বরং বাংলাদেশ হল ভারতের রক্ষিতা। আচ্ছা, বাংলাদেশ না স্বাধীন(!) রাষ্ট্র? তাহলে মানুষ এসব কথা কেন বলে? এর পেছনের কারণ উৎঘাটন করতে হলে ঘাটতে হবে ইতিহাস, দেখতে হবে অতীত। অবশ্য বর্তমানে চোখ বুলালেও আপনার সামনে উদ্ভাসিত হবে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের বাস্তবতা? উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদীরা ‘রামরাজত্ব’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। ভারতের মুশরিক সন্ত্রাসবাদী সরকার বিজেপি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে এখন মনোযোগ দিয়েছে। হাতে তুলে নিয়েছে গেরুয়া সন্ত্রাসবাদের নেতৃত্বের ঝাণ্ডা। একদিকে আজ তারা কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে,

অপরদিকে বন্ধুত্বের ছলে বাংলাদেশে চলছে তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শাসন। মুসলিমদের উপর চলছে হিন্দুত্ববাদের দোসরদের প্রকাশ্য নির্যাতন।

আজ বাংলাদেশ নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের কুচক্রান্ত আর অপ্রকাশ্য কোন বিষয় নয়। উগ্র সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দুরা এদেশে বসেই আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে, মুসলিমদের হটিয়ে কায়েম করতে চাচ্ছে 'রামরাজত্ব'। এ বিষয়টি বুঝতে এখন চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের কানে আজ হিন্দুত্ববাদীদের নিকৃষ্ট সেই বাক্যগুলো পৌঁছাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা আমাদের ভূমি নিয়ে, আমাদের ধর্ম নিয়ে প্রকাশ্য চক্রান্তে লিপ্ত। বুক ফুলিয়ে তারা বলে বেড়াচ্ছে তাদের চক্রান্তের কথা। আর, হিন্দুত্ববাদের দালাল এদেশীয় শাসকগোষ্ঠী সেসকল ব্যাপারে শুধু নিরব না, বরং হিন্দুত্ববাদীদেরকে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে উগ্র হিন্দু মহিলা প্রিয়া সাহা সারাবিশ্বে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানো বদমাশ ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কথিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপর বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কামনাকারী প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে ঐ দালাল শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

৭১'র যুদ্ধের দোহাই দিয়ে এতটা বছর যাবৎ দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনাকারী ঐসকল দালাল শাসকগোষ্ঠী দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া দেখালো? বললো, প্রিয়া সাহার বক্তব্য দেশদ্রোহিতা নয়! [১] আমেরিকার কাছে বাংলাদেশের ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগ করা প্রিয়া সাহাকে তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিবে! [২] ভালো কথা! হিন্দুত্ববাদীদের প্রকাশ্য অপরাধও তাদের কাছে মার্জনীয়, দেশের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মিথ্যাচারও তাদের কাছে রাষ্ট্রদোহিতা নয়! রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর জিরো টলারেন্স নীতি কেবল মুসলিমদের বেলায়! তাদের কাছে অপরাধী হলো মুফতি ছানাউল্লাহরা, হিন্দুত্ববাদের মুখোশ উন্মোচন করা মুসলিমরা! তাদের এসকল দ্বিমুখী নীতি কেবল এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দুত্ববাদীদের পদলেহনকারী এ গাদ্দারগোষ্ঠী প্রকাশ্যে মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে অমানবিক নির্যাতন। বাংলাদেশের মুসলিমদের উপর আরোপ করেছে নানা বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় কার্যক্রমকে বলছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম। নাউযুবিল্লাহ। মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করেছে তারা, কেড়ে নিয়েছে কথা বলার অধিকার।

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী মুশরিক দখলদার ভারতীয়দের অমানবিক আগ্রাসনের ব্যাপারটি আজ কারো অজানা নয়। এত বেশি দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনা সেখানে মোতায়েন করা আছে যে, বিশ্বের আর কোথাও এর নজির নেই। সম্প্রতি মুশরিক হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার অতিরিক্ত আরো প্রায় অর্ধলক্ষ সেনা কাশ্মীরে মোতায়েন করেছে, সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে সারাবিশ্ব থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কারফিউ জারি করে কাশ্মীরি মুসলিমদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুমুখে। ঘর থেকে বের হলেই হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর এমন বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ সারাবিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ। বাংলাদেশের মুসলিমগণও ভুলে যেতে পারেননি নির্যাতিত কাশ্মীরি মুসলিমদের। তাই, মুশরিক হিন্দুত্ববাদী ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সহমর্মিতা জানাচ্ছেন নির্যাতিত মুসলিমদের প্রতি। কিন্তু, এতটুকুও সহ্য হয়নি হিন্দুত্ববাদের দালাল শাসকগোষ্ঠীর রক্ষীদের। কুখ্যাত সামরিক বাহিনী র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ বলেছে, কাশ্মীর ইস্যু নাকি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালে নাকি কুখ্যাত বেনজির কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে! সে আরো দাবি করেছে, 'দেশের আল্ট্রা ইসলামিকরা ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রয়েছে।' [৩] মুশরিকদের দালাল এই সন্ত্রাসবাদী বাহিনীরা কি জানে না যে, মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মত। এর কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে সারাদেহ সেই ব্যাথা অনুভব করে। এই দালালদের জেনে রাখা উচিত, ইসলাম মানবতাকে জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে না। এই দালালদের আরো জেনে রাখা উচিত, সাড়ে ১৪০০ বছর আগের ইসলামকেই মুসলিমরা দ্বিধাহীন চিত্তে ধারণ করে আছে । সেখানে তাদের আল্ট্রা নজরদারি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, বিইযনিল্লাহ। হিন্দুত্ববাদীদের এই দালালরা তাদের প্রভু মুশরিকদের সন্তুষ্ট করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই, মুশরিক হিন্দুদের আগ্রাসী নীতি, প্রকাশ্য উগ্র বক্তব্য, হুমকি তাদের নজরে আসে না। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাংলাদেশের এক উগ্র হিন্দু তার পূর্বসুরীদের মতই বুক ফুলিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের 'রামরাজত্বের' অংশ হিসেবে দেখার বাসনা প্রকাশ করেছে। ঐ উগ্র মুশরিক হিন্দু বলেছে, তারা বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে ছাড়বে। [৪]

কিন্তু, এ কথা র্যাবের ডিজি বেনজিরের কানে পৌঁছে না, তাদের চোখ এগুলো দেখে না, দেশদ্রোহের সংজ্ঞার সাথে এ কথা মিলে না! তারা দেখে কোন হুজুর, কোন মুসলিম ফেসবুকে হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে কথা

বলে, উন্মোচন করে দেয় হিন্দুত্ববাদের মুখোশ! যেন তাকে বন্দী করে রাখতে পারে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে!

এভাবেই, হিন্দুত্ববাদের দালাল শাসকগোষ্ঠী একদিকে মুসলিমদের বেঁধে রেখেছে নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে, অপরদিকে নমনীয়তা প্রদর্শন করছে উগ্র সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু গোষ্ঠীর প্রতি।

হে প্রিয় উম্মাহ!

একটি মৌলিক কথা জেনে নিন, হিন্দুত্ববাদী ভারত বাংলাদেশের ভূমি চায়, এর মুসলিম অধিবাসীদের না। যে নীতি তারা কাশ্মীরে প্রয়োগ করছে, এখানে এর ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না। আমরা মুসলিম অধিবাসীরা হিন্দুত্ববাদের বিষাক্ত ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চাই না, মুশরিকদের হাতে আমাদের দায়িত্ব তুলে দিতে চাই না। কিন্তু, দেশের দালাল শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রভু হিন্দুত্ববাদী ভারতের কাছে এ দেশকে তুলে দিচ্ছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের এজেন্ডা এদেশে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর, মুসলিমদের উৎখাত করে 'রামরাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করাই হলো তাদের সেই এজেন্ডা!

হে প্রিয় উম্মাহ! আজ শত্রু আপনাদের ঘিরে আছে, চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাদের হাতে আপনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন, তারা তো আপনার শত্রুদেরই প্রকাশ্য দোসর। তারা আপনাকে উগ্র হিন্দুত্ববাদের কবল থেকে বাঁচাবে না, আপনার ঘরকে তারা নিরাপত্তা দিবে না, আপনার মসজিদের প্রতিরক্ষায় তারা এগিয়ে আসবে না। বরং, তারা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিয়েছে, তাদের প্রভু হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রতিই তাদের সমর্থন থাকবে। [৫] সুতরাং, আপনার ঘর, আপনার পরিবার, আপনার ধর্ম, আপনার ভূমি রক্ষায় আপনাকেই নিতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ, দাঁড়াতে হবে হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায়। প্রস্তুত হতে হবে। এমন অবস্থায়ও আর কত গাফেল হয়ে থাকবেন? আজও কি আপনি জাগবেন না?

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের তৌফিক দান করুন।

লেখক: খালিদ মুন্তাসির, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

ফুটনোট:

[১] https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1605455/

[২] https://www.bbc.com/bengali/news-49062414

[৩] http://www.banglatribune.com/national/news/525009/

[৪] https://www.facebook.com/wahid.u.nabi.1/videos/10219467906078591/

[৫] https://www.tdnbangla.com/news/international/if-the-war-with-pakistan-goes-to-india-the-country-will-be-for-india-said-bangladeshs-home-minister/

ঈদুল আজহার সালাত আদায় করতে আজ হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মুসলিম একত্রিত হন আল-আকসা মসজিদে। সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইহুদীদের পরিকল্পিত হামলা থেকে আল-আকসা মসজিদকে হেফাজত করতে ফিলিস্তিনী সংস্থাগুলো ঈদুল আজহার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আজকের দিন শহরের সকল মসজিদগুলো বন্ধ রেখে আল-আকসা মসজিদে ঈদুল আজহার সালাত আদায়ের। কেননা এই সপ্তাহের শুরুর দিকে প্রাচীন ইহুদী টেম্পল পুনঃনির্মাণের প্রবক্তা সন্ত্রাসবাদী ইহুদী দলগুলো আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা করার এবং সেখানে ইহুদীদের ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ ১১ই আগস্ট মুসলিমরা পবিত্র ঈদুল আজহার সালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হন আল-আকসা কমপ্লেক্সে। এসময় ৪শতাধিক দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করে হামলা চালায় সাধারণ মুসলিমদের উপর। তারা ঈদের সালাত আদায় করতে সেখানে জড়ো হওয়া মুসল্লিদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট এবং সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এসময় দখলদার ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের হামলায় হতাহত হন ৭২ জনেরও অধিক মুসলিম, অপমান করা হয় মুসলিম নারীদেরকে। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের বাৎসরিক উৎসব তেশুভা উৎযাপনের জন্য ইহুদী সন্ত্রাসী বাহিনীর পাহারায় মসজিদে প্রবেশ করে ১৩৩৭ এরও অধিক অবৈধ দখলদার নাপাক ইহুদীরা।

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা ও লাতাকিয়া সিটিতে ইমান ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ের গত ৩ মাসে কুফফার বাহিনীর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে "ইবা" নিউজ এজেন্সী।

উক্ত রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, গত তিনমাসে (২০১৯/৫/৫-২০১৯/৮/৮) মুজাহিদদের সম্মিলিত "আল-ফাতহুল মুবিন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদদের হামলায় সর্বমোট ৪৫৩৪ কুফফার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী নিহত ও আহত।

হতাহতদের মাঝে ৩১ কমান্ডারসহ নিহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ১৫৩৪ এবং আহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ৩০০০। মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় আরো ১০ সেনা।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর ১১৩টিরও অধিক বিভিন্ন ধরণের সামরিকযান ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র, ক্ষতিগ্রস্থ হয় ৫টি হেলিকপ্টার ও ১টি ড্রোনসহ আরো ৫টি সামরিকযান।

অন্যদিকে, মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২১টি সামরিকযান।

গত ৯ আগস্ট সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতে কুফফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন মুজাহিদদের সম্মিলিত জোট।

ইবা নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা যায় যে, ঐদিন লাতাকিয়ার কাবিনাহ অঞ্চলে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানের ফলে কুফফার বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক কমান্ডারসহ ৩৯ এরও অধিক কুফফার সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ১৫ এরও অধিক।

আল-কায়দা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর জানবায মুজাহিদগণ গত ২রা আগস্ট মিনুসোমার কুফফার বাহিনীর সামরিক সরঞ্জামাদি বহনকারী একটি গাড়ি বহরের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন।

কুফফার বাহিনীর সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী ট্রাকগুলো যখন "গাও" এবং "তারকানাত" অঞ্চলের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থান করছিল তখন মুজাহিদগণ তাদের লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে হামলাটি পরিচালনা করেন।

আল-কায়দার প্রচার মাধ্যম আয-জাল্লাকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন থেকে জানা যায় যে, ঐদিনের সফল হামলায় কুফফার বাহিনীর ৬টি সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী ট্রাক পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন আল-কায়দা মুজাহিদগণ।

১০ ই আগস্ট,২০১৯

ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইহুদীদের পরিকল্পিত হামলা থেকে আল-আকসা মসজিদকে হেফাজত করতে ফিলিস্তিনী সংস্থাগুলো ঈদুল আজহার দিন শহরের সকল মসজিদগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুসলিমদের পবিত্র ঈদুল আজহা ফিলিস্তিনে উৎযাপিত হবে আগামিকাল। কিন্তু, এবার একই দিনে হবে সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের বাৎসরিক উৎসব তেশুভা!

বার্তাসংস্থা 'মিডল ইস্ট মনিটর' জানিয়েছে, এই সপ্তাহের শুরুর দিকে প্রাচীন ইহুদী টেম্পল পুনঃনির্মাণের প্রবক্তা সন্ত্রাসবাদী ইহুদী দলগুলো আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে হামলা করার এবং সেখানে ইহুদীদের ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের পক্ষ থেকে এরূপ আগ্রাসী ঘোষণার পর ফিলিস্তিনী সংস্থাগুলো পবিত্র ঈদুল আযহার দিন শহরের অন্য সকল মসজিদ বন্ধ রেখে আল-আকসা মসজিদ রক্ষার্থে সেখানে সালাত আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুমুআর সালাতের সময় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় বার্তাসংস্থা 'মিডল ইস্ট মনিটর'। জানানো হয়, দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের আগ্রাসন থেকে পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়াবেন ফিলিস্তিনের জনসাধারণ। বিশ্লেষকগণের ধারণা, এরকম পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদুল আজহার দিন আল-আকসা প্রাঙ্গণে ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ কোন ঘটনা।

আজ শনিবার সকালবেলায় গাজা ও ইজরায়েলের সীমান্ত এলাকার কাছে দখলদার সন্ত্রাসবাদী ইহুদী ইজরায়েলী সেনাদের হামলায় ৪ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদসংস্থা আল-জাজিরা।

ইহুদীদের তথ্যানুসারে, ঐ চার ফিলিস্তিনী রাইফেল, অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল এবং হাতবোমাসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র বহন করছিল। তাদের মধ্যে একজন দখলদারদের সীমানায় প্রবেশ করলে সন্ত্রাসবাদী ইহুদী সেনারা তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে বলে জানায় আল-জাজিরা।

এ ব্যাপারে এখনো কোন মন্তব্য করেননি ফিলিস্তিনী কোন সশস্ত্র সংগঠন বা সরকার। এর আগে গত ১লা আগস্ট এক লড়াইয়ে ১জন ফিলিস্তিনী নিহত হন। ঐ ঘটনায় আহত হয়েছিল ৩ সন্ত্রাসবাদী ইহুদী সেনা।

পাকিস্তানের কতগুলো মিডিয়ায় শহীদ আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসূর রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাপারে মিথ্যাচার করা হয়। বলা হয়, তিনি পাকিস্তানে ভূমি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসাটি যদিও জায়েয কিন্তু তথাপিও বিষয়টিকে হলুদ মিডিয়া ঘৃনিতপন্থায় উপস্থাপন করে। তাছাড়া, শহীদ মানসূর রহিমাহুল্লাহ এ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন না বলেও জানান ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র যাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ। এ বিষয়ে তিনি গত ২৭শে জুলাই একটি বার্তা প্রদান করেন। পাঠকদের সুবিধার্থে সে বার্তাটির বাংলা অনুবাদ হুবহু নিচে তুলে ধরা হলো-

পাকিস্তানের তদন্ত বিভাগের বরাত দিয়ে মিডিয়ায় কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রাক্তন প্রধান আমিরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসূর রাহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানে ল্যান্ড ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। অথচ মানসূর নামে ভিন্ন একজন ছিলেন। আর যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে তা একটি জায়েয কাজ। কিন্তু শহীদ মানসূর রাহিমাহুল্লাহর নিকট এ ধরণের ব্যবসার জন্য না কোন সময় ছিল, না তার এ ধরণের কোন ব্যস্ততা ছিল।

আমার বুঝে আসে না যে, এ ধরণের খবর প্রকাশ করার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কী? তবে এতটুকু বলতে পারি যে, ইমারতে ইসলামিয়ার সম্মানিত নেতাদের নামে এ ধরণের অজ্ঞাতনামা খবর প্রকাশ করার দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না। আর শহীদ মানসূর রাহিমাহুল্লাহর মত মহান ব্যক্তিত্বের সুউচ্চ মিনারে সামান্যতম ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

আফগানিস্তানের কল্যাণে যদি কেউ সহযোগিতা করতে চায় তাহলে সে যেন কারো নামে বা কোন শিরোনামে আমাদের ঈর্ষান্বিত নেতাদের কোন ধরনের ক্ষতি না করে।

যাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

মুখপাত্র, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

২৪-১১-১৪৪০হিজরী

২৭-০৭-২০১৯ ঈসায়ী

কাশ্মীরে একটি মন্দিরের ভিতরে আমাদের বোন আসিফাকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয় গত বছর জানুয়ারিতে। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ভারতীয় হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল জানেন? ন্যূনতম মানবতাবোধ তো দূরে থাক, তাদের অধিকাংশ তখন পাগল হয়ে উঠেছিল বিকৃত যৌন লালসায়। এই জানোয়ারের দলেরা পর্নো সাইটগুলোতে ভিড় জমিয়েছিল বোন আসিফার ধর্ষণের ভিডিও খুঁজে পাবার আশায়। ভারত থেকে এই সময়ে এতো বেশি এই বিষয়টি সার্চ করা হয়েছিল যে সেই সময় বেশ কিছুদিন ধরে পর্নো সাইটগুলোতে শিশু আসিফার নাম ট্রেন্ডিং হয়ে গিয়েছিল। [১]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই হল মুশরিকদের জঘন্য মানসিকতার চিত্র।

কাশ্মীর নিয়ে ভারতের নতুন কূটচাল এবং ৩৭০ ধারা বাতিলের পরও দেখা গেছে একই রকম প্রতিক্রিয়া। এ ধারা বাতিল হবার পর বিক্রম সাইনি নামে বিজেপির সংসদ সদস্য বলেছে, দলের কর্মীরা আজ খুব আনন্দিত, কারণ এখন তারা কাশ্মীরী গোরি (ফর্সা, সুন্দরি) মেয়েদের বিয়ে করতে পারবে। এটা শুধু বিজেপির চিত্র নয়, বরং সমগ্র ভারত থেকে জানোয়ারের দল গুগলে হামলে পড়েছে। পবিত্র মুসলিমাহদের নিয়ে নিজের বিকৃত ফ্যান্টাসি বাস্তবায়নে সার্চ শুরু করেছে 'কাশ্মীরি গার্লস' লিখে। গুগল ট্রেন্ডস অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি সার্চ হয়েছে কেরালা থেকে। ঝাড়খণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে 'ম্যারি কাশ্মীর গার্লস' সার্চ সবচেয়ে বেশি হয়েছে দিল্লী, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে।

এই নাজাস, মুশরিক হিন্দু সন্ত্রাসীদের বিকৃত লালসার চিত্র এভাবেই ফুটে উঠেছে আজ বিশ্ববাসীর সামনে। এই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা যতো শক্তিশালী হবে ততোই হুমকির সম্মুখীন হবে পবিত্র মুসলিম নারীরা, তাদের সম্মান ও সম্ভ্রম। মুসলিমদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যারা আজ হিন্দুত্ববাদী লালসার নিশানায়। তবুও কি মুসলিমরা আসন্ন এ বিপদ সম্পর্কে গাফেল থাকবে?

'রামযি ইউসুফের ব্লগ' ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত।

টানা পাঁচদিন ধরে কারফিউ এবং ১৪৪ ধারা আরোপের মাধ্যমে এক প্রকার বন্দী করে রাখা হয়েছে কাশ্মীরীদের। শিকলাবদ্ধ করা হয়েছে জনগণের চলাফেরার স্বাধীনতাকে। এরই মধ্যে গত সোমবার হতে শ্রীনগরসহ তার আশপাশের এলাকা এবং গত বুধবার হতে লাদাখ ও কারগিলের মুসলিমরা দখলদার উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর দেওয়া অবৈধ কারফিউ ও ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে বেড়িয়ে পড়তে থাকেন।

এছাড়া, গতকাল শুক্রবার জুমুআর সালাত আদায়ের পর হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলিম ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দখলদার মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সংবাদসংস্থা আল-জাজিরার বরাতে জানা যায়, জুমুআর সালাতের পর আজাদীর দাবি নিয়ে শ্রীনগরের রাস্তাগুলোতে নেমে আসেন হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলিম। তখন দখলদার হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনারা কাশ্মীরী লক্ষ্য করে সরাসরি গুলিবর্ষণ করে। এছাড়া, কাশ্মীরীদের উপর নিক্ষেপ করা হয় টেয়ার গ্যাস এবং রাবারের প্রলেপ দেওয়া স্টিল বুলেট। সংবাদসংস্থাটি আরো জানায়, ঐ আন্দোলনটি ছিল সোমবারের পর করা সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

গতকালের বিক্ষোভের কিছু অংশের ভিডিও চিত্র আল-জাজিরা সংবাদমাধ্যমে শেয়ার করা হয়। সেখানে দেখা যায়, বিক্ষোভের একটি অংশে সাধারণ কাশ্মীরী মুসলিমরা সেই সুপরিচিত স্লোগান তুলেছে, ‘মূসা মূসা, জাকির মূসা।’ শহীদ কমান্ডার জাকির মূসা ছিলেন কাশ্মীরে আল-কায়েদার শাখা আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের প্রাক্তন আমীর। গত রমজান মাসে বদরের দিনে তিনি ভারতীয় মুশরিক সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। আজও সেই জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহকে ভুলে যাননি কাশ্মীরের অধিবাসীরা। কাশ্মীরী মুসলিমদের মনে ইসলামী শরীয়াত প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ এর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

এদিকে, বিভিন্ন স্থানে দখলদার ভারতীয় মুশরিক সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় সাধারণ কাশ্মীরী মুসলিমদের। কাশ্মীরী মুসলিমদের ইট-পাটকেলের জবাবে দখলদার মুশরিক বাহিনীর দিক থেকে আসে গুলি ও হাত বোমা। এখন পর্যন্ত আল-ফিরদাউস নিউজ টিমের নিকট পৌঁছা সংবাদ মতে দখলদার মুশরিকদের হামলায় আহত হয়েছেন শত শত মুসলিম, নিহত হয়েছেন ৩৫ জন কাশ্মীরী। অন্যদিকে দখলদার ভারতীয় মুশরিক সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছেন প্রায় ৮০০ এরও অধিক মুসলিম।

বিপরীতে সাধারণ কাশ্মীরী মুসলিমদের ছুঁড়া ইট-পাটকেলের আঘাতে নিহত হয়েছে ১৭-১৮ মালাউন ভারতীয় মুশরিক দখলদার সেনা, আহত হয়েছে আরো ২৭ এরও অধিক। এদিকে ৯ আগস্ট শুক্রবার কাশ্মীরের "রাজুরী" গ্রামে বিক্ষোভকারী সাধারণ কাশ্মীরীদের উপর গুলি ছুঁড়লে সাধারণ গ্রামবাসী দা-বটি নিয়েই রাস্তায় নেমে পড়ে এবং ৩ মুশরিক সেনার হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এভাবেই ক্রমশ উত্তপ্ততা বাড়ছে উপত্যকা জুড়ে। ইনশাআল্লাহ, হয়তো কাশ্মীরই হবে উপমহাদেশের প্রথম ইসলামী ইমারত!

কাশ্মীর ছাড়াও গতকাল আরো অনেক জায়গায় কাশ্মীরী মুসলিমদের সমর্থনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে, পাকিস্তান এবং পাকিস্তান শাসিত আজাদ কাশ্মীরেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

৯ ই আগস্ট,২০১৯

আল-ফাতহুল মুবিন অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৮ আগস্ট মুজাহিদগণ সিরিয়ার হামা সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, ঐদিন মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানের ফলে ৩৪ কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ২০ সেনা আহত হয়। অন্যদিকে মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফ্ফার বাহিনীর বিভিন্ন ধরণের ১২টি সামরিকযান।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৮ আগস্ট রাত্রিবেলায় কেনিয়ার দক্ষিণ "হালুকা" শহরে দেশটির সরকারি কুফ্ফার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ "হাকুরা" শহরের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার সেনাদের সকল তাবু এবং ১০টি আবাসস্থল ধ্বংস ও পুড়ে যায়। মুজাহিদগণ শহরটি বিজয়ের পর এখন সামনে অগ্রসর হচ্ছেন।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৮ই আগস্ট দক্ষিণ সোমালিয়ার "কারইউলী" শহরে উগান্ডার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে কুফ্ফার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সেনা নিহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" (AQAP) এর মুজাহিদগণ গত মঙ্গলবার ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের "আল-মাহফাদ" এলাকায় সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে মুরতাদ হাদী সন্ত্রাসী বাহিনীর ২ সেনা আহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ

সিরিয়ার হামা সিটির উত্তরাঞ্চলের চলমান লড়াই আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী গত কয়েকদিনে মুসলিম বিদ্রোহী গ্রুপগুলো হতে বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেয়।

কুফ্ফার ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাওয়া এলাকাগুলো উদ্ধারের জন্য মুসলিম বিদ্রোহী ও মুজাহিদ গ্রুপগুলো "আল-ফাতহুল মুবিন" নামে সম্মিলিত অপারেশনের মাধ্যমে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই অভিযানেরই ধারাবাহিকতায় গত বুধবার আয-যাকাহ ও জাবালুল আরবায়ীন এলাকায় কুফ্ফার ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ।

সওতুল মায়ারিক নামক একটি সংবাদসংস্থা নুসাইরীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, মুজাহিদদের উক্ত অভিযানের ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৪০ এরও অধিক সেনা নিহত ও ৪টি 57mm ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে।

কাশ্মীরে ভারত সরকারের জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশে অধ্যয়নরত কাশ্মীরী শিক্ষার্থীরা।

গতকাল ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে কাশ্মীরী ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ বিক্ষোভ করেন। সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু বিজেপি সরকারের কাশ্মীর বিষয়ক নীতির বিরুদ্ধে ব্যানারগুলোতে লিখে প্রতিবাদ জানানো হয়।

তারা মুশরিক হিন্দু সরকার কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ বিলোপের মাধ্যমে কাশ্মীরের শেষ স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ জানান। অনতিবিলম্বে কাশ্মীরে সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করারও দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তারা ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার কতৃক দেশটির সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের শেষ স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদ জানান। তারা অনতিবিলম্বে কাশ্মীরে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর দাবি জানান।

৮ ই আগস্ট,২০১৯

দখলদার ও উগ্র ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর কঠোর অবস্থানের মধ্য দিয়েই কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় গত বুধবার থেকে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছেন সাধারণ কাশ্মীরীরা। তারা দখলদার ভারতের দেওয়া কারফিউ ও ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, শুরু করেছেন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। উপত্যকার শ্রীনগর থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ এখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ছে পুরো কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে।যার বিস্তৃতি এখন কারগিল থেকে লাদাখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

বৃহস্পতিবার উপত্যকার কারগিলে দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী হায়েনাদের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় মুক্তিকামী কাশ্মীরী জনসাধারণের। এসময় ইট-পাটকেলের জবাবে কাশ্মীরীদেরকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলি, অনেককেই আবার পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। এসময় ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় আহত হন প্রায় ৮৫ জনেরও অধিক কাশ্মীরী, যাদের মাঝে শাহাদাতবরণ (ইনশাআল্লাহ) করেন ৫ জন।

অন্যদিকে দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী কারগিলে বিক্ষোভকারীদের ২৫ জনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার কথাও জানায় আযাদ কাশ্মীরের একটি সংবাদ চ্যানেল। শুধু গত বুধ ও বৃহস্পতি এই দুদিনেই শ্রীনগর থেকে বন্দী করা হয়েছে প্রায় ৫৬০ এরও অধিক মুসলিমকে, এমন তথ্যই জানায় "ট্রিবল নিউজ এজেন্সী" কারগিলে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর হিংস্রতা তীব্র আকার ধারণ করেছে, অবস্থা ধারণার চাইতেও অনেক বেশী ভয়াবহ মনে করেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে কাশ্মীরের সাংবাজ এলাকাতেও তীব্র সংঘর্ষ হয় স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরীদের, যেখানে কাশ্মীরীদের ঐক্যবদ্ধতার কারণে পিছু হটতে বাধ্য হয় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী। এসময় মুক্তিকামীদের ইট-পাটকেলের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে এক পুলিশ অফিসারসহ হাসপাতালে ভর্তি হয় ৩ ভারতীয় মালাউন সেনা।

এছাড়াও কাশ্মীরের আরো ৬টি অঞ্চলের মানুষ কারফিউ উপেক্ষা করেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন। "ভারত ফিরে যাও, কাশ্মীর আমাদের" এমন শ্লোগান দিতেও শোনা যায় অনেককে।

বর্তমানে শ্রীনগর ও তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোন স্থানের সংবাদই জানা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে সেখানের অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শুধু শ্রীনগর থেকেই গতকাল চার শতাধিক লোককে বন্দী করা হয়েছে, আজকে করা হয়েছে আরো কয়েক শতাধিক মুসলিমকে। তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন মার্কেট, সরকারি অফিস ও আদালতগুলোর মধ্যে, কারণ কারাগারগুলো ইতিপূর্বেই বন্দী কাশ্মীরীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, যেখানে সামান্য পরিমাণও জায়গা নেই। তাই এখন এভাবেই অস্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখা হচ্ছে মুসলিমদেরকে।

ইতিপূর্বে কয়েকটি সূত্র যদিও কাশ্মীরে শতাধিক মুসলিম হতাহত হওয়ার খবর প্রকাশ করে, কিন্তু সেগুলোর সত্যতা জানা যায় না। তবে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী ঘর থেকে বের হলেই হত্যার হুমকি দিচ্ছে, তারা মূলত ব্যাপক গণহত্যা চালানোর জন্য প্রস্তুত। হাজার হাজার অতিরিক্ত সেনার উপস্থিতি সেখানকার রাস্তায়! কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনাদের সংখ্যা এতই

বেশি যে, পৃথিবীর আর কোথাও এর নজির নেই। বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলোর মতে বর্তমানে উপত্যকায় ৭ লাখেরও অধিক সেনা মোতায়েন রয়েছে।

হয়তো মুসলিমদের আরও একটি বসনিয়া বা আরাকান প্রত্যক্ষ করতে হবে। অপরদিকে জাতিসংঘসহ সমস্ত বিশ্বমোড়লরা রহস্যজনকভাবে নীরব। ভারতের নীতিকে ইসরায়েলের ফিলিস্তিন দখলের নীতির সাথে সামঞ্জস্য করা হয়।

সাংবাদিকদের এক সাক্ষাতকারে রশিদ আলী(যিনি শ্রীনগরে একটি ঔষধের দোকান চালান) জানান, "বাধা-নিষেধ উঠে গেলেই মানুষ রাস্তায় নামবে"। "এটা আমাদের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারিত্বকেই মনে করিয়ে দেয়"।

অসিম আব্বাস নামে স্থানীয় একজন বলেন- "আমাদের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেয়ার পরিণতি হবে বিপজ্জনক" তিনি বলেন "মনে হচ্ছে পাথরের যুগে ফিরে গেছি। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে আমাদের"। ইকবাল নামে আরেকজন বলেন, "সরকার কাশ্মীরের জমি চায় কিন্তু কাশ্মীরের জনগণকে চাচ্ছেনা"। "কাশ্মীরিরা ক্ষুধার্ত নাকি মরে গেছে তা নিয়ে তাদের চিন্তা নেই"। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন বলেন, "কাশ্মীর তার স্বাধীনতা হারিয়েছে ও ভারতের দাসত্বে চলে গেছে বলেই মনে হচ্ছে"।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রাস্তাঘাট এখনো আটকে রাখা হয়েছে। চেকপয়েন্টগুলোতে পুলিশ ও সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। চলাচল খুবই সীমিত, সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো বন্ধ করে রাখা হয়েছে, কাশ্মীরের বাইরে থাকা কাশ্মীরিরা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মালাউন পুলিশ সদস্যদের স্যাটেলাইট ফোন দেয়া হয়েছে।

৭ ই আগস্ট,২০১৯

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন ও তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের স্নাইপার টিমের মুজাহিদগণ সিরিয়ার আলেপ্পো সিটির "হারিসাহ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মারতাদ বাহিনীর সদস্যদেরকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ২ সদস্য নিহত এবং ৩ সদস্য আহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম হতে RG-6 অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর।

মুজাহিদদের হামলার স্থান ছিল সিরিয়ার হামা সিটির "আল-হাকুরাহ এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানস্থল।

হিজবুল আহরার মুজাহিদদের গত কয়েকদিনের পৃথক তিনটি সফল হামলায় ২০ এরও অধিক পাকিস্তানী মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

গত ৫ আগষ্ট ওয়াজিরিস্তানের খারসীন এলাকায় নাপাক সেনাদের পোস্টে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয় ৩ সেনা এবং আহত হয় আরো ৬ সেনা।

অন্যদিকে গত ৩ আগষ্ট ওয়াজিরিস্তানের রাজমাক এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয় ৩ সেনা এবং আহত হয় আরো ৩ সেনা।

এছাড়াও ৬ আগষ্ট একই অঞ্চলের দিগাণ এলাকায় হিজবুল আহরার মুজাহিদদের পরিচালিত তৃতীয় হামলায় নিহত হয় ৩ সেনা এবং আহত হয় আরো ২ নাপক সেনা।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ এই অভিযানগুলোতে মুরতাদ বাহিনী হতে বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী জামাআত "হিজবুল আহরার" এর মাইন বিশেষজ্ঞ মুজাহিদগণ বুধবার পাকিস্তানের মাহমান্দ ইজেন্সীর নৌ-শাহরাহ্ জেলায় নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক অফিসারকে টার্গেট করে মাইন বোমা স্থাপন করেন।

কিন্তু বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে যায় মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা, পরে বোমাটি উদ্ধার করতে এবং তা নষ্ট করে দিতে ঘটানস্থলে উপস্থিত হয় মুরতাদ বাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞ একটি টিম।

মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা যখনই বোমাটি উদ্ধার করার কাজ শুরু করে, তখনই বোমাটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলে থাকা ৮ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরো ৯ মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহানীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী সফল এক ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তান এর একজন জানবায তালেবান মুজাহিদ।

বুধবার স্থানীয় সময় সকাল নয়টার দিকে রাজধানী কাবুলের পশ্চিমাঞ্চলে মুরতাদ আফগান বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে সফল গাড়ি বোমা হামলা চালান একজন তালেবান মুজাহিদ, এসময় ঘাঁটিতে মুরতাদ আফগান বাহিনীর ৩০০ এরও অধিক সেনা অবস্থান করছিল। আলহামদুলিল্লাহ্‌, ধারণা করা হচ্ছে উক্ত তালেবান মুজাহিদের সফল ইস্তেশহাদী হামলায় ঘাঁটিতে থাকা অধিকাংশ সেনাই নিহত ও আহত হয়েছে।

অন্যদিকে সরকারি মিডিয়া দাবি করে যে, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ১৮ সেনা নিহত এবং আরো ১৫০ লোক আহত হয়েছে, তাদের দাবি হতাহতদের মাঝে নাকি অধিকাংশই নারী ও শিশু।

সত্যিই তাদের এমন দাবী হাস্যকর, কেননা হামলাটি সম্পূর্ণ সামরিক ঘাঁটির ভিতরে চালানো হয়েছে। ঘাঁটিটি রাজধানীর এমন একটি স্থানে যেখানে সাধারণত জনসাধরণ আসা যাওয়া করেনা এবং সাধারণ লোকদেরকে যেতে দেওয়া হয়না। যখন আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির বাহিরের অবস্থাই এমন, তখন ভিতরে কিভাবে এত নারী ও শিশু আসলো!!?

অনেক দেরীতে হলেও কাশ্মীর উপত্যকার ভিতরে কী হচ্ছে তার কিছু কিছু চিত্র এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে এখন অনেক খারাপের দিকে যাচ্ছে। বুধবার দেখা গেল দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী হায়েনা বাহিনীর দেওয়া ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করেই শ্রীনগরের রাস্তায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নেমে পড়েছেন সাধারণ কাশ্মীরী মুসলিমরা। সেই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে

শুরু হয় সংঘর্ষ। মালাউন হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী বিক্ষোভরত সাধারণ জনতার উপর চালানো শুরু করে অমানবিক হামলা, ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর গোলাগুলির শব্দে প্রকম্পিত হয় চারপাশ!

ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক মুসলিম শাহাদাত বরণ করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় উগ্র সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় গুলিবিদ্ধ এবং আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন আরো অনেক মুসলিম। আনন্দবাজার পত্রিকা'র সূত্রে জানা যায়, দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর দেওয়া এক তথ্য মতে তারা শ্রীনগর থেকে শতাধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু বেসামরিক হিসাব মতে এই সংখ্যা চারশতেরও অনেক বেশি।

শ্রীনগরে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীদের সাথে জনসাধারণের চলমান সংঘর্ষের সময় ভারতীয় সন্ত্রাসী পুলিশ ও সেনা বাহিনী মুসলিমদের উপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে যে, তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অন্তত ৬ জনের দেহে গুলির ক্ষত দেখতে পেয়েছে।

এটা তো ছিল শুধু উপত্যকার শ্রীনগর শহরের চিত্র। উপত্যকার বাকি অংশের অর্থাৎ আরো ২১টি জেলার চিত্রটা ঠিক কেমন তা এখনও স্পষ্ট নয়, কিন্তু সেখানে যে হামলা, গণহত্যা বা গণগ্রেফতার চলছেনা তা বলা যায় না। সেখান থেকে কাউকেই এখনো বের হতে দেওয়া হয়নি, তাই সত্যটাও জানা অনেক কষ্টকর হয়ে উঠছে।

এখনও উপত্যকাজুড়ে বন্ধ ল্যান্ডলাইন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড, কেবল পরিষেবাসহ সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেগুলো চালু হলে এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ যে আরও বাড়বে, এমন আশঙ্কা আঁচ করতে পেরে আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে সন্ত্রাসী মালাউন পুলিশ-প্রশাসন।

অন্যদিকে "শ্রীনগরে জিরো ব্রিজ থেকে বিমানবন্দর, সব জায়গায় কারফিউর নৃশংসতা চলছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বের হতে পারছেন না মুসলিমরা। খাদ্য সংকটেরও প্রবল আশংকা রয়েছে।

এদিকে জম্মু-কাশ্মীর স্থানীয় পুলিশ থেকে সকল অস্ত্র ও সকল ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে অঞ্চলটির নিজস্ব সামরিক ব্যবস্থাকে। সামরিক বাহিনীর সকল দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে মালাউন ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনা বাহিনী। শ্রীনগরের বাইরে অন্য জেলাগুলিতে ১৪৪ ধারা আরও কঠোর করা হয়েছে। রাজ্যের ৮০ লক্ষ মানুষ এই রকম পরিস্থিতি আগে কখনও দেখেননি।"

বর্তমানে দখলদারদের সুবিধার জন্য 'স্যাটেলাইট ফোন চালু রাখা হয়েছে, এছাড়া টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কেবল পরিষেবা বন্ধ থাকলেও ডিরেক্ট টু হোম (ডিটুএইচ) যাঁদের রয়েছে, তাঁরা টিভি দেখতে পারছেন। তবে অধিকাংশেরই এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই, ঠিক কী হয়েছে!

এদিকে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মধ্যহতে যারা আগে থেকেই শ্রীনগরে ছিল, তাদেরকে শ্রীনগরের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং বাহির থেকে ভিতরেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সাংবাদিকদের সংগ্রহ করা বিভিন্ন তথ্য, অডিও ভিডিও চেক করে ডিলেট করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য জেলাগুলো হতে তেমন কোন খবর বাহিরে না আসলেও রামবাগ, নতিপোরা, ডাউনটাউন, কুলগাম, অনন্তনাগের মতো জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ-পাথর ছোড়ার মতো ঘটনার খবর এসেছে।

সব মিলিয়ে এখন খারাপ পরিস্থিতির মাঝে আছে গোটা উপত্যকা। নিরাপত্তার নামে সন্ত্রাসী কায়দায় অবরোধের চাদরে মুড়ে কার্যত অচল করা হয়েছে উপত্যকাকে। এই পরিস্থিতি আরও কত দিন চলবে, এবং কবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরত পারবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন কাশ্মীরবাসী।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত মে, জুন ও জুলাই মাসে আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩২৮৯টি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ। যার মাঝে ১১টি ইস্তেশহাদী হামলাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তালেবান। তালেবান মুজাহিদদের এসকল সফল হামলায় ১১৮৪২ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

হতাহত সেনাদের মাঝে ৪৯ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত ও ২২ ক্রুসেডার আহত হয়।

অন্যদিকে ৭১১৩ মার্কিনীদের গোলাম আফগান সেনা নিহত ও ৪৬৮৮ আফগান মুরতাদ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে আরো ১২০৯ সেনা।

এসময়ের মধ্যে তালেবান মুজাহিদগণ ২টি ড্রোনসহ ৩টি হেলিকপ্টার ধ্বংস করতে সক্ষম হন। অপরদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২১টি সামরিকযান।

আজ ৭ই আগস্ট বুধবারে হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাদের হাতে শাহাদাতবরণ করেছেন একজন বিক্ষোভকারী কাশ্মীরী। কাশ্মীরের মূল শহরে কারফিউ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে বলে এক পুলিশ অফিসিয়ালের বরাত দিয়ে জানায় বার্তাসংস্থা ‘ডন’।

দখলদার মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের আরোপিত কারফিউর কারণে কাশ্মীরের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে। হাসপাতাল কিংবা বাজার কোথাও যেতে পারছেন না মুসলিমরা। জায়গায় জায়গায় চেকপোস্ট বসিয়েছে ভারতীয় মুশরিক সেনারা। এরকম পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থার রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও বাধা আসছে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে। সংবাদসংস্থা আল-জাজিরা এক কাশ্মীরী অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কথা তুলে ধরে তাদের এক রিপোর্টে। সেখানে কাশ্মীরী অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার জানান, রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনারা তাকে চরম হয়রানি করেছে। বার্তাসংস্থা ‘ডন’ এএফপির সূত্রে জানায়, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুশরিক পুলিশের ধাওয়ায় একজন কাশ্মীরী যুবক জিলুম নদীতে ঝাপ দেন এবং নিহত হন।

ঘটনাটি ঘটে শ্রীনগরের পুরাতন শহরে। বিগত তিন দশক ধরে ভারতবিরোধী উত্তাল বিক্ষোভে সেখানে নিহত হয়েছেন ১০ হাজারেরও অধিক জনতা।

বার্তাসংস্থাটি আরো জানায়, শ্রীনগরে হিন্দুত্ববাদী মুশরিক সেনাদের গুলির আঘাতে আহত হয়ে কমপক্ষে ৬জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

---

৬ ই আগস্ট,২০১৯

ভারতের কুফুরী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার একদিন আগ থেকেই কাশ্মীর কার্যত বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-মিছিল করছেন সাধারণ কাশ্মীরীরা। কাশ্মীরীদের ছোঁড়া ইট-পাটকেলের বিপরীতে দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসীদের দিক থেকে আসছে গুলি!

ভারতের কুফুরী সংবিধানের যে ৩৭০ অনুচ্ছেদের কারণে নামে মাত্র বিগত ৭০ বছর কাশ্মীরী মুসলিমদেরকে কিছু সুযোগ দিত তা বিলোপের একদিন আগে অর্থাৎ রোববার সন্ধ্যা থেকেই রাজ্যের টেলিফোন, মোবাইল এবং ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। যার কারণে ভিতর থেকে কোন সংবাদই বাহিরে আসছেনা।

এদিকে বিবিসি উর্দু তাদের এক সাংবাদিক আমীর পীরজাদার (যে বর্তমানে কাশ্মীরে অবস্থান করছে) বরাতে জানায় যে, বর্তমানে পুরো কাশ্মীর ক্রোধে ফেঁটে পড়েছে।

"শ্রীনগর এবং কাশ্মীরের উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ এবং দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে জনসাধারণের পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটছে, যার বিপরীতে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী টিয়ারশেল ও গুলি ছুঁড়ছে সাধারণ জনতার দিকে ।

রাস্তায় সর্বত্র হাজার হাজার সেনা, পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী সন্ত্রাসী বাহিনী টহল দিচ্ছে। সকল রাস্তা বন্ধ। কাশ্মীরের ১০ জেলার সবকটিতেই জারি করা হয়েছে কারফিউ, অন্যদিকে জম্মুর ১২টি জেলার ৬টিতেই জারি করা হয়েছে কারফিউ। যেখানে কারফিউ জারি নেই সেখানে চলছে ১৪৪ ধারার আইন। মোটকথা কাউকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না। দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সামরিকযান থেকে লাগাতার ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে, যেখানেই দুজনের বেশি লোক দেখা যাবে সেখানেই তাদের উপর হামলা চালানো হবে। এভাবে ঘোষাণার মাধ্যমে আতংকিত করে রাখা হয়েছে কাশ্মীরীদেরকে।

কাশ্মীরে ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। এখন কাশ্মীরে একজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ করার কোন উপায়ই নেই এবং কাউকে এক শহর থেকে অন্য শহরেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কেউ যেতে চাইলেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে এক ধরণের অত্যাচার করা হচ্ছে। পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে কে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে - সবকিছু চেক করছে। "

কাশ্মীরে অবস্থানরত একজন সাংবাদিক জানান যে, 'শ্রীনগর থেকে বারাহ-মোলা এলাকায় যাওয়ার পথে আমাকে ১২বার চেকিং ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, আমার পরিচয়, সাংবাদিকতার কার্ড সবকিছুই তারা চেক করে। এমনকি একটি চেকপোস্টে চেকিংয়ের সময় আমার মোবাইলটাও চেক করা হয়, তখন সংবাদের জন্য সংগ্রহ করা বেশ কিছু ফটো ও ডকুমেন্ট ওরা ডিলেট করে দেয়। অথচ শ্রীনগর থেকে বারাহ-মোলা মাত্র ১ঘন্টার পায়ে হাঁটার পথ, এর মাঝেই আমাকে ১২বার চেকিং ও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়।' এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে সেখানে কী পরিমাণ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

বিবিসি উর্দু থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীরের কারো জন্যই অন্য জায়গায় কী হচ্ছে তা জানার কোন উপায় নেই। কারণ এক স্থানের লোকদের সাথে অন্য জায়গার কোন যোগাযোগ নেই। বিপুল পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন করা

হয়েছে এবং তারা সবকিছু চেক করছে। শ্রীনগর এবং কাশ্মীরের উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ এবং পাথর ছোঁড়ার খবর পাওয়া গেছে। বিবিসির উক্ত সাংবাদিক মনে করেন, "তবে আগামী কয়েক দিনে হয়তো কী হচ্ছে তা আরেকটু ভালোভাবে জানা যাবে।" সবখানেই উত্তেজনা। লোকজন ক্ষুব্ধ। তারা এখনো বুঝতে চাইছে কী ঘটছে, কী ঘটতে যাচ্ছে, তাদের ভাগ্যে কী আছে।

সামনে ঈদ আসছে। মনে করা হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার তখন সাময়িকভাবে কারফিউ তুলে নেবে - যাতে লোকজন উৎসবের আগে কেনাকাটা করতে পারে। আমাদের দেখতে হবে, ঈদের সময় বাড়ির বাইরে এসে নামাজ পড়ার অনুমতি দেয় কিনা। আমরা এখনো তা জানি না।

তবে জল্পনা চলছে যে আগামী দিনগুলোতে সহিংসতা হয়তো বাড়তে পারে।কাশ্মীরের যোগাযোগ এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যে সেখানকার অনেক লোকই এখনো ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের খবর জানেন না।

তবে যারা জানতে পেরেছেন তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে বিবিসির সাংবাদিক আমীর পীরজাদা জানায়, তারা মঙ্গলবার সকালে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে বারামুল্লা জেলায় গিয়েছিল, স্থানীয়দের কাছে জানতে চেয়েছিলেন এ খবর তারা জানেন কিনা। অধিকাংশ লোকই বলেছেন, তারা আরো খবরের অপেক্ষায় আছেন, কারণ সবার কথা তারা বিশ্বাস করেন না।

আমীর পীরজাদা বলছিল, তবে একজন লোকের সাথে তাদের কথা হয়, যার বয়স ৫০-এর কোঠায়। তিনি বলছিলেন, আগে তারা নিজেদের স্বাধীন ভাবতেন, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে সেই স্বাধীনতা তারা হারিয়ে ফেলেছেন।

লোকটি বলছিলেন, তারা ভারতের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, এবং তারা ভারতের গোলামে পরিণত হয়েছেন।

বিবিসির উক্ত সাংবাদিককে প্রশ্ন করা হয়, কাশ্মীরের নেতাদের গৃহবন্দী হবার কথা সাধারণ লোকেরা জানেন কিনা।

তখন উত্তরে বলা হয় সাংবাদিকরা ছাড়া কাশ্মীরের খুব কম লোকই এ কথা জানেন।

"পাকিস্তানের কল্যাণেই আমরা কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়েছি"

9/11 এ টুইনটাওয়ার হামলার পর পুরো বিশ্বের চিত্র পালটে যায়। কাশ্মীর-ফিলিস্তিন-আরাকানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামকারীরা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী অভিধায় অভিষিক্ত হয়। পশ্চিমা কুফুরি শক্তির আনুকুল্যে সংগ্রামকারীরাই শুধু স্বাধীনতাকামী বলে বিবেচিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেই পশ্চিমা তাগুতি শক্তির পা চাটা গোলাম। কাশ্মীর সম্পর্কে তাই তাদের ভাষ্য এরকম-

"9/11 এর পূর্বে যে সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হত তা এখন আর বলা হয় না। এখন এ সংগ্রামের ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি কাশ্মীরের এ স্বাধীনতা সংগ্রাম বৈধ সংগ্রাম। কিন্তু যখন আপনি কোন সমর্থন পাবেন না তখন আপনার হিসাব-নিকাশ পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ। একথা বলতে আমি দ্বিধা করি না যে, আমরা এখন কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়েছি, এটা আমাদের দেশের কল্যাণেই।"

সংগৃহীত: সাঈদ হোসাইন, ফেসবুক ইউজার।

গতকাল ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পর এবার কাশ্মীরিদের উপর ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে মিছিল এবং মানববন্ধন করেছেন "আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম" এর শিক্ষার্থীরা!

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের একটি পেজ থেকে নিউজটি শেয়ার করা হয়। সেখানে বলা হয়,

"মুর্দারা থাক গোরস্তানে, জিন্দারা গাও জয়ের গান

রক্তে যাদের জং ধরেছে, নতুন করে দাওরে শান"

এসময় তারা কাশ্মীরীদের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ব্যানার ও পোস্টার তৈরী করেন। যেগুলোতে #FreeKashmir স্লোগান লেখা ছিল।

গত রবিবার রাত থেকেই ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীর উপত্যকায় মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ বিছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে বন্ধ মোবাইলও। কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল নেতৃস্থানীয় সকল নেতাদেরকেই গৃহবন্দী করা হয়েছে। পুরো উপত্যকা জুড়ে জারি কারা হয়েছে কারফিউ। কাশ্মীরের বাইরে থাকা স্বজনেরা উদ্বেগে। কাশ্মীরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরই বা উদ্বেগ কম কী! কাশ্মীর থেকে জম্মু— মুশরিক সন্ত্রাসী বাহিনী সেখানে জারি করেছে ১৪৪ ধারা।

এরপর সোমবার বেলা ১১টার পরে পুরো দেশ জেনে গিয়েছে, রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে মুসলিম জনবসতি ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীর, তার দেহেরই অপর একটি বড় অংশ "লাদাখ"কে আলাদা করা হচ্ছে । ভারতীয় কুফুরী সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পরে যে কোনও ভারতীয় জমি কিনে বাড়ি, কারখানা বা হোটেল করতে পারবে কাশ্মীরে। ভারতীয় ক্ষমতাসীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সদস্যরা রাজ্যসভায় গলা উঁচিয়ে বলছে, কাশ্মীরকে এত দিনে সত্যি সত্যি ‘হিন্দুস্তান’-এর অন্তর্ভুক্ত করা হল, এখন সেখানে চলবে ‘রামরাজত্ব’!

এ অবস্থায় কেমন আছেন কাশ্মীরের মুসলিমরা, আজ দুদিন যাবত তার কোনও খবরই পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ তো সবারই জানা, সেখান থেকে সকল ধরণের যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কাল থেকে অনেকবারই নতুন কোন সংবাদ পাওয়ার আসায় কাশ্মীর থেকে পরিচালিত বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ও সাইটে ঢুকছি, কিন্তু কোন নিউজ নেই, অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে সেখানে এখন সকল ধরণের যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন।

পুরো ভূস্বর্গ জুড়ে যখন এই অবস্থা তখন ভূস্বর্গের বাহিরে থেকে মানুষের উপরেও আসে নতুন নিষেধাজ্ঞা। এখন থেকে পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর সার্কেলের জন্য কোনও ধরনের ‘মেইল’ বুক করা যাবে না। বাহির থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে কোন চিঠিও পাঠানো যাবে না। শুধু চিঠিই নয়, কোন পার্সেলও পাঠানো বা কেউ ভিতরে নিতে পারবে না! বেসরকারি ক্যুরিয়ার সার্ভিসও আপাতত জম্মু ও কাশ্মীরে তাদের পরিষেবা বন্ধ রেখেছে।

কাশ্মীরের দুই মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেন-

“কেন্দ্রের একতরফা সিদ্ধান্তে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ কার্যত বিলোপের ফলে ভারত এখন জম্মু ও কাশ্মীরে দখলদারি শক্তিতে পরিণত হল।” —মেহবুবা মুফতি

***

“ভারত সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্তে ১৯৪৭-এ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়া জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হল।” —ওমর আবদুল্লা

এতক্ষণ যা বললাম এ সবই রবিবার রাতের সংবাদ। সোমবার কাশ্মীর ছিল বিচ্ছিন্ন পুরো বিশ্ব থেকে।

“বর্তমানে ভূস্বর্গ কাশ্মীর একেবারেই নিরবতার চাদরে ঢেকে গেছে, পুরো উপত্যকাতেই বিরাজ করছে স্তব্ধতা। পাখিদের কিচিরমিচির ও পাহাড়ি ঝর্ণার পানির আওয়াজ ব্যতীত পুরো এলাকাই নীরব। এদিকে মেঘাচ্ছন্ন কাশ্মীরের আঁকাশ, হালকা হালকা বৃষ্টির ফোটাও পড়ছে, বৃষ্টি ভেজা রাস্তা-ঘাট। কোথাও মানুষের আনাগোনা নেই। যেন জীবন্ত এক কবরস্থান।

তবে কিছুক্ষণ পর পরই পথ ও বাড়ির আশপাশে দেখা মিলছে মানবরূপী দখলদার উগ্র হিন্দুত্ববাদী হায়েনাদের, যারা ভারী যুদ্ধাস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী ধরার লক্ষ্যে, অর্থাৎ কোন মুসলিমকে বাহিরে দেখা যায় কিনা।

রাস্তায় দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর গাড়ি ছাড়াও মাঝে মাঝে হুটার বাজিয়ে ছুটে চলা দু একটা অ্যাম্বুল্যান্সের আওয়াজও শুনা যাচ্ছে। কিন্তু এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলো এখান থেকে কাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে! কারাই বা শিকার হচ্ছেন হায়েনাদের! তা অজানা ।”

বলছিলাম আযাদ কাশ্মীর সীমান্তে অবস্থানরত মুসলিমদের থেকে পাওয়া কিছু সংবাদের কথা। তাদের মতে রাস্তা-ঘাট একেবারেই ফাঁকা, দখলদার ভারতীয় হায়েনারা ব্যতীত মানুষের চলাচল বলতেই নেই। সীমান্তের ওপার হতে মাঝে মাঝেই কিছু গুলি ছুড়ার শব্দ শুনা যাচ্ছে, কোথাও থেকে আবার উড়ে আসছে ধোঁয়া। এর পরপরই হুটার বাজিয়ে ছুটতে দেখা যায় কিছু অ্যাম্বুল্যান্সকে, হয়তো হতাহত কোন কাশ্মীরীর মৃত বা আহত দেহকে সরানো হচ্ছে নয়তো গুম করা হচ্ছে প্রতিবাদী কাশ্মীরীদেরকে। তবে এই নিরবতার মধ্য দিয়েই কিছু করা হচ্ছে কাশ্মীরে, এমনই মন্তব্য অনেকের।

এত কিছুর পরেও পুরো বিশ্ব নিশ্চুপ, যেন কেউ কিছুই জানেনা, এখানে কিছুই হচ্ছে না! সব কিছুই ঠিক আছে।

কুফ্ফার বিশ্বের এই নিরবতার একটাই কারণ, কাশ্মীরীরা মুসলিম, তারা চায় ইসলাম। আর কাফেররা "আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ" এর বাস্তব রূপ নিয়েই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে।

পরিশেষে বলবো, হে গাজওয়ায় হিন্দের পবিত্র ভূমিতে নির্লিপ্তে ঘুমিয়ে থাকা অসচেতন উম্মাহ, হে ঘুমন্ত শার্দূল, হে মোহাম্মদ বিন কাসেম আর গজনভীর উত্তরসুরীরা! তোমরা এবার গর্জে উঠো। তোমরা জেগে

উঠলেই জুলুমের আধার কেটে আবারো নতুন প্রভাতে দেখা মিলবে বিজয়ের পতাকার, বিজয়ের হাসি হাসবে এই উম্মাহ। ইনশাআল্লাহ।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের রোজগান প্রদেশের "চারচীনো" নামক জেলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, যার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনী হতে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি মুক্ত করতে সক্ষম হন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩০ সেনা নিহত এবং আরো অনেক সেনা আহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গত ৪ আগষ্ট সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটির "সালনাফাহ" শহরে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরী ও কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র রকেট হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদিলিল্লাহ্, যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

গত ৪-৫ আগস্ট রাতে পর পর দুবার সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "খুরবাতুন-নাকুস" এলাকা দখলে নেয়ার চেষ্টা করে কুফ্ফার রাশিয়ার সন্ত্রাসী বাহিনী।

এসময় উক্ত অঞ্চলে রিবাতের দায়িত্বরত আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন অপারেশন রুম "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদগণ কুফ্ফার বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে রুখতে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেন। যার ফলে পর পর দুবার অভিযান চালিয়েও ব্যার্থ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় কুফ্ফার রাশিয়ার সন্ত্রাসী বাহিনী।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনীর কতক সেনা নিহত ও আহত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আল-কায়দা ইয়েমেন শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" এর জানবায মুজাহিদগণ গত রবিবার ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশের "মাসুরাহ" এলাকায় হুতী শিয়া সন্ত্রাসীদের একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে মর্টার সেল (120) দ্বারা হামলা চালায়। যার ফলে মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অন্যদিকে গত শনিবার আবয়ান প্রদেশের "মুদিয়া" অঞ্চলে মুরতাদ হাদী বাহিনীর একটি বেসকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালান আল-কায়দা মুজাহিদগণ।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস হওয়াসহ বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মাইন বিশেষজ্ঞ বিভাগের সাথে এসম্পৃক্ত মুজাহিদগণ ৫ আগষ্ট বাজুর ইজেন্সীর "লুয়াই-মামুন্দ" এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে ATID বিস্ফোরকের মাধ্যমে হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের বোমাটি সফলভাবে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়, যার ফলে গাড়িটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায় , এসময় গাড়িতে থাকা ১ মেজর, ১ কমান্ডারসহ ৩ সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ৪ সেনা।

সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানীত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ

00000

দখলদার সন্ত্রাসবাদী ভারতীয় মুশরিক হিন্দু বাহিনী মুসলিমদের ভূমি কাশ্মীর অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সম্প্রতি প্রায় অর্ধলক্ষ সেনা বৃদ্ধি করা হয়েছে সেখানে, জারি করা হয়েছে কারফিউ, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। তাছাড়া, সেখান থেকে হিন্দু ও পর্যটকদের সরে যেতে বলা হয়েছে। কাশ্মীরের স্থানীয় নেতারা সেখানে হিন্দু সেনাদের কর্তৃক গণহত্যা চালানোর আশংকা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে, সেখান থেকে অনেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া, কাশ্মীরের কথিত স্বায়ত্ত্বশাসনের অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। ভাগ করা হয়েছে দুটি রাজ্যে। এমন পরিস্থিতিতে, বিশ্ব মুসলিমদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন কাশ্মীরী মুসলিমগণ।

কাশ্মীরে উদ্ভূত ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল ৫ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার পর পর বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

‘ক্যাম্পাস টাইমস ডট প্রেস’ জানিয়েছে, কাশ্মীরী জনতার আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে সংগঠিত উক্ত মিছিলের স্লোগান ছিল- কাশ্মীরের বীর জনতা লও লও লও সালাম, কাশ্মীরের বীর জনতা আমরা আছি তোমার সাথে।

মিছিলটি টিএসসি থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ করে সন্ত্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী এক শিক্ষার্থী বলেন, কাশ্মীরের আমাদের ভাই-বোনেরা বছরের পর বছর অত্যাচারিত হয়ে যাচ্ছেন। ভারত সরকার প্রতিনিয়ত তাদের উপর অবিচার করে যাচ্ছে। এসবের শেষ চাই। চাই আজাদ কাশ্মীর। চাই আমার ভাইবোনের নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার অধিকার।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। এটা বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ দিনের সমস্যা। কাশ্মীর নিয়ে আর কোন তালবাহানা চলবে না। তিনি আরো বলেন, যখনই কোন দেশের মানুষের উপর হামলা হয়, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে জাতিসংঘ চুপ কেন! জবাব চাই।

এছাড়াও, কাশ্মীরে গণহত্যার ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশেরও আন্দোলন করার কথা রয়েছে।

ঢাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলটির একাংশ দেখুন-

https://www.facebook.com/Alfirdawstv/videos/2364445593797339/

---

৫ ই আগস্ট,২০১৯

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত দখলীকৃত কাশ্মীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও জটিল হয়ে উঠেছে। রাজ্যটিতে পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল ৫ লক্ষাধিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সেনা। প্রতি দশজন কাশ্মীরীর বিপরীতে মোতায়েন করা আছে ১ হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা। এরপর বিগত ১০ দিনের মধ্যে ৪ বারে বৃদ্ধি করা হয়েছে ৮০ হাজার সেনাকে! ভারতীয় সংবাদসংস্থা ‘কলকাতা ২৪x৭’ এর বরাতে জানা যায়, প্রথমে ১০হাজার, তারপর ২৮হাজার, তারপর আরো ৩৫হাজার এবং সর্বশেষ আজকে পাঠানো হয়েছে আরো ৮হাজার সেনা। অবশ্য

অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার হিন্দুত্ববাদী সেনাকে কাশ্মীরে পাঠিয়েছে ভারত।

কাশ্মীরে এত বিপুল পরিমাণ সেনা পূর্বে বিদ্যমান থাকা এবং নতুন করে আরো সেনা পাঠানোর পরেও উগ্র হিন্দুত্ববাদী দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "অমিত শাহ" ঘোষণা করেছে প্রয়োজনে আরো সেনা পাঠানো হবে কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে চালানো হতে পারে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা- এই আশংকা এখন সবার মনে! রবিবার মধ্যরাত হতেই আতংক ছড়িয়ে পড়ে পুরো কাশ্মীর উপত্যকায়। দলে দলে রাতের অন্ধকারেই সামরিক বাহিনীর বহর ঢুকতে থাকে রাজ্যটিতে। ৫ আগস্ট মধ্যরাত থেকে শ্রীনগরে কারফিউ জারি করা হয়। পরে তা কাশ্মীরেও জারি করা হয়। সকাল হতেই ইন্টারনেট, ভিডিও ভয়েস কল ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাস্তা-ঘাটে মানুষের চলাচলও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এমতাবস্থায় আতংকিত অনেক জনসাধারণ, পর্যটক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দ্রুতই রাজ্য থেকে সরে পড়ার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেন। এক সময় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা কাশ্মীরী মুসলিমদের অপমানিত করার জন্য বলতো, তোমরা পাকিস্তান চলে যাও! আজ সে বিষয়টিই সত্য হতে চলেছে! কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে বাঁচতে নদী পার হয়ে পাকিস্তান শাসিত আজাদ জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন অনেক কাশ্মীরী মুসলিম। এসময় তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সাংবাদিক ও কাশ্মীর ভিত্তিক নিউজ চ্যানেলগুলো জানায় যে, আচমকা ভারতীয় দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী পুরো জম্মু-কাশ্মীরকে ঘিরে ফেলেছে। শহর ছাড়া গ্রাম্য এলাকাতেও হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ও সেনা চৌকি তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে আজ ৫ই আগস্ট সকাল ১০:০০টার সময় সংসদে বসার কথা থাকলেও সকাল ৯:০০টাতেই বসে সংসদসভা। সংসদ শুরু হতেই রাজ্যসভায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে সঙ্গেই সংসদে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। কয়েক মিনিটের জন্য মূলতবি রাখা হয় অধিবেশন। পরে ফের অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই মালাউনদের রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা পড়ে শোনায় কেন্দ্রীয় উগ্র হিন্দুত্ব সন্ত্রাসবাদের লিডার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এর মাধ্যমে ভারতীয় কুফরী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ, যাতে কাশ্মীরকে নামেমাত্র বিশেষ মর্যাদা দেয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ (জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজেদের সংবিধান ও একটি আলাদা পতাকার স্বাধীনতা দেযা. এছাড়া পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়াদি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়।) তা বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রায় ৭০ বছর যাবত নামে মাত্র স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করতো কাশ্মীরীরা। এখন সেটাকেও শেষ করে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতের হিন্দু মুশরিকদের আয়ত্ত্বাধীনে থাকবে জম্মু-কাশ্মীর! তবে, জেনে রাখার বিষয় হলো- ভারত কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ চায় না, তারা চায় কেবলই কাশ্মীর নামক ঐ ভূখণ্ডটি!

৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করার পাশাপাশি কাশ্মীরকে দু'টুকরো করে দেওয়া হয়, কাশ্মীরের বড় অংশটাকেই আলাদা করে দিয়ে ঘোষণা করা হয় "লাদাখ" নামক নতুন এক রাজ্যের । ছোট অংশটিকেই রাখা হয় জম্মু-কাশ্মীরের অধীনে!

দুটি রাজ্যই আলাদাভাবে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে থাকবে। যার একটি হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর এবং অপরটি হচ্ছে লাদাখ। দু'টি জায়গাতেই নিয়োগ করা হবে দু'জন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ।

৩৭০ ধারা বাতিল করার পর থেকেই আনন্দে মেতে উঠে পুরো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সমাজ, অনেকেই বলতে শুরু করেছে- কাশ্মীর পেয়েছি, পাকিস্তান পাবো, পাবো বাংলাদেশও। এবার করবো রাম মন্দির, তাড়াবো মুসলিম, প্রতিষ্ঠা করবো রাম রাজত্ব। মোদি সরকারের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে আমাদের স্বপ্নের অখণ্ড হিন্দুত্ববাদী ভারত।

পুরো ভারতবর্ষের মুশরিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা যখন রাম রাজত্ব আর অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতিটি মন্দিরকে যখন তারা নিজেদের জন্য এক একটা প্রশিক্ষণ শিবির হিসাবে তৈরী করছে! এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে আমাদের মুসলিমরা রয়েছেন নির্লিপ্ত! নেই কোন প্রস্তুতি, নেই কোন পরিকল্পনা!

আমাকে বলুন তো, মুসলিমরা কি প্রস্তুত এই গো-পূজারী মুশরিকদেরকে প্রতিহত করতে ও নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে!? আর, এখন তো কেবলই প্রস্তুত থাকলে চলবে না, আঘাত হানার সময় হয়ে গেছে! দুশমন যে ঘরে ঢুকে পড়েছে! তাই, আর দেরি কেন?! নিজ ঘরে নয়, দুশমনের ঘরেই তাকে আঘাত হানার চিন্তা করতে হবে!

সর্বশেষে, এই জাতিকে লক্ষ্য করে বলছি- জেগে উঠো হে ঘুমন্ত শার্দূল! ভারতে আঘাত হানো, সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে সীমান্ত ভেঙ্গে ফেলার! ওহে তিতুমীরের উৎসূরীরা! গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে ফেলে রচনা করো নতুন এক ইতিহাস! বজ্র কণ্ঠে তাকবির ধ্বনি তুলে শপথ নাও মুক্তির, জেগে উঠো তুমি এ যুগের বিন কাসেম, গজনবী, তিতুমীর হয়ে। তুমিও ত্রাস হয়ে হানো আঘাত দিল্লির ঐ মসনদে। বিইযনিল্লাহ, 'গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো হে উম্মাহ! এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিজেকে এখনই জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত করে নাও! আঘাত হানো দুশমন মুশরিকদের শিবিরে, ধসিয়ে দাও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মনে রাখবে, মুসলিম কখনো হারে না। হয় শাহাদাত লাভে ধন্য হয়, নয়তো ফিরে আসে বিজয়ী বেশে! উভয়টাতেই সে জয়ী! সুতরাং, বিজয় আসবে অচিরেই, বিইযনিল্লাহ।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির "গাও" শহরে অবস্থিত কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক বিমান ঘাঁটিতে গত ২২ই জুলাই একটি সফল ইস্তেশহাদী ও ইনগিমাসী হামলা চালিয়েছেন আল-কায়দা শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" এর ৩জন জানবায মুজাহিদ।

এই অপরেশনে অংসগ্রহণকারী মুজাহিদগণ হলেন- ১) শুয়াইব আল-আনসারী (ইস্তেশহাদী) ২) জাফর আল-আনসারী ও ৩) আব্দুল জাব্বার আল-আনসারী।

আল-কায়দা মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে এমন সময় হামলা শুরু করেন যখন কুফ্ফার বাহিনীর সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ চলছিল। প্রথমে জাফর আল-আনসারী ও আব্দুল জাব্বার আল-আনসারী এই দুইজন ইনগিমাসী মুজাহিদ অতর্কিত হামলা চালিয়ে শত্রু বাহিনীর পুরো মনযোগ তাদের দিকে ফিরিয়েনেন, পরে ইস্তেশহাদী মুজাহিদ শুয়াইব আল-আনসারী রহ. শক্তিশালী বোমা ভর্তি গাড়ি নিয়ে সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ঢুকে পরেন, এবং নিজের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানেন, সাথে সাথেই প্রকম্পিত হয়ে উঠে পুরো সামরিক ঘাটি। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর কত সেনা নিহত বা আহত হয়েছে তা বুঝা যায়নি, কেননা তখন ঘাটিটি বোমার আঘাতে অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পরে। তবে মুজাহিদগণ ৩ ফরাসি (ফ্রান্স) সেনা নিহত ও আরো ৬

ইস্তনিয়ান সেনা আহত হয়েছে বলে জানায়েছেন। তবে এই হামলায় হতাহতের সর্বশেষ সংবাদ জানা যায়নি, যেহেতু ফ্রান্স কখনোই নিজেদের হতাহত সেনা বা ক্ষয়ক্ষতির বিষয় প্রকাশ করেনা, বরং এবিষয়গুলো তারা গোপন করে ফেলে এবং সাংবাদিকদেরকেও তথ্যের জন্য ঘটনাস্থল যেতে দেওয়া হয়না।

এদিকে ইস্তেশহাদী হামলার পর কুফফার বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের এক মহুর্তে হয়তো ইনসাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন আব্দুল জাব্বার আনসারী, অন্যদিকে জাফর আল-আনসারী হাফিজাহুল্লাহ গনিমত নিয়ে সামরিক ঘাঁটি হতে নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

আল-কায়দা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীনের অনুগত "মুহাম্মাদ বিন মাসলামা" ব্রিগেডের মুজাহিদগণ গত ৩রা আগষ্ট মালির "মানাকা" অঞ্চলে কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ব্রিগেডের জানবায মুজাহিদদের উক্তত সফল হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম MSA মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডার "মুসা আহ ইসমাঈল আল-মানসাকী" নিহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এবং তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব ও লাতাকিয়াতে কুফফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

গত 3রা আগষ্ট মধ্যরাতে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "খুরবাতুন-নাকুস" এলাকায় কুফফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয় "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপরেশন রুমের মুজাহিদগণের। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কতক রাশিয়ান সেনা হতাহত হওয়ার বিষয়ে ধারণা করা হয়। তবে এই লড়াইয়ে তানযিম হুররাসুদ-দ্বীনের দুজন মুজাহিদ ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। শহিদ মুজাজিদগণ হলেন হামযা ও খাত্তাব তাকাব্বালাল্লাহ।

অন্যদিকে লাতাকিয়ার "সালনাফাহ" এলাকায় অবস্থিত রাশিয়া ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর সদর দপ্তর টার্গেট করে গ্র্যান্ড রকেট দ্বারা হামলা চালান আল-কায়দা মুজাহিদগণ। আলহামুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের ছুড়া উক্ত রকেটগুলো সফলভাবে কুফফার বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানতে সক্ষম হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের স্নাইপার গ্রুপের জানবায মুজাহিদগণ গত ৩রা আগষ্ট সিরিয়ার হামা সিটির "আল-হাকুরাহ্" এলাকায় পৃথক দুটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল-কায়দা মুজাহিদদের উক্ত সফল দুটি স্নাইপার হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া জোট বাহিনীর ২ সেনা নিহত হয়।

দখলদার সন্ত্রাসবাদী হিন্দু মুশরিক সেনাদের হুমকির মুখে কাশ্মীরী মুসলিম জনতা। কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর চালানো হতে পারে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা। এমন আশংকা প্রকাশ করছেন অনেকে।

সম্প্রতি কাশ্মীরে অতিরিক্ত ১০০০০ সেনা মোতায়েন করেছে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সরকার বিজেপি। জানা যায়, ১০ হাজার সেনা মোতায়েনের এক সপ্তাহ পরপরই আরো ২৫ হাজার সেনা কাশ্মীরে পাঠানোর আদেশ করা হয়েছে। অবশ্য, ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষেরও অধিক হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আতংক বিরাজ করছে জনমনে।

একদিকে, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দখলদার বাহিনী কাশ্মীরে সেনা বৃদ্ধি করেছে অপরদিকে কাশ্মীর থেকে দর্শনার্থীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আবার, কাশ্মীরজুড়ে বন্ধ করে দেওয়া ইন্টারনেট পরিসেবা। জারি করা হয়েছে কারফিউ।

ইতিমধ্যে, কাশ্মীরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরও গৃহবন্দী করা শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতীয় বাহিনী।

এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির মাঝে কাশ্মীরের রাজনৈতিক দল 'হুররিয়াত' এর চেয়ারম্যান সায়েদ আলী গিলানী সারাবিশ্বের মুসলিমদের প্রতি কাশ্মীরীদের সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত শনিবারে তিনি তার এক টুইট বার্তায় দখলদার ভারতের সম্ভাব্য বড় ধরণের গণহত্যা থেকে কাশ্মীরীদের বাঁচাতে সারাবিশ্বের মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ৭০ বছর অধিক সময় ধরে কাশ্মীর দখল করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনী। তাদের সন্ত্রাসবাদের কারণে কাশ্মীরের জনজীবন বিপর্যস্ত, স্কুল-কলেজগুলোও রয়েছে বন্ধ!

চলে গেলেন উম্মাহর আরেক সিংহ বাংলার প্রবীণ মুজাহিদ শাইখ হাফেজ ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ। শাইখ গত ৩রা আগস্ট শনিবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ইন্তেকাল করেছেন। রহিমাহুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিআহ। শাইখ রহিমাহুল্লাহ একজন আফগান ফেরত মুজাহিদ ছিলেন এবং আরাকানের জিহাদের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুজাহিদদের একজন কমান্ডার। হরকাতুল জিহাদের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার পিতা ছিলেন একজন আলিম, মাওলানা আব্দুর রশিদ। তিনি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পর্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

সেই ২০১২ সাল থেকে কারাগারে ছিলেন তিনি। তাগুতদের দাবী- শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে ফ্লোরে পড়ে যান। পরে দ্রুত তাকে কারা হাসাপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সেখান থেকে তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই হাসপাতালেই তিনি মারা যান। কিন্তু হাসপাতালের এক ডাক্তার জানায়, উনাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। আল্লাহ-ই ভালো জানেন আসলে কী হয়েছিল। আল্লাহ শাইখকে

জান্নাতের সবুজ পাখি হিসেবে কবুল করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

শায়েখের জানাযায় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, তারা কখনো এতো সুদর্শন চেহারা আগে কখনো দেখেননি। আল্লাহু আকবার। জানা যায়, শায়েখ অল্প বয়সের একাধিক সন্তান রেখে গিয়েছেন।

শায়খের বিয়োগ বেদনায় শোকাহত একজন এভাবে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, "আজ এক দিকে উম্মাহর সিংহরা কারারুদ্ধ হচ্ছেন, শহীদ হচ্ছেন। কারাগার থেকে উনাদের লাশ বের হচ্ছে। অপরদিকে আলিমদের একটি দল গণভবনে দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন... ওহ! কী মর্মান্তিক মিল! একই দিনে একদল আলিম সরকারী দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন গণভবনে... অপরদিকে সেই দিনে একই সরকারের কারাগার থেকে এমন আলিমদের লাশ বের হচ্ছে, যারা বলেন ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ! বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ! হে মহাপুরুষেরা! আপনারা কবরে শান্তিতে থাকুন! আপনাদের সন্তানেরা আপনাদের মিশন নিয়ে এগিয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ! তাগুতের কাছ থেকে আপনাদের উপর বয়ে যাওয়া প্রতিটা জুলুমের বদলা নেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ। "

উল্লেখ্য, এর আগে বাংলার তাগুতের কারাগারে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়েছিল করেছিলেন উম্মাহর আরেক রাহবার শহীদ (ইনশাআল্লাহ) মুফতী আব্দুল হান্নান রহিমাহুল্লাহ।

আল-কায়দা আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর মুজাহিদগণ গত শনিবার ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশে সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে "মাবয়ান" এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত ও আহত হয় অনেক মুরতাদ সেনা।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানসহ বেশ কিছু সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে যায়, মুজাহিদগণ ক্লাশিনকোভসহ বেশ কিছু অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে একই প্রদেশের "মুদিয়া" এলাকায় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে মুজাহিদদের পরিচালিত দুটি বোমা হামলায় নিহত ও আহত হয় আরো কিছু সেনা।

---

৪ ই আগস্ট,২০১৯

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সংসদে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল মুসলিমদের তিন তালাক বিল! যা উপস্থাপন করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন দল বিজেপি, আর এই বিলটি পাশ হয় ৩১ জুলাই, বিলটি পাশ হওয়ার পরেই সারা ভারত জুড়ে মুসলিমরা প্রতিবাদ জানায়, তিন তালাক বিল পাস হওয়ার প্রতিবাদে নাগপুর, কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের অধিকাংশ স্থানেই হাজার হাজার মুসলিম নারীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। তারা জানান, সরকার মুসলিম নারীদের থেকে কোন মতামত না নিয়েই তিন তালাক বিল পাশ করে।

কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার দাবী করে যে, এটা মুসলিম নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার আদায়ের জন্য তাদের মতামত নিয়েই করা হয়েছে।

এদিকে তিন তালাক বিলকে ইসলামী শরিয়তের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের প্রিন্সিপাল মুফতি আবুল কাসেম নোমানী। পাশাপাশি বিলটিতে সম্মতি দেয়ার আগে বিষয়টি নিয়ে ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলতে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিরোধীদের সব মতামত উপেক্ষা করে ভারতের রাজ্যসভায় মঙ্গলবার বিতর্কিত তিন তালাক বিল পাস করেছে মোদি সরকার। এর প্রতিক্রিয়ায় গণমাধ্যমে প্রেরিত বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দারুল উলুম দেওবন্দ। এ বিলের ওপর প্রশ্ন রেখে দেওবন্দের প্রিন্সিপাল বলেন, মোদি সরকার তিন তালাক বিল পাস করে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অধিকার হরণ করেছে।

তিনি বলেন, তিন তালাক বিল শরিয়তের ওপর মোদি সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ।

অন্যদিকে বিজিপি সরকার মুসলিম নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার বুলি আওড়াচ্ছে!

সত্যিই কি মুসলিম নারীদের নিরাপত্তা বা অধিকার আদায়ের জন্য এই বিল পাস করা হয়েছে নাকি মুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিষয়গুলোতেও হস্তক্ষেপ করছে এই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার!?

ভারত বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণের দেশ। যে দেশে 6743 টি জাতি। 1700 রকমের ভাষা ও 200 এর মত জাতির পারিবারিক ও সামাজিক আইন রয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার কারোরই সামাজিক ও ব্যক্তিগত আইনের উপর হস্তক্ষেপ করেনি, তাহলে কেন শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই তাদের এমন আচরণ!?

তাহলে এবার দেখে নেয়া যাক ভারতে নারী অধিকার বা তাদের নিরাপত্তা উপর চালানো একটি জরিপ, আশা করি এর থেকে আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১) ভারতে 20 লক্ষ এরও অধিক এমন হিন্দু মহিলা রয়েছে, যার তাদের স্বামীদের থেকে অধিকার বলতে কোন কিছুই পায়নি, এদের মধ্যে মোদির স্ত্রীও শামিল, যে নাকি মোদির বিরুদ্ধে আদলতে মামলাও করেছিল।

২) ২০১৭ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বছরে 38000 জন নারী ধর্ষিত হচ্ছেন। অথচ এদের নিয়ে মাথা ব্যাথা নাই, বরং BJP সংসদ কিরন খের বলেছে ধর্ষণ নাকি ভারতের সংস্কৃতি।

৩) NGO সার্ভে অনুযায়ী ভারতে 42% নারী শিশু পতিতালয়ে জোর করে কাজে লাগানো হয়েছে। তাদের জীবন নরকে পরিণত হয়েছে। এদের নিয়েও কোন মাথা ব্যাথা নাই কারণ সেখানে তো তারাও যায়।

৪) প্রতিবছর ভারতবর্ষে 5000 বেশি নারী হত্যা করা হয় শুধু পর্ণগ্রাফির কারণে, আজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে তেমন কেন ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি ভারত সরকারকে।

৫) টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী 85% নারী নির্যাতন হয় মদের কারণে। অথচ এই মদ বন্ধের কোন কথাই উঠেনা। কারণ মদ তো তারাও খায়।

৬) 2017 সালে গো-হত্যার নামে ৯৫ জনেরও বেশি মুসলিম নারীদের বিধবা বানিয়েছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। তখন মুসলিম নারীদের অধিকার কথা ভুলে যায় ভারত সরকার।

৭) ভারতে শুধু মাত্র দাঙ্গায় 2 লক্ষ এরও বেশি মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে গত 70 বছরে। তার মানে 2 লক্ষ মুসলিম নারিকে বিধবা বানিয়েছে।এগুলোও ভারত সরকারের নিকট কোনো সমস্যা নয়।

৮) উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর দ্বারা শুধু মাত্র কাশ্মীরেই ধর্ষিত হয়েছেন 10000 হাজারের বেশি মুসলিম নারী। তাদের অধিকার দেবে কে। তখন তো মুসলিম নারীদের অধিকার বা নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে না! তারা কি মুসলিম নারী নয়?

৯) সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেছে এক বিজিপি মন্ত্রী মুসলিম নারীদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণের আদেশ করে উগ্র হিন্দুদের, অত:পর তাকেই আবার CM বানালো। অন্য আরেক বিজিপি নেত্রী বলেছিল ভারতের যেখানে পাও সেখানেই প্রকাশ্যে ধর্ষণ কর মুসলিম নারীদের। আবার এখন তারাই নাকি মুসলিম নারীদের অধিকার দিবে!

১০) ভারতবর্ষে প্রতিদিন 7000 হাজার মানুষের মৃত্যু হয় শুধু খাদ্যের অভাবে এটা কোনো সমস্যা নয়। এই মানুষগুলোর অধিকারের প্রয়োজন নেই!

১১) প্রতিদিন 19 কোটি ভারতীয় মাত্র একবেলা খাবার ঠিকমত খেতে পায়না তবুও এটা কোনো সমস্যা নয়।

১২) ভারতের এখন প্রধান সমস্যা তিন তালাক। অথচ ২০১৭ সালে যখন তিন তালিক বিল আনা হয়, তখন তারা পুরো বছরজুড়ে মুসলিমদের মধ্যে তালাকের ঘটনা উপস্থাপন করতে পেরেছে মাত্র ১৭টি। অন্যদিকে ভারতে পরকীয়াসহ বিভিন্ন কারণে হিন্দু পরিবারগুলোতে প্রতিদিন বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে ২০০-৩০০টি। যেখানে পরকীয়ার কারণে প্রতিদিন শত শত পরিবারের মাঝে সমস্যা হচ্ছে সেটা কোন সমস্যা না বরং সেটা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, আর সমস্যা পুরো বছরজুড়ে ১৭টি তালাকের মামলা!

আর এই ১৭টি তালাকের জন্য সমস্ত মিডিয়া থেকে শুরু করে সকল এমপি, মন্ত্রি এবং মোদি সরকার সবাই উন্মাদ।

গত ৩১শে জুলাই পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নাপাক সেনা ও মুজাহিদদের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়।

হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ ঐদিন সন্ধ্যা বেলায় ওয়াজিরিস্তানের "গারয়ুম" অঞ্চলে নাপাক সেনাদের একটি সামরিক বহর লক্ষ্য করে সফল হামলা চালান। মুরতাদ বাহিনীর উক্ত কনভয়টিতে থাকা

সামরিকযানের মধ্যহতে ১টি সামরিকযান মুজাহিদদের হামলায় সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, এছাড়াও আরো ৩টি সামরিকযানও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ১০ সেনা নিহত হয়, অন্যদিকে যুদ্ধের তীব্রতার কারণে আহত সেনাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি, তবে আহত সেনা সংখ্যাও কম নয়। এসময় নাপাক সেনাদের হামলায় একজন মুজাহিদ আহত হন।

মুজাহিদদের এই দলটি যখন অভিযান শেষ করে ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় মুরতাদ বাহিনীর আরেকটি ইউনিটের সম্মুখীন হতে হয় মুজাহিদদের। এসময় নাপাক সেনাদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন ২ জন জানবায মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ১ জন মুজাহিদ।

মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর অবস্থান চিহ্নিত করার পরপরই পাল্টা হামলা শুরু করেন। যার ফলে ২ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৪ নাপাক সেনা আহত হয়।

গত ২রা আগস্ট পাকিস্তানের বাজুর ইজেন্সী ও জাতরাল শহরে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান ও হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যার মধ্যে জিতরালে হিজবুল আহরার মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ৩ এবং আহত হয় আরো ২ নাপাক সেনা।

অন্যদিকে বাজুর ইজেন্সীতে তেহরিকে তালেবান মুজাহিদদের একটি স্নাইপার হামলায় নিহত হয় আরো ১ নাপাক সেনা।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী জামাআত "হিজবুল আহরার" গতকাল ৩রা আগস্ট পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের সীমান্ত এলাকা "রাযমাক" এ অবস্থিত নাপাক সেনাদের একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে সফল অভিযান চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, হিজবুল আহরার মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় দেশটির ৩ নাপাক সেনা নিহত ও আরো ৩ নাপাক সেনা আহত হয়।

নিহত নাপাক সেনারা হল- ১) আসিফ, ২) আব্দুল জাব্বার ও ৩) নেজামুদ্দীন

চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী-জুন মাস পর্যন্ত ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর অমানবিক বোমা হামলা ও স্থলপথের হামলায় হতাহতের শিকার হয়েছেন ২৪৬৩ জন নিরপরাধ আফগান জনসাধারণ।

পাহাড়ঘেরা দরিদ্র-পীড়িত ও যুদ্ধ কবলিত এক দেশ আফগানিস্তান। রাশিয়ার বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়ে দেশটি হারায় ভূগর্ভস্থলে থাকা বহু সম্পত্তি, হারাতে হয় মাটির উর্বরতা, জীবন দিতে হয় প্রায় কয়েক লক্ষ আফগান মুসলিমকে। আবার এমনই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের রেশ কেটে না উঠতেই আমেরিকা ও ন্যাটো নামক আরেক ক্রুসেডার বাহিনী হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দরিদ্র-পীড়িত এই দেশটির উপর। ২০০১ সালে শুরু হওয়া এই ক্রুসেড যুদ্ধ আজ ২০১৯ সালেও চলছে। আকাশ ও স্থলপথে চালানো হয় অমানবিক হামলা, আবারো নব্য ক্রুসেডারদের গণহত্যার শিকার হয় দেশটির মুসলিম জনসাধারণ। আর এই গণহত্যায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও ন্যাটো জোটের সাথে অংশগ্রহণ করে স্বদেশীয় গাদ্দার মুরতাদ সামরিক বাহিনী, যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান ও ভূমিকে বিক্রি করে দিয়েছে।

চলতি ২০১৯ সালের প্রথম ৬ মাসেও চলে এই গণহত্যা, ইমারতে ইসলামিয়ার একটি টিম গত ৬ মাসে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও গণহত্যার শিকার হওয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সাধারণ মুসলিমদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির উপর একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় গত ৬ মাসে আফগানিস্তান জুড়ে সাধারণ ও নিরপরাধ মানুষের উপর প্রায় ৯৩২টি হামলার ঘটনা ঘটে। যার মধ্য হতে ৮৫২টি ঘটনাই ঘটে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম স্বদেশীয় মুরতাদ আফগান বাহিনীর দ্বারা। এছাড়া বাকি ৭৬ হামলার ঘটনা ঘটে খারেজী গোষ্ঠী আইএস ও কিছু অজ্ঞাত লোকের দ্বারা।

গত ৬ মাসে ৯৩২ ঘটে যাওয়া হামলার ঘটনায় হতাহতের শিকার হন প্রায় ২৪৬৩ জন নিরপরাধ আফগান জনসাধারণ। যার মধ্য হতে শাহাদাত বরণ করেন ১৩৯৯ জন এবং আহত হন ১০৬৫ জন।

১৩৯৯ জন শহিদের মধ্যে ১৩৭৬ জনই (৯২%) শাহাদত বরণ করেন ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায়। এছাড়া বাকি ১২৩ জন (৮%) শাহাদাত বরণ করেন সন্ত্রাসী আইএস ও অজ্ঞাত লোকদের দ্বারা।

অন্যদিকে ৯৩২টি হামলার ঘটনায় আহত হন প্রায় ১০৬৫ জন আফগান জনসাধারণ। যাদের মধ্য হতে ৯৫৩ জনই আহত হন ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের আফগান মুরতাদ গোলাম বাহিনীর হামলায় এবং বাকি ১১২ জন লোক আহত হন সন্ত্রাসী আইএস ও অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের হামলায়।

এছাড়াও রাতের বিভিন্ন গোপন অভিযানের মাধ্যমে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় আরো ৬১২ জন আফগান বেসামরিক নাগরিককে। অন্যদিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় ৪৭টি মসজিদ, ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২টি ক্লিনিক বা হাসপাতাল, সাধারণ জনতার ৮৪৭টি ঘর-বাড়ি, ৮৮টি গাড়ি, ৭৮৯টি দোকান, ৭১৩টি মোটরসাইকেল, খেটে খাওয়া মানুষের হাজারেরও অধিক গবাদিপশু, ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েক শত হেক্টর ফসলের ক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মানুষের গোলাভরা গম ও যব পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তল্লাশির নামে সাধারণ আফগানীদের ঘর হতে মূল্যবান অনেক সম্পত্তি ও নগদ অর্থ চুরিসহ জঘন্যতম সকল অপকর্মগুলোই এই সন্ত্রাসী আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

আল-কায়দা আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" এর মুজাহিদগণ গত ২রা আগস্ট ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের "মুদিয়া" এলাকায় সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক সফল অভিযান চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আনসারুশ শরিয়াহ এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানগুলোতে অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়দা অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ্" এর জানবায মুজাহিদগণ গত শুক্রবার দক্ষিণ ইয়েমেনের মাহফাদ শহরে অবস্থিত সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদী বাহিনীর একটি মজবুত সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার ফলে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন, গনিমত লাভ করেন কয়েকটি সামরিকযান ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি সামরিকযান, ১টি মোটরসাইকেলসহ বোমার আঘাতে সামরিক ঘাঁটির অনেক স্থান ধসে পড়ে।

আল-কায়দা ইয়েমেন শাখা উক্ত হামলার দায় স্বীকার করলেও তাদের থেকে উক্ত সফল হামলায় হতাহত মুরতাদ সেনাদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

অন্যদিকে সেনাসূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদমাধ্যম "আল-জাজিরা" জানিয়েছে যে, আল মাহফাদ সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার মুজাহিদরা প্রবেশ করার পর কয়েক ঘন্টা যাবত মুরতাদ হাদী সেনাদের সাথে যুদ্ধ চলিয়ে যান। সেনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আল-কায়দা মুজাহিদদের সফল হামলাতে 19 সেনা নিহত এবং আরো অনেক সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন গুম হওয়া প্রতিদিনের ঘটনা। বিভিন্ন সময় গোয়েন্দা পরিচয়ে অনেক সাধারণ মানুষকেও তুলে নিয়ে যায়। পরে হয়তো কোন মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। কিংবা মোটা অংকের টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে না পারলে গুম করে সুবিধামত হত্যা করে ফেলা হয়।

‘জাগো নিউজ’ টোয়েন্টিফোরের বরাতে জানা যায়, রাজধানীর কলাবাগানের নিজ বাসা থেকে গত (৩০ জুলাই) মঙ্গলবার মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিচয়ে ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ী শাহিনুর কাদির সুমনকে (৩৭) তুলে নেয়ার পর আজ তাকে গ্রেফতার দেখিয়েছে র‍্যাব।

মিরপুর এলাকা থেকে একটি প্রতারণার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর মিরপুর মডেল থানায় তাকে হস্তান্তর করা হয়।

তার বিরুদ্ধে শনিবার ‘চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণার’ একটি মামলা করে মোহাম্মদ কাশেম নামের এক ব্যক্তি। মিরপুর থানা পুলিশ তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে।

গত ৩০ জুলাই কলাবাগানের লেকসাকার্স এলাকার আবেদ ঢালি রোডের বাসা থেকে সুমনকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নেয়া হয়।

সুমনের পরিবার জানায়, ডিবি পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম শাখার সহকারী কমিশনার (এসি) রবিউল পরিচয় দিয়ে তাকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তুলে নেয়ার পর তারা ডিবিতে গিয়ে জানতে পারেন এই নামে ডিবিতে এসি নেই। এ ঘটনায় তুলে নেয়ার ভিডিও ফুটেজসহ ৩১ জুলাই কলাবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে তার পরিবার।

গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক ভিক্ষুকের রিকশাচালক ছেলেকে থানায় ডেকে নিয়ে ইয়াবা দিয়ে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

সবুজ দেশ নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা যায়, আয়েস আলীর অভিযোগ, তার ছেলে কাউছার (২৭) পেশায় রিকশাচালক। যাত্রীদের প্রয়োজনে দূর-দূরান্তে রিকশা নিয়ে যান। গত ২০ জুন রাতে উপজেলার কাপাইশ গ্রামের মোস্তাজ উদ্দিন দর্জির ছেলে রাসেল দর্জিকে নিয়ে ছৈলাদি গ্রামে যান কাউছার। তাকে নিয়ে ফেরার পথে ওই গ্রামের তমিজ শেখের ছেলে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) বোরহান শেখ তাদের গতিরোধ করে। এ সময় রাসেল দর্জির শরীর তল্লাশি করে ৫০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

বিষয়টি জানাজানি হলে একই গ্রামের সফুর উদ্দিন শেখের ছেলে তাইজুল ইসলাম, মৃত সামছু শেখের ছেলে বাদল শেখ ও মফিজ উদ্দিন ওরফে বুইড্ডা শেখের ছেলে জয়নাল শেখ বিষয়টির সমঝোতা করেন। এ সময় চৌকিদার বোরহানকে আর্থিক সুবিধা দেয়ার প্রলোভন দেখালে ইয়াবা রেখে তাদের ছেড়ে দেয়। পরের দিন (২১ জুন) এ ঘটনায় সমঝোতাকারী তাজুলের বিকাশ নম্বরে দুই হাজার টাকা পাঠায় কাউছার। স্থানীয়রা বিষয়টি জামালপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে জানালে সে গ্রাম পুলিশ সিদ্দিকের মাধ্যমে থানায় জানায়।

ওইদিন রাতে থানা পুলিশের এসআই আব্দুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স ও দুই গ্রাম পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে রাসেলকে বাড়ি থেকে আটক করে। ২২ জুন সকালে গ্রাম পুলিশ বোরহান কাইছারকে ফোনে ডেকে আনে এবং চৌকিদার বোরহানের কাছে রাখা ৫০ পিস ইয়াবাসহ গ্রাম পুলিশ সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে থানায় যায়।

কিন্তু ওই রাতে এসআই আব্দুর রহমান বাদী হয়ে থানায় ৪৪ পিস ইয়াবা জব্দ দেখিয়ে কাউছারের নামে একটি (নং ২৩) মামলা করে। পরদিন (২৩ জুন) সকালে রাসেলকে থার্টিফোরে এবং কাউছারকে মাদক মামলায় গাজীপুর আদালতে পাঠায়।

এদিকে, পুলিশ রাসেলকে বাড়ি থেকে আটক করলেও আদালতে পাঠানো প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তাকে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার দুর্বাটি গ্রাম থেকে আটক করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পরে ওসি বলে, মামলার প্রয়োজনে পুলিশ যেকোনো স্থানের কথা উল্লেখ করতে পারে। তাতে কোনো সমস্যা নেই।

আয়েস আলী বলেন, আমি গরিব এবং টাকা দিতে পারিনি বলে রাসেলের কাছ থেকে উদ্ধার করা ইয়াবা দিয়ে আমার ছেলে কাউছারকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এসআই।

---

৩ রা আগস্ট,২০১৯

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ, আজ ৩রা আগস্ট ২০১৯ ঈসায়ীতে গোওর প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি ঘাটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট 'আল-ইমারাহ্' বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, শনিবার রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১০টা বাজে, গোওর প্রদেশের সদর মাকাম বান্দাবাইন এলাকায় শত্রুদের ঘাটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার বীর তালেবান মুজাহিদগণ। যা ৩ ঘন্টা যাবত অব্যাহত ছিলো। ফলে, ১০ মুরতাদ সেনা নিহত ও ৮ সেনা আহত হয়। এসময় শত্রুদের ৪টি ট্যাংক ধ্বংস হয় যায়। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয় আরো ৫ সন্ত্রাসী সেনা।

দেশের সর্বত্র খুন, গুম, ঘুষ, ধর্ষণ, চাদাঁবাজি, রাহজানি। ঘরে বাহিরে নিরাপদে নেই কেউ।

নয়া দিগন্ত পত্রিকার বরাতে জানা যায়, মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটির সদস্য ড.শাহদীন মালিক বলেছেন, সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। একটি দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার আগে এমন পরিস্থিতিই থাকে। তিনি জনগণকে মানবাধিকারসহ গুম নির্যাতন বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কথা বলার আহবান জানান। তা না হলে দেশে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে গেলে কেউ রুখে দিতে পারবে না।

সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। একটি দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার আগে এমন পরিস্থিতিই থাকে। তিনি বর্তমানে বিশ্বের কয়েকটি দেশের গৃহযুদ্ধেও প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

তিনি বলেন, ওইসব দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছিল। জনগনের গড় আয় আমোদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু মানবাধিকার ছিল নাবলেই আজ ওইসব দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এদেশগুলি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হবার আগে নির্যাতন দিয়েই শুরু করেছিল। বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডে জবাবহিতিা না থাকার কারণে এমন পরিনতি হয়েছে। এটা হচ্ছে আসলে অকার্যকর রাষ্ট্রে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। উন্নয়ন একদম

বাজে কথা। লিবিয়া, সিরিয়া-এদের গড় আয় আমাদেরও চেয়ে ত্রিশগুন বেশি ছিল। এখনতো একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যখন আইন শৃংখলা বাহিনী জবাবদিহিতার উর্ধ্বে উঠে যায় তখনই এমন হয়। তবে ইসলামি বিশ্লেষকগণ একটি দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পিছনে রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ইসলামী বিধি বিধান বাদ দেওয়াকেই আন্যতম কারণ সাব্যস্ত করেছেন।

রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের দেয়া নৈশভোজে অংশ নিতে আজ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে যাচ্ছে ৫৮ আলেমের একটি দল। সরকারী খরচে হজ্বে যাচ্ছে এসব আলেমরা।

জানা গেছে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ৫৮ আলেম শনিবার বিকালে বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওয়ানা করবে।

রাষ্ট্রপতি সাথে সাক্ষাতের পর নৈশভোজে অংশ নেবে তারা।

এদিকে সৌদি আরবে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের হজপালন বিষয়ে ধর্মীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য গঠিত ওলামা-মাশায়েখদের দলে আরও চার আলেমকে যুক্ত করা হয়েছে। সে হিসেবে এখন ওই দলের সদস্য সংখ্যা ৫৮। এর আগে ৯ জুলাই ৫৫ জন আলেমের একটি দল গঠন করেছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী ৪ ও ৫ আগস্ট ফ্লাইট পাওয়া সাপেক্ষে ওলামা মাশায়েখদের দলটি সৌদি আরব যাবে। ২৩ আগস্ট তারা দেশে ফিরে আসবে। এটি রাষ্ট্রীয় খরচে হজ সফর হিসেবে গণ্য হবে। তাদের ভ্রমণ ব্যয় এ বছর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ‘বাংলাদেশের বাহিরে হজ বাবদ ব্যয়’ খাতে বরাদ্দ রাখা অর্থ থেকে বহন করা হবে।

সূত্র: ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডট কম

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে হিন্দুদের দৌড়াত্ম বেড়েই চলেছে। মুসলিমদের হুমকি-ধমকি, হত্যা, গুম, ধর্ষণ, উচ্ছেদ অভিযান, সবমিলিয়ে নিরবে-সরবে মুসলিমদেরকে ভারত থেকে একরকম জাতিগতভাবে নিধন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুরা। কিছুদিন আগেই জোম্যাটো কোম্পানির সরবরাহ করা খাবার এক মুসলিম ‘ডেলিভারি বয়’ নিয়ে যাওয়ায় সে খাবার রাখেনি অমিত শুক্লা নামের এক হিন্দু মুশরিক গ্রাহক। এর মধ্যেই জাতীয় টিভি চ্যানেলে মুসলিমদের প্রতি নতুন উগ্রতা প্রদর্শন করলো ‘হাম হিন্দু’ নামের একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অজয় গৌতম।

নিউজ২৪ নামের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল মুশরিক গৌতম। বক্তব্যের বিষয় ছিল সেই জোম্যাটো প্রসঙ্গ। যেই মুহূর্তে ওই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক স্টুডিওতে প্রবেশ করেন, সঙ্গে সঙ্গেই নিজের চোখ ঢেকে রাখে উগ্র মুশরিক হিন্দু গৌতম। কারণ উপস্থাপক একজন মুসলিম। খালিদ নামের ওই উপস্থাপককে দেখা থেকে বিরত থাকতেই টিভির সম্প্রচারের সময় নিজের চোখ ঢেকে নেয় গৌতম ।

সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটির ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে। ভিডিও নিয়ে সমালোচনা এখন তুঙ্গে। কিন্তু, হিন্দুত্ববাদীদের এরূপ আগ্রাসনের শেষ কোথায়?

গৌতমের 'হাম হিন্দু' ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ওয়েবসাইটেও লেখা রয়েছে 'মুসলিম তোষণনীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও সম্পূর্ণ হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।'

অনলাইনে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ প্রদানকারী অনেকেই 'কম্বল মুজাহিদ' শব্দটির সাথে পরিচিত। বিরোধীরা তাদেরকে 'কম্বল মুজাহিদ' বলে আখ্যা দেন। এইভাবে 'কম্বল মুজাহিদ' আখ্যা দেওয়া নিঃসন্দেহে অনুচিত, আর যারা এমন বলেন তারা গ্লোবাল জিহাদের নেতৃবৃন্দের অবস্থান জানেন না। ময়দানের উমারাহগণ বলেছেন, অনলাইনে দাওয়াহ দেওয়া এবং মিডিয়াতে জিহাদের বার্তা প্রচার করা, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে জিহাদের ৫০% বা তারও বেশি!

অবশ্য, যারা কেবল অনলাইনে জিহাদের ব্যাপারে লাইক-কমেন্ট করে নিজস্ব আড্ডা বানিয়ে অপরের সমালোচনা ও গিবত করে সময় কাটান, যারা গঠনমূলক কোনো কাজ করেন না কিন্তু জিহাদের বুঝ পেয়েছেন বলে মনে করেন, নিজেকে 'জিহাদী' মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগেন অথচ বাস্তবতায় আপনার 'ঝুলি শূন্য', যারা নির্দিষ্ট কিছু স্ট্যাটাস পড়াকে ইলম অর্জনের জন্য যথেষ্ট মনে করেন, উমারা ও উলামাগণের কোনো কিতাব ও বার্তা যারা পড়ে দেখেন না, কাফেলাবদ্ধ না হতে পারার কষ্টে কিংবা হিজরতের আকাঙ্ক্ষায় যাদের একটি রাতও নির্ঘুম কাটেনি, যারা নিজ ঈমান-আমলের ব্যাপারে উদাসীন, নিজেদের সময়ের ব্যাপারে উদাসীন, যারা ফরজে আইন বোঝার পরও বিনা প্রচেষ্টায় ফরজ ত্যাগ করে 'ফিসক' এ লিপ্ত আছেন, যারা উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পিছনে ছুড়ে ফেলে নিজেরা উগ্রের মত তাকফির করাকে গ্লোবাল জিহাদের মানহাজ মনে করেন, যদি 'কম্বল মুজাহিদ' দ্বারা এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হয় তবে তাদের নিয়ে আমার কিছু কথা আছে।

তবে আমি এটাও বলি, 'কম্বল মুজাহিদ' কথাটি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ 'মুজাহিদ' কথাটি এভাবে তাচ্ছিল্যের সাথে ব্যবহার করা বৈধ মনে হয় না।

যাইহোক, যারা 'কম্বল মুজাহিদ' বিশেষণে আখ্যায়িত হয়েছেন, তাদের উচিত এটা নিয়ে একটু চিন্তা করা। আসলেই কি তারা যা বলে আমি তা? যদি না হই, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। যারা আমাকে 'কম্বল মুজাহিদ' বলছে, তাদের দিকে ফিরে তাকানোরও আপাতত প্রয়োজন নেই, কোন প্রয়োজন নেই তাদের কথার জবাব দেওয়ার। প্রয়োজন নেই তাদেরকে মৌখিকভাবে প্রমাণ করার যে, আপনি একজন 'সত্যিকারের মুজাহিদ'। বরং, আপনি তা কাজের মাধ্যমে করে দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। যেমনটা বলে গেছেন আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ, যেমনটা প্রমাণ করে গেছেন কমান্ডার জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ। আপনি কি জানেন, জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহকে বিরোধীরা 'ভারতের চর' আখ্যা দিয়েছিল!? তিনি কিন্তু বিরোধীদের প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন, তবে মৌখিক নয় বরং তাঁর রক্ত দিয়ে! হ্যাঁ, তিনি প্রমাণ করে গেলেন যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বতকারী একজন 'সত্যিকার মুজাহিদ', তিনি ইসলামের শত্রু মুশরিক হিন্দুদের চরম দুশমন ছিলেন। তিনি যে মুমিনদের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর রক্তমাখা দেহ, তাঁর শাহাদাত, তাঁর জানাযার সালাত কিন্তু এটি প্রমাণ করেছিল! আপনাকেও তাঁদের মত হতে হবে ভাই। আপনাকেও একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে, নিজের অন্তরকে একটু শান্ত করতে হবে। কীভাবে শান্ত করবেন? আপনার রবের সাথে কথা বলে। আপনার রবের সাথে আপনার দুঃখ-কষ্টটা একটু শেয়ার করুন না ভাই! তিনি তো আপনার কষ্ট বুঝেন। তিনি তো বুঝেন যে, আপনার স্বজাতি আপনার প্রতি অপবাদ আরোপ করছে, আপনাকে না জেনে আপনার প্রতি মিথ্যাচার করছে! আল্লাহর কাছে আপনি সর্বোচ্চ সান্ত্বনা পাবেন ভাই, ইনশাআল্লাহ। একটু কেঁদে বলুন রবের কাছে, 'ইয়া রাব্বি! আপনি আমাকে প্রশান্ত হৃদয় দান করুন।' আল্লাহ আপনাকে ফিরিয়ে দিবেন না ভাই, দেখবেন তিনি আপনার অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন!

এখন কথা হলো, যদি আপনি প্রকৃতপক্ষেই (বিরোধীদের ভাষায়) একজন 'কম্বল মুজাহিদ' হন, তাহলে কী করবেন? এটা কিন্তু ভয়াবহ বিষয় ভাই। এমন পরিস্থিতিতে তো আপনার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা, লজ্জিত হওয়ার কথা! একটু মোহাসাবা করুন ভাই। নিজেকে একটু যাচাই করে দেখুন, বিরোধীদের এই প্রশ্নটা আপনিই আপনাকে করুন না ভাই! দেখুন না অন্তর কী বলে! অন্তর কি বলছে না যে, আপনি আসলে জিহাদের কোন প্রকার প্রস্তুতিই নেননি! অন্তর কি এরূপ বলছে না যে, আপনি যে কথাগুলো বলেন তা

কেবলই পরিচিত হওয়ার জন্য! আরে আপনি তো কেবল এই জন্যই জিহাদের কথা বলেন যে, এই কাজে আপনি মজা পান! সারাদিন লেপটপের সামনে বসে ফেসবুকে আড্ডা দিতে আপনার ভালো লাগে! এখানে অন্য কোন কাজ করার চাপ নেই! তাই নয় কি? আপনি নিজের দিকে তাকান তো ভাই। আল্লাহর সাথে আসলে আপনি কতটুকু আন্তরিক? আপনি কি আল্লাহর হকসমূহের ব্যাপারে সচেতন? ফরজগুলো কি আপনি যথাযথ আদায় করছেন? আসলেই আপনি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন ভাই? নিয়মিত ব্যায়াম করছেন কি? সামর্থ্যানুযায়ী কোন অস্ত্র প্রস্তুত রেখেছেন?! সামর্থ্য না থাকলে সামর্থ্য অর্জনের জন্য বাস্তবিকভাবে আপনি কী প্রচেষ্টা করেছেন? দুশমনদের গতিবিধি কি নজরে রেখেছেন? পরিজন-প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন? দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য এলাকায় কোন উদ্যোগ নিয়েছেন? হিজরতের জন্য প্রস্তুত আছেন তো?

আপনি যদি এগুলো নাই করে থাকেন, তাহলে কী করেছেন? একটু বলুন তো ভাই! আপনার কথার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আসলে কী? আপনি যদি (বিরোধীদের ভাষায়) ‘কম্বল মুজাহিদ’ নাই হন, তাহলে এগুলো করছেন না কেন ভাই? আল্লাহ তো বলেছেন, ‘যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।’ [সুরা তাওবা ৯:৪৬]

আর আপনি বলছেন- আমরা মুসলিম, আমাদের অস্ত্র লাগবে না! মিয়া ভাই! কী দরকার নিজেকে ধোঁকা দেওয়ার? আপনি তো অস্ত্র লাগবে না এই কারণে বলছেন যে, অস্ত্র কিনলে আপনার টাকা খরচ হবে! কী? মিথ্যা বললাম? আচ্ছা, মিথ্যা হলেই ভালো। কেননা, আমি চাই আপনি প্রস্তুত হোন, অস্ত্র প্রস্তুত করুন। নতুবা ভয় হয়; না জানি আল্লাহর বলা সূরা তাওবার এই আয়াতের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, আল্লাহ বলেন- ‘কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।’ [সুরা তাওবা ৯:৪৬]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, সিদ্দিক, শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন, আমলগুলোকে কবুল করে নিন, সর্বপ্রকারের ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখুন, আমীন ইয়া রাব্বি।

লেখক: খালিদ মুন্তাসির, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

ধর্ষণের মত নানা মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশ। সর্বত্রই ধর্ষণের সয়লাব। কালের কণ্ঠ' পত্রিকার বরাতে জানা যায়, যশোরের বাঘারপাড়ায় এক প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে বাঘারপাড়া থানায় মামলাটি দায়ের করেন। অভিযুক্ত মিজানুর রহমান এ উপজেলার বরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও দোহাকুলা গ্রামের নূর আলী মোল্যার ছেলে। এর আগে মিজানুর রহমান আগ-দোহাকুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করাকালীন একই রকম অভিযোগে মামলা হয়েছিল বলে খবর মিলেছে।

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান (৫০) বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১০) গত বুধবার স্কুল ছুটির পর অফিসে কক্ষে দেখা করতে বলে। মেয়েটি অফিস কক্ষে যাওয়ার পর মিজানুর রহমান তাকে জড়িয়ে ধরে। এক পর্যায়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এসময় মেয়েটি চিৎকার করা শুরু করে। তা শুনে আশপাশের লোকজন বিদ্যালয়ে দৌড়ে আসলে মিজানুর রহমান তাকে ছেড়ে দেয়। এরপর মিজানুর রহমান মোটরসাইকেল যোগে সেখান থেকে সটকে পরে।

বরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আগে মিজানুর রহমান আগ-দোহাকুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিল। এ প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন সময়েও সে একই ঘটনা ঘটায় এবং অনুরূপ একটি মামলাও হয়। সে সময় মামলার কারণে মিজানুর রহমান চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়। পরে বাদী পক্ষ মামলা প্রত্যাহার করলে সে পুনরায় চাকরি ফিরে পায়।

সে এখন পলাতক রয়েছে। তাকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায় নি।

যৌন নির্যাতনের মত ভয়াবহ অপরাধ দিনদিন বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে ভারতীয় ধাঁচে গড়ে উঠা অনৈসলামিক হিন্দুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন ইসলামিক সামাজিক বিশ্লেষকগণ।

-=====

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে এবং জাতিগতভাবে যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আযাব প্রেরণ করেন। যাতে তাঁর বান্দারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। পূর্ববর্তী জাতিরাও যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল তখন তাদের উপরও বিভিন্ন আযাব পাঠিয়ে ছিলেন। যা আল্লাহ তায়ালা সূরা আরাফে বলেছেন, [فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَـٰتٍ مُّفَصَّلَـٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ [٧:١٣٣ সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম দুর্যোগ, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব, অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধ প্রবণ সম্প্রদায়। সূরা আরাফ:১৩৩

এখানে মূল শব্দ হচ্ছে قُمَّل (কুম্মালু)। এর কয়েকটি অর্থ হয়। যেমন উকুন, ছোট মাছি, ছোট পংগপাল, মশা, ঘুণ ইত্যাদি।

ডেঙ্গু, কল্লাকাটা,গুজব, বন্দুকযুদ্ধ, আর এসব নিয়ে জাতির অথর্ব কান্ডারিদের হাসি তামাসা হচ্ছে এই জাতির উপর আল্লাহ তায়ালার গজব।

বাংলা ট্রিবিউনের সংবাদ সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করে এডিস মশা বেড়ে যাওয়ার কারণে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। সে বলেছে 'এডিস মশার প্রজনন ক্ষমতা রোহিঙ্গাদের মতো, যে কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে ডেঙ্গু হঠাৎ করেই বেশি হওয়ার কারণ এডিস মশা বেশি বেড়ে গেছে। এই মশাগুলো অনেক হেলদি ও সফিস্টিকেটেড, তারা বাসাবাড়িতে বেশি থাকে।' গত ২৫ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ 'ডেঙ্গু: চেঞ্জিং ট্রেন্ডস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আপডেট' শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক সেমিনার আয়োজন করে। এতে একজন বক্তা হঠাৎ করে ডেঙ্গু রোগী বেড়ে যাওয়ার কারণ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। তখন মন্ত্রী তার জবাবে এসব কথা বলে। সেমিনারের আয়োজন করে সোসাইটি অব মেডিসিন এবং ঢামেক মেডিসিন বিভাগ।

মন্ত্রী আরও বলে, এডিস মশার প্রডাকশন অনেক বেশি। যেভাবে রোহিঙ্গা পপুলেশন আমাদের দেশে এসে বেড়েছে, সেভাবেই এই মসকিউটো পপুলেশনও বেড়েছে। আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।

নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কটাক্ষ করে এরূপ মন্তব্য করে সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সে বলেছে, সাংবাদিকদের জানতে হবে, দেশে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫-২০ জন মারা যায়, সাপের কামড়ে মারা যায়

১০ জন, হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় শত শত লোক। সে সব খবর আমরা রাখি না। কিন্তু গত কয়েক মাসে ডেঙ্গুতে মারা গেছে মাত্র ৮ জন।(যদিও বাস্তবে ডেঙ্গু জ্বরে হতাহতের সংখ্যা আরো অনেক) আসলে তাদের কাছে জনগণের রক্তের কোন মূল্য নাই তাই তাঁদের কাছে মাত্র ৮ জন মনে হয়।

হিন্দু সন্ত্রাসীদের তত্ত্বাবধানে দেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠছে একের পর এক 'গীতা স্কুল'।

স্বদেশ বার্তা ডট কমের বরাতে জানা যায়, দেশের আনাচে-কানাচে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে হিন্দু বাচ্চাদের সন্ত্রাসবাদের দীক্ষা দিতে 'গীতা স্কুল' গজিয়ে উঠছে এবং এগুলো তত্ত্বাবধান করছে এমনসব উগ্র হিন্দু, যাদের উগ্রতার কারণে খোদ হিন্দুবান্ধব আওয়ামী সরকারের পুলিশও তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে।

স্বদেশ বার্তা ডট কম জানায়, উদাহরণস্বরূপ- কয়েক বছর আগে আমি 'কার্তিক কৃষ্ণ রায়' নামে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের এক উগ্র হিন্দু যুবকের কয়েকটি স্ট্যাটাস নিয়ে পোস্ট দিই। তার স্ট্যাটাসগুলোতে লেখা ছিল-

"সব গ্রামেই ছোট বড় কালী মন্দির, শীতলা মন্দির, মনসা মন্দির আছে। মন্দিরে খড়গও আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় খড়গগুলো জং ধরা, কোনটা মরিচাধরা, কোনটাতে আবার ধাঁর নাই। কোন কোন খড়গের ব্যবহার নাই ৫০/১০০ বছর ধরে। ফলে খড়গগুলো হিন্দুদের অভিশাপ দিচ্ছে রক্তের স্বাদ না পেয়ে। মন্দিরের খড়গগুলোকে রক্ত না পান করানোর জন্য, মরিচা ধরানোর জন্য, খড়গ নষ্ট করার জন্য হিন্দুদের পাপ হয়েছে।"

"কালী পাঁঠা খাক, বা না খাক, আমার সমস্যা নাই, আমি নিজেও পাঁঠা খাই না। কিন্তু বলির সমর্থক আমি। হিন্দুদের রক্ত দেখার অভ্যাস করতে হবে, এক কোপে মাথা কেটে ফেলে দেওয়ার মত অভ্যাসটা যেন হিন্দু সমাজ থেকে না যায়।"

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে এসব উগ্র স্ট্যাটাসগুলো দেয়ার পর আমি আমার পেজ থেকে পোস্ট দেই, এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তার মেস থেকে ডিবি পুলিশ তখন গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু মাত্র ৩ দিনের ব্যবধানে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন হিন্দুদের পোস্টে কমেন্ট দেখেছিলাম যে, ভারতীয় হাইকমিশনের নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ খবর জানায় স্বদেশ বার্তা ডট কম।

জেলখাটা উগ্র হিন্দু এই কার্তিক কৃষ্ণ উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে হিন্দু শিশুদের বেশকিছু গীতা স্কুলের উদ্যোক্তা। যেমন তার নিজের গ্রাম নীলফামারীর 'গের্দ্দ জয়চণ্ডী'র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি সে এবং তার সঙ্গীরা ব্যবহার করে থাকে 'গীতা স্কুল' হিসেবে।

উল্লেখ্য, এই কার্তিক কৃষ্ণই একমাত্র জেলখাটা হিন্দু নয়, যে কিনা হিন্দু শিশুদের সন্ত্রাসবাদের দীক্ষা দিতে গীতা স্কুল চালায়। ২০১৬ সালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে উগ্র হিন্দুরা নজিরবিহীন এক হামলা চালায়। সেই হামলার নেতৃত্ব দিয়ে গ্রেফতার হয়েছিল 'অজয় দত্ত' নামক এক উগ্র হিন্দু যুবক (ছবিতে আগ্রাসী ভঙ্গিতে থাকা)। সে হলো 'শারদাঞ্জলি ফোরাম কেন্দ্রীয় গীতা শিক্ষা বোর্ড' এর চট্টগ্রাম বিভাগীয় সচিব।

উল্লেখ্য, যে গোবিন্দ প্রামাণিককে দেখা যাচ্ছে কার্তিক কৃষ্ণ'র হাতে ত্রিশূল তুলে দিতে, তার উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু মহাজোট' দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বৈদিক স্কুল' তৈরী করেছে।

মূলত বাংলাদেশকে মুসলমান মুক্ত করতে হিন্দুদের যে পরিকল্পনা, তা সুদূরপ্রসারী। ভারতে হিন্দু বাচ্চাদেরকে উগ্রতার দীক্ষা দিতে নানারকম ট্রেনিং সেন্টার, অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। একারণে ভারতে হিন্দু বাচ্চারা বিভিন্ন দাঙ্গায় বড়দের সঙ্গ দেয় এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, উগ্র হিন্দু শম্ভুলাল আফরাজুলকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে মারার সময় তার ভিডিও করেছিল তার নাবালক ভাতিজা। মিডিয়াগুলোতে ভিডিওটি নিয়ে আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেও ভিডিওকারী নাবালক হিন্দু কিশোরটির হাত একবারের জন্যও কেঁপে উঠেনি, তা ছিল এতোটাই নিখুঁত।

কাশ্মীরের আসিফা হত্যার সময়েও একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আসিফাকে ধর্ষণে ধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত করার পর কে তাকে মারবে, এই প্রশ্ন ওঠার পর এগিয়ে আসে পুরোহিতের নাবালক ভাগ্নে। সে-ই আসিফার মাথায় পাথর দিয়ে থেতলে থেতলে তাকে হত্যা করে। বাংলাদেশের হিন্দু শিশুদেরকেও যেন ভারতের আদলে গড়ে তোলা যায়, সেজন্য এদেশের উগ্র হিন্দুরা তাদের বাচ্চাদের দীক্ষা দিতে 'গীতা'কে বেছে নিয়েছে, কারণ গীতা বইটি হলো কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদনা দানের বিভিন্ন উপদেশ।

হিন্দুদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে, তাদের গীতা স্কুল থেকে বের হওয়া হিন্দু বাচ্চাদের পরবর্তীতে আওয়ামী লবি ব্যবহার করে বিভিন্ন স্পর্শকাতর সরকারি পদে বসানো হবে, যেখান থেকে সহজে এদেশের মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালানো সম্ভবপর হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এসব গীতা স্কুল হচ্ছে প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চলে, যেখানে হিন্দুদের কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ পকেট রয়েছে। ঐসব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যদি দাঙ্গা লাগে, তাহলে ভারতের ন্যায় সেখানে মুসলমানদের গলা কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু মুসলমানরা কোনোপ্রকার বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ সে তো জিহাদের দীক্ষা পায়নি! সে তো মনে করেছে যে, সব হিন্দু খারাপ নয়। তার একমাত্র নিয়তি হবে পড়ে পড়ে মার খাওয়া আর হিন্দুদের দ্বারা নিজ মা-বোনের ধর্ষিত ক্ষতবিক্ষত দেহ অবলোকন করা।

যদি বাঙালি মুসলমান নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তবে তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, হিন্দুদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলার বুকে বিচরণ করতে দেয়া যাবে না। কারণ বর্তমানের প্রিয়া সাহার প্রজন্মই মূলত বিশ্বাসঘাতকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে, এর পরের প্রজন্ম সরাসরি গীতার দীক্ষা নিয়ে হত্যা-ধর্ষণে নেমে পড়বে।

---

২ রা আগস্ট,২০১৯

ভারত থেকে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের খবর এখন প্রতিনিয়তই আসছে। গো-পূজারী মুশরিক হিন্দুদের বর্বরতার শিকার হচ্ছেন মুসলিম সম্প্রদায়। এবারে ভারতে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে না চাওয়ায় হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হন ৩জন মুসলিম ছাত্র।

বার্তাসংস্থা ‘ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিমস’ জানিয়েছে, ভারতের গুজরাটের গুধরাতে হিন্দুরা ৩জন মুসলিম ছাত্রকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে বাধ্য করে হিন্দুরা। কিন্তু, মুসলিম ছাত্ররা ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে না চাওয়ায় তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা করে মুশরিক হিন্দুরা। পিটিয়ে রক্তাক্ত করে মুসলিম ছাত্রদের। আহত হওয়া তিনজন মুসলিম ছাত্রের নাম- হাফেজ সমির ভাগাত, হাফেজ সোহেল এবং হাফেজ সালমান জিতেলি।

অন্যদিকে, হিন্দুদের বর্বরতার শিকার ঐ হাফেজ ছাত্ররা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। এমনকি ঐ বর্বর পুলিশরা হামলার শিকার মুসলিম ছাত্রদেরকেই ‘হিন্দু’ এলাকায় যাওয়ার জন্য তিরস্কার করে।

উল্লেখ্য, গত ২৬শে জুলাই মুশরিক হিন্দুরা এক ৩ বছর বয়সী মুসলিম শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করে নিয়ে যায়। অতঃপর, দিনভর গণধর্ষণের পর বাচ্চা মেয়েকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাচ্চাটির মাথাহীন লাশ

পাওয়া যায় এক ময়লার ভাগাড়ে। এর আগে, এক মুসলিম বালককে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে মুশরিক হিন্দুরা। বালকের অপরাধ ছিল, 'জয় শ্রী রাম' বলতে না চাওয়া!

আফগানিস্তানের যাবুল প্রদেশের ৩টি জেলাসমূহে গত ১লা জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাটিতে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট 'আল-ইমারাহ্' বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে শিনকাঈ জেলা হতে বীর তালেবান যোদ্ধাদের সম্ভাব্য হামলার ভয়ে ৩টি চেকপোস্ট ছেড়ে পলায়ন করেছে আফগান কাপুরুষ সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

জানা যায়, শত্রুদের পশ্চাদপসরণের ফলে, বিনা রক্তপাতেই এক বিশাল এলাকা মুজাহিদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এদিকে, একই দিন রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১২টা বাজে, চৌবান জেলায় লেজারগান হামলা চালিয়ে ৩ মুরতাদ সেনাকে হত্যা করেছেন সাহসী তালেবান যোদ্ধারা।

এমনিভাবে, নৌবাহার জেলায় গত ২দিন পূর্বে, শত্রুদের ইউনিট লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, ইউনিটটি বিজয় হয়েছে; এবং জালেম কমান্ডার (দিল আগা) সহ ২৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

মুজাহিদগণ, ২টি রকেট লাঞ্চার, ৩টি বন্দুক, ২টি আমেরিকান মেশিনগান ও ১টি তোপসহ বিভিন্ন প্রকার সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

বিপরীতে দুশমনদের গুলিতে ২জন বীর মুজাহিদ আহত হয়েছেন; এবং ১জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন!

---

১ লা আগস্ট,২০১৯

গত শুক্রবার (২৬ জুলাই) ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুরের টাটানগর রেলস্টেশনে মায়ের পাশে ঘুমাচ্ছিল ৩ বছর বয়সী শিশু রাফিজা খাতুন। এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। রেলস্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, হাফ প্যান্ট ও টি-শার্ট পরিহিত এক যুবক রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পাশে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া যুবকের নাম রিঙ্কু সাহা। তার সাথে ছিল আরো ২ উগ্র মুশরিক হিন্দু।

কেবল তুলে নেয়নি, **শিশুটিকে নিয়ে সারাদিন ধর্ষণের পর মাথা শিরশ্ছেদ করে লাশ ভাগাড়ে ফেলে দেয় তারা।** রিঙ্কু এবং তার বন্ধু কৈলাস পুলিশকে বলেছে, তারা শিশুটিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সারাদিন গণধর্ষণ করেছে। অতঃপর, অনবরত কান্না করায় শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) জামশেদপুর রেলস্টেশন থেকে চার কিলোমিটার দূরে একটি ময়লার ভাগাড়ের কাছে প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে শিশুটির মরদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু শরীরের সঙ্গে ছিল না মাথা। শিশুটির মাথা এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।
উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মহিলা মোর্চার এক উগ্র মুশরিক হিন্দু নেত্রী হিন্দু পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, হিন্দুদের উচিত মুসলিমদের নারীদেরকে ১০ জন বা ২০জনের দল করে গণধর্ষণ করা এবং মানুষকে দেখানোর জন্য বাজারে মুসলিম নারীদের ঝুলিয়ে দেওয়া! এ ঘোষণার পরপরই, একজন ইমাম সাহেবের বাচ্চা মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়। আর এখন ঘটল ঝাড়খণ্ডের এই ঘটনা ।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এবং তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ৩০ই জুলাই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "আস-সাকরিয়্যাহ এবং আয-জযাহবিয়্যাহ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ / শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

আল্লাহমদুলিল্লাহ্, যার ফলে নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ জোট বাহিনী গত ৩মাসে দক্ষিণ সিরিয়ায় মুসলিম বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রীত এলাকায় গণহত্যা চালিয়ে ৩৫৩০ এরও অধিক সাধারণ নিরাপরাধ সিরিয়ান মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এছাড়াও গত সপ্তাহে তাদের গণহত্যার শিকার হয়ে ইদলিব সিটির আর-রিহান এলাকায় নিহত হয়েছেন প্রায় ১৫০০শত মুসলিম, আহত হয়েছেন আরো কয়েক হাজার। যার পরিসংখ্যান গত ৩মাসের প্রকাশিত রিপোর্টে যুক্ত করা হয়নি।

গত তিনমাসে সিরিয়ায় কুফ্ফার বাহিনীর হামলায় হতাহত হওয়া ৩৫৩০ জন মুসলিমের মধ্যে নিহত হয়েছেন ৭৪৭জন সাধারণ নিরাপরাধ মুসলিম, যাদের মাঝে নিহত শিশু সংখ্যা ১৯২ এবং মহিলা সংখ্যা ১৩১জন। আর আহত হয়েছেন ২৭৮৩ এরও অধিক মুসলিম।

আমরা যদি সিরিয়ায় বিপ্লব শুরু হওয়ার প্রথম ৩ বছরের পরিসংখ্যান দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো বর্তমানে এই গণহত্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সিরিয়া বিপ্লবের প্রথম ৩বছরকে এতদিন বলা হত গণহত্যার বছর। আসুন আমরা সেই সময়ে নিহত হওয়া সিরিয়ানদের পরিসংখ্যানটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখেনিই। তুর্কি ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা "আনাদুল" এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সিরিয়া বিপ্লবের প্রথম তিন বছর অর্থাৎ ১১, ১২ ও ২০১৩ তে আসাদ বাহিনীর গণহত্যার শিকার হয়ে প্রাণ হারান ১১ হাজারেরও অধিক নিরাপরাধ সিরিয়ান মুসলিম। যাদের মধ্যে ৮৫০০জনই হচ্ছেন নারী ও শিশু।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত কয়েকদিন পূর্বে ক্রুসেডার আমেরিকা ও জাতিসংঘের দায়িত্বশিল "জেমস সোয়ান" এর সফরকালীন সময়ে রাজধানী মোগাদিশুতে তার একটি বৈঠকে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যেই হামলায় "জেমস সোয়ান" ও দেশটির উচ্চপদ কর্মকর্তাসহ ২২ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়।

ঐ হামলাতেই আহত হয় সোমালিয়ার প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে বানাদীর শহরের মেয়র ও মোগাদিশুর গভর্ণর "আবদুর রহমান। পরে জেমস সোয়ান এর সাথে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় US এ। আর সেখানেই মৃত্যুবরণ করে এই মুরতাদ।

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর দূতাবাসের সদর দফতর লক্ষ্য করে বেশ কিছুদিন আগে একটি সফল অভিযান চালিয়েছিলেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যদিও ঐ হামলায় তুর্কি দূতাবাসে দায়িত্বরত কতজন লোক নিহত হয়েছিল তা জানা যায়নি।

অতঃপর গত ২৭ই জুলাই Turkish MFA তাদের এক রিপোর্টে জানায় যে, রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের পরিচালিত উক্ত হামলায় নিহত হয়েছিল সোমালিয়া ও তুর্কি দূতাবাসে সামরিক সংযুক্তিকারক এবং রাজধানী মোগাদিশুতে তুর্কি দূতাবাসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল "সানান ইলমাজ"। ঐ হামলায় আরো বেশ কিছু তুর্কি মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছিল বলেও ধারণা করা হয়, কিন্তু তাদের কারোরই নাম প্রকাশ করেনি তুর্কি বাহিনী।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ গত ৩০ জুলাই পাকিস্তানের কুয়েটায় "লিয়াকত" বাজারে অবস্থিত নাপাক পুলিশ সদস্যদের থানার সামনে দেশটির মুরতাদ নাপাক বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল মোটরসাইকেল বোমা হামলা পরিচালনা করেন।

যার ফলে ৫ এরও অধিক মুরতাদ নাপক বাহিনীর পুলিশ সদস্য নিহত এবং ২৫ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য আহত হয়। নিহত মুরতাদ সদস্যদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডারও রয়েছে।

উক্ত সফল হামলার দায় স্বীকার করেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "কাশক-কাহনাহ" জেলায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

তালেবান মুজাহিদদের পক্ষহতে জানানো হয় যে, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায যোদ্ধাদের উক্ত সফল অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৪ অফিসারসহ ৩১ সেনা নিহত এবং ১০ সেনা আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৩১ই জুলাই আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশ হতে কান্দাহার গামি ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সমরিক বহরের উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩৬ সেনা নিহত এবং ১৮ সেনা গুরুতর আহত হয়। এসময় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর তেলার ট্যাংকারসহ বেশ কিছু সামরিকযান।

সিরিয়ায় আল-কায়দা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপ জামাআত "আনসারুত তাওহীদ " এর জানবায মুজাহিদগণ ৩১ই জুলাই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলিয় হামা সিটির "আল-হাকুরা" গ্রামে অবস্থিত কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসী নুসাইরী জোট বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত শক্তিশালী মিসাইল হামলায় কুফ্ফার ও শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

"সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো উম্মাহর কল্যাণে একটি ঐক্যমতে পৌঁছাক" এই ছিল গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রাণের দাবী। আমরা সব সময় এই প্রার্থনাই করতাম।

হ্যাঁ, গোটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহানের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রায় সকলেই একটি ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। একই পথে হেঁটেছে সৌদি আরব ও ইরানের মত একে অপরের চরম শত্রু রাষ্ট্রও! যেখানে এসে জালিম আসাদ আর একমাত্র পরমানু শক্তিধর নামে মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের মতও মিলে গেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলিমদের কোনো কল্যাণে নয় বরং পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর হিংস্র সমাজতান্ত্রিক চীন সরকারের পরিচালিত পৈশাচিক জুলুমের সমর্থনে ঐক্যমত হয়েছে তারা। চীন

প্রশাসন যে দুই মিলিয়নের উপর মুসলিমকে বন্দী করে কেবল ইসলাম পরিত্যাগ করানোর জন্য তাঁদের উপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন, সেটি সঠিক কাজই করছে বলে মনে করে কথিত এই মুসলিম শাসকবর্গ!

পূর্ব তুর্কিস্থান থেকে হিজরত করা মুসলিমদের দেওয়া সাক্ষাতকার এবং সেখান থেকে প্রকাশ হওয়া অসংখ্য ভিডিও ও তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে পূর্ব তুকিস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীন কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছে তার কিছু উদাহরণ-

*সেখানে রমজান মাসে মুসলিমদের রোজা রাখা নিষিদ্ধ, চীনা প্রশাসন সেখানে প্রতি রমজানে দিনের বেলা গণভোজের আয়োজন করে এবং মুসলিমদের মদ ও শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করে। আর যারা তা খেতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের পরিণতি হয় অত্যান্ত ভয়াবহ।

*চীনা প্রশাসন সেখানে এ পর্যন্ত শত শত মসজিদ ধ্বংস করেছে। বহু মসজিদকে পান্থশালা, বিনোদন কেন্দ্র ও কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে পরিণত করা হয়েছে। আর যে কয়টি মসজিদকে বাকি রাখা হয়েছে, তা কেবলই বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

*চীনা প্রশাসন প্রতিটি মুসলিম বাড়িতে গোয়েন্দা প্রেরণ করে, কোরআন মাজীদ তো দূরের কথা যদি কোনো বাড়িতে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র কোনো বস্তুও পাওয়া যায় তবে বাড়ির সদস্যদের জঙ্গী সাব্যস্ত করে কথিত ‘পুনঃশিক্ষা’ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

*মুসলিম মেয়েদের জোরপূর্বক চাইনিজ হানদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

*কমিউনিস্ট চীন ইসলামকে সরাসরি মানসিক রোগ (নাউযুবিল্লাহ) আখ্যা দিয়ে এর প্রতিকারের অঙ্গীকার করেছে। আর তা হচ্ছে, যেকোনোভাবেই হোক, মুসলিমদেরকে ইসলাম পরিত্যাগ করাতে হবে।

*সেখানকার সবচেয়ে ভয়ংকরতম দিক হচ্ছে, কমিউনিস্ট চীন হাজার হাজার মুসলিম শিশুকে পরিবারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের অনাথ আশ্রমগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। এই আশ্রমগুলোতে শিশুগুলোকে কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রক্রিয়াই সম্পাদন করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে যাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে।

আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের সামান্য কিছু পার্থিব স্বার্থের খাতিরে পূর্ব তুর্কিস্তানের মজলুম মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীনের কার্যক্রমকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করেছে।

ইতিপূর্বে তুরস্ক ও মিশর তাদের দেশে আশ্রয় নেওয়া উইঘুর মুসলিমদের গোপনে চীনের কাছে হস্তান্তর করেছে।

আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এমন একটি যুগ আসবে, "যখন প্রত্যেক জাতির নেতা হবে মুনাফিক।" আমরা যেন ঠিক সেই সময়টিকেই অতিক্রম করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকারের ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখুন, উম্মাহর কল্যাণময় দিনের আগমন ত্বরান্বিত করুন, আমীন।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান ।